বাঁশের কেল্লা

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

নাট্য ভারতী যাত্রাপার্টিতে অভিনীত।

—প্রথম অভিনয় রজনী—

কাশীনাথ মল্লিকের ঠাকুর বাড়ী।

হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

—দে সাহিত্য কুটীর—

১৮।২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬।

শ্রীপঞ্চানন দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

*

[মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

—বিক্রয় কেন্দ্র—
ভৈরব পুস্তকালয়
১৩।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটের গলির ভিতর
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট
রমেশ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক:
শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
১১।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

সদ্য প্রকাশিত (সুপারহিট নাটক

একটি পয়সা

মাটির কেল্লা

মাটির কান্না

সুলতানা [illegible]

সুখের পাঁচালি

উৎসর্গ

যাত্রাজগতের নাট্যাচার্য্য ও নটগুরু

৺ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের

মহান স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

হে গুরো !

রত্নাকরের গর্ভে ডুব দিয়ে যে রত্ন সঞ্চয় করেছিলেন, তা অকাতরে দান করে গেলেন যাত্রা জগতকে গৌরব মণ্ডিত করতে। শুধু শিল্পীই নয়, সৃষ্টি করে গেলেন অসংখ্য নাট্যকাব্য। যা আমার মত অজ্ঞ নাট্যকারের শিক্ষার সম্পদ। ইচ্ছা ছিল আপনার স্থূল দেহের হাতে তুলে দেব আমার এই নাট্যার্ঘ্য, কিন্তু সুযোগ হ'ল না। তাই যে নাটককে প্রাণবন্ত করতে নিজের জীবন নাট্যের যবনিকা টেনে দিলেন, আপনার সেই অমর স্মৃতির বেদীমূলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম আমার চোখের জলে ধোয়া সেই নাটক "বাঁশের কেল্লা"।

প্রসাদ।

ভূমিকা

বাঁশের কেল্লা নাটকের ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ২৪ পরগণা জেলার অখ্যাত চাষী শহীদ তিতুমীরের এই সকরুণ জীবন-নাট্য যাত্রাগানে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, দিল্লী, বোম্বাই তথা সারা ভারতবর্ষের শ্রোতারা মুগ্ধ। যাঁর পবিত্র স্পর্শে নাটকখানি আজ স্মরণীয় হয়েছে, তিনি হলেন যাত্রা-জগতের নাট্যাচার্য্য ৺ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ। আজ তিনি নেই, তাই তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে মাত্র কয়েকটি কথা বলছি।

কয়েক মাস পূর্ব্বে পালা সাহিত্য নামে তিনখানি নাটকের সংমিশ্রণে বাঁশের কেল্লা বাজারে প্রকাশিত হয়েছে। তবে সেই নাটক পাঠকদের কিছুটা তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হলেও, অভিনয়ের উপযোগী নয়। তাই অভিনয়ের উপযোগী হয়ে "বাঁশের কেল্লা" নূতন কলেবরে প্রকাশিত হল।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যভারতী যাত্রাপাটির কুশলী শিল্পীগণের সুনিপুণ অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকখানি এত সমাদর পেয়েছে। উক্ত পার্টির সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত পি, দাসগুপ্ত মহাশয়ের অপরিসীম অর্থব্যয় ও সুপরিচালক শ্রীযুক্ত হরিপদ বায়েন মহাশয়ের আন্তরিক শুভেচ্ছার মূল্যও যথেষ্ট। এই নাটকের বংশীধর কারপরদারের 'মাই ডিয়ার, মাই ডিয়ার' কমিক গানখানি রচনা করেছেন সুযোগ্য কৌতুক অভিনেতা শ্রীঅনিল ভট্টচার্য্য এবং সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন শ্রেষ্ঠ সুরকার শ্রীপঞ্চানন মিত্র মহাশয়। উপরোক্ত প্রত্যেককেই আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে এই নাটকখানি সংশোধনে যাত্রাজগতের অপ্রতিদ্বন্দী অভিনেতা, শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার মণ্ডল মহাশয় যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, এবং দে সাহিত্য কুটীরের পরিচালক ও অভিজ্ঞ প্রকাশক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দে মহাশয় যে ত্যাগ স্বীকার করে "বাঁশের কেল্লাকে" জনসমক্ষে প্রকাশ করলেন, তার জন্য তাঁদের কাছে মাত্র কৃতজ্ঞ নই, আমি আজীবন ঋণী। ইতি—

গ্রন্থকার।

চরিত্র-লিপি

—পুরুষ—

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	গোবরডাঙার জমিদার।
অনাদি	ঐ ভাগিনেয়।
হীরালাল	ঐ কর্মচারী।
দীনবন্ধু হাতী	জনৈক ধনী ব্যবসায়ী।
সুবেদার সিং	বৃটিশ কর্ণেল।
বংশীধর কারপরদার	দারোগা।
খাজা খাঁ	সুবেদার সিং-এর ভৃত্য।
তিতুমীর	হায়দারপুরের জনৈক চাষী
বাদশা	তিতুমীরের পুত্র।
রুস্তম	ঐ সহচর।
মিস্কিণ	ফকির।
বিশু মোড়ল	তিতুমীরের আশ্রিত।
সদানন্দ	চাষী।
রতন	সদানন্দের পুত্র।
শিবুপাগলা	?

কানাই, সূত্রধার।

—স্ত্রী—

সীমা	কালী মুখার্জীর কন্যা।
ফুলজানবিবি	তিতুমীরের ভাবী।
পিয়ারা	তিতুমীরের ভগ্নী।
ডলি	সুবেদার পত্নী।

বাঈজী।

বাঁশের কেল্লা

—:(*):—

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

সূত্রধরের প্রবেশ।

সূত্রধর। স্বাধীনতার জমাট অন্ধকার কাটিয়ে দেশের বুকে স্বাধীনতার দীপ জ্বেলে দিতে, নিষ্ঠুর বৃটিশ সরকারের নির্মম হাতিয়ারে যারা প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছে, তাদেরই একজনকে ইতিহাসের অন্তরাল থেকে টেনে আনবো আপনাদের সামনে। সে চব্বিশ পরগণা জেলার হায়দরপুর গ্রামের এক গরীব চাষী, নাম তিতুমীর। তৎকালীন ইংরেজ শক্তির সংগে মোকাবিলা করতে সেই বাঙালী নায়ক যে অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল, তারই রক্তস্বাক্ষর এই "বাঁশের কেল্লা"। সেদিন সেই বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে তিতুমীর যেমন দীপ্তকণ্ঠে বলেছিল আমি সইবো না এই অত্যাচার। আজ সেই শহীদেরই স্মৃতি নাট্যের আসরে আসুন আমরাও দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে বলি, আমরা সইবো না— সইবো না এ অত্যাচার।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে গুলীর শব্দ এবং ছুটিয়া সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। না-না, আমরা সইবো না এ অত্যাচার। আমাদের

বুকের রক্ত ঢেলে, সেই রক্ত স্রোতে ভাসিয়ে দেব ওই বিদেশী ইংরেজকে। তবু সইবো না এ অত্যাচার। [নেপথ্যে গুলীর শব্দ]

সদানন্দ।—

গীত।

সইবো না এ অত্যাচার।

ভেঙে ওই শত্রু শৌধ ধুলোতে মিশিয়ে দেব অত্যাচারীর স্বৈরাচার।

রোদে পুড়ে জলে ভিজে,

ফসল ফলাই আমরা নিজে,

আমরা মরি অনাহারে, তাদের জোটে রাজ আহার।

যতই ওরা মারবে গুলী,

খুলবো ওদের মাথার খুলি,

গড়বো মোরা নতুন সমাজ রাজা প্রজা নেইকো যার।

সদানন্দ। ভাই সব! ভয় পেও না, জোরসে বল চাষী ভাই জিন্দাবাদ—

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। চাষী ভাই জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ—

পতাকা হস্তে আহত রতনের প্রবেশ।

রতন। জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ—আঃ! [পড়িয়া গেল]

সদানন্দ। রতন—রতন—[রতনকে ধরিল]

রতন। বাবা! এই নাও, পতাকাটা ধর, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

সদানন্দ। রতন, বাবা আমার।

রতন। কেঁদো না বাবা, ভগবানকে ডাক, আমার রক্তের বদলে যেন বাঙালী জাতটা জেগে ওঠে।

সদানন্দ। জাগবে না রে—জাগবে না। গোলামের ফাঁস গলায় পরে এদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে গেছে। তা না হলে, একই জাতের একদল লড়াই করে জীবন দিচ্ছে, আর একদল পরের মন রাখতে স্বজাতীর জীবন নিচ্ছে।

রতন। ওঃ, বুকটা বড় জ্বালা করছে। তিন দিন একটু জল পর্যন্ত মুখে দিই নি।

সদানন্দ। ভগবান—একমুঠো খেতে চাওয়ার অপরাধে এমনি করে যারা গুলী মারে, তুমি তাদের ক্ষমা ক'র না ঠাকুর—ক্ষমা ক'র না।

রতন। ওঃ—দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে আসছে। কত আশা ছিল খেয়ে পরে মানুষের মত বাঁচবো। বাবা! বাংলার মাটিতে আর আসবো কিনা জানি না। শেষবারের মত একটু জল দেবে, পেট ভরে খেয়ে নেবো।

জলপাত্র হস্তে পিয়ারার প্রবেশ।

পিয়ারা। পানি আমি এনেছি রতন ভাই।

রতন। এনেছিস দিদি? দে—দে, পিপাসায় ছাতিটা ফেটে যাচ্ছে।

পিয়ারা। এই নে ভাই। [জল দিতে গিয়া পিছাইয়া আসিল] না-না, এ পানি—

সদানন্দ। পেছিয়ে গেলি কেন পিয়ারা? জল দে—

পিয়ারা। সদানন্দ চাচা, আমি যে মুসলমানী।

সদানন্দ। ও! তাই বুঝি তুই পেছিয়ে গেলি? ওরে, তুইও মুসলমানী নস আর আমার রতনও হিন্দু নয়। আমাদের একমাত্র জাত

আমরা মেহনতী মানুষ, আমাদের একমাত্র ধর্ম মানুষকে ভালবাসা, দে মা, জল দে—জল দে।

পিয়ারা জলপাত্র আগাইয়া দিল, রতনও জল পান করিতে উদ্যত হইল, এমন সময় ছুটিয়া বংশীধর প্রবেশ করিয়া লাথি মারিয়া জলপাত্র ফেলিয়া দিল।

বংশী। খবরদার।

পিয়ারা। পিপাসার পানী—

বংশী। ফেলে দিলাম, দুঃখ কর না, ও পচা পুকুরের পানি আবার কেউ খায় নাকি? আমি ওকে এখনি আমাদের গাড়িতে তুলে ব্যারাকে নিয়ে যাবো। দরকার হলে সেখানেই—

পিয়ারা। ওকে পানি খেতে দেবে?

বংশী। দেবো, তবে পানি নয় ঘোড়ার পেচ্ছাব।

সদানন্দ। কি বললি শূয়ার?

বংশী। আমি শূয়ার?

পিয়ারা। না, সদানন্দ চাচার বলা ভুল হয়েছে। হাজার হলেও আপনি ইংরেজের কর্মচারী। ও কথাটা আপনাকে বলা মোটেই সাজে না। আমি হ'লে বলতুম—

বংশী। কি? পুলিশ সাহেব?

পিয়ারা। সেটা আপনার প্রভুরাই বলবে, আমি বলবো দেশদ্রোহী নিমকহারাম।

বংশী। সাটাপ্, হারামজাদী!

পিয়ারা। কথাটা খারাপ বলিনি। ভেবে দেখ্ শয়তান। দেশদ্রোহী

নেমকহারাম না হলে, বাঙলা মায়ের কোলে জন্ম নিয়ে ইংরেজকে বাপ বলে ডাকতে পারতিস না।

বংশী। হুঁশিয়ার ছোটলোকের মেয়ে। আমি তোকে গুলী করে মারবো।

রতন। বাবা, আমাকে একবার তুলে ধরতে পার? মরার সময় ওই শালা পুলিশ সাহেবের বুকে একটা কামড় দিয়ে যাই।

বংশী। তবে রে বিচ্ছু শয়তান। [রতনকে পদাঘাত করিল]

রতন। ওঃ—[শেষ আর্তনাদ করতঃ রতনের মৃত্যু হইল]

সদানন্দ। রতন—রতন—বাবা আমার। শেষ—সব শেষ।

পিয়ারা। রতন ভাই নেই? ওরে বেইমানের বাচ্চা! তোরা কি মনে করেছিস এদিন তোদের থাকবে? না—না, তা হতে পারে না। মেহনতী মানুষের খুনে হাত রাঙিয়ে যে দেনা তোরা করছিস, তা শোধ করতে হবে একদিন তোদেরই বুকের রক্তে।

বংশী। বুকের রক্তে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! বল্, তিতুমীর কোথায়? তাকে পেলে আমরা আর তোদের ওপর অত্যাচার করবো না।

পিয়ারা। বলবো না।

বংশী। সে তোদের নেতা।

সদানন্দ। সে কথা সবাই জানে।

বংশী। তাকে ধরিয়ে দিলে বখশিস দেবো।

পিয়ারা। আমিও তোর মুখে লাথি মারবো।

বংশী। আমি তোকে চুলের মুঠি ধরে—

সদানন্দ। তবে রে ভেড়ির বাচ্ছা। [পতাকার লাঠি দ্বারাই বংশীধরের মাথায় আঘাত করিতে উদ্যত]

বংশী। খবরদার নেটিভ শয়তান। [পিস্তল তুলিল]

ঝড়ের বেগে তিতুমীর প্রবেশ করিয়া সজোরে বংশীধরের হাতে নিজ লাঠির দ্বারা আঘাত করিল।

তিতুমীর। হুঁসিয়ার কুত্তা। তিতুমীর এখনও মরেনি।

বংশী। ওহো, হো। [পিস্তল পড়িয়া গেল তিতুমীর পিস্তল তুলিয়া লইল]

তিতুমীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! খোদাকে স্মরণ কর বেইমান। আজ তোর জিন্দগী খতম।

বংশী। মারবে, তুমি আমাকে মারবে, জান, আমি পুলিশ অফিসার।

তিতুমীর। পুলিশ অফিসার, ওই দেখ আমার হাতে চোরাগোপ্তা মার খেয়ে পুলিশগুলো দৌড় দিয়েছে। এইবার তোকে আমি—

বংশী। এ্যাঁ! পালিয়েছে? তবে আমাকে ছেড়ে দাও মিঞা। আমি বাঙালী।

তিতুমীর। বাঙালী? তাই বাঙালীর কলিজা উপড়ে নিতে ছুটে এসেছিস। তাই তোর ইংরেজ বাবাদের মন রাখতে বাঙালীর খুনে ভিজিয়ে দিলি হায়দরপুরের মাটী। ওরে বেইমান। যে দেশের বুকে জন্ম নিয়ে তুই মানুষ হয়েছিস—সেই দেশের গরীব দুঃখী চাষী শ্রমিক ভাইদের রক্ত নিলি? না-না, তোর মত বেইমানকে তিতুমীর মাফ করবে না।

বংশী। তিতুমীর!

তিতুমীর। তিতুমীরকে গ্রেপ্তার করা তোর মত দশটা কুত্তার হিম্মতে হবে না। আয়—এগিয়ে আয়। আমার অনেক চাষী ভাইয়ের খুন নিয়েছিস তুই। তারই বদলা নিতে তোরই খুনে ভিজিয়ে দেব তোরই পিস্তল।

বংশী। তিতুমীর। আমার দেহটা ইংরেজের গোলামী করলেও, মন থাকবে তোমাদের মত বিপ্লবী বাঙালীর বিপ্লবের জয়গানে মুখর হয়ে। তাই যাবার সময় আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি—

তিতুমীর। কি?

বংশী। তোমরা আন্দোলন কর, জোরসে আন্দোলন কর, আমি রইলুম পিছনে।

তিতুমীর। সাচ বাৎ?

বংশী। বংশীধর কারপরদার ঝুট্ বলে না। আসি মিঞা! সেলাম—সেলাম।

[প্রস্থান।

তিতুমীর। এমনি একটার পর একটা লেখাপড়া জানা বাঙালী যদি আমার পাশে এসে দাঁড়ায়।

সদানন্দ। কেউ দাঁড়াবে না তিতু। ওরা সবাই শয়তান। ওদের মুখে যত মধু, বুকে তার চেয়ে অনেক বেশী গরল।

তিতুমীর। গরল, ওদের কথা মিথ্যা!

পিয়ারা। প্রমাণ এইতো চোখের ওপর ভাইজান।

তিতুমীর। কে, রতন?

পিয়ারা। ওই শয়তানের বাচ্ছার লাথি খেয়েই—

তিতুমীর। ওঃ খোদা! ওরে আর একটু আগে আমাকে বলতে পারলি না। আমি ওই নিমকহারামটাকে—

সদানন্দ। তিতু! আমার রতন তোমাকে বড় ভালবাসতো, তাই তুমিই নিজের হাতে ওকে—

তিতুমীর। শুধু ওকে নয়। আমার কথায় ওর মত আরও যারা ইংরেজের গুলী বুকে নিয়ে ভিজিয়ে গেল পথের ধুলো। আমি তাদের

সবাইকে নিজের হাতে ঘুম পাড়িয়ে দেবো মাটির বিছানায়। রতন, আয় বুকে আয় [রতনকে স্কন্ধে লইয়া] ওরে এই তোর মরা দেহ ছুঁয়ে কিরে করছি। চাইলে যে দেশে পাওয়া যায় না, গুদামে মাল পচলেও যারা গরীবের মুখে এক মুঠো দেয় না, আর আমি তাদের কাছে ভিক্ষে করব না। এবার আমি করব লুঠ, রক্তের বদলে নেব রক্ত। ওই আধমরা বাঙালী ভাইদের নিয়ে আমি লুঠ করবো মজুতদারের গোলা, ভাঙবো পুঁজিবাদীদের টাকার সিন্দুক, পুড়িয়ে ছাই করে দেবো কোম্পানীর বিলাসের কক্ষ। গায়ের জোরে কেড়ে নেবো গরীবের বাঁচার দাবী।

সদানন্দ। তিতু!

তিতুমীর। সদানন্দ চাচা—পিয়ারা বহিন! আজ এই রক্তমাখা সন্ধ্যায় তোমরা উড়িয়ে দাও স্বাধীনতার পতাকা, আর আকাশ ফাটিয়ে বল—পরদেশী ইংরাজ মুর্দাবাদ।

পিয়ারা।
সদানন্দ। } পরদেশী ইংরাজ, মুর্দাবাদ—

তিতুমীর। মেহনতী মানুষ, জিন্দাবাদ।

পিয়ারা।
সদানন্দ। } মেহনতী মানুষ, জিন্দাবাদ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুবেদার সিং-এর কুঠি।

সুবেদার সিংয়ের প্রবেশ।

সুবেদার। "এ্যাটেন সান" "এ্যাবাউট্ টার্ণ"—"লেফট্ রাইট্" "লেফট্ রাইট্" আরে পাজীগুলো গেল কোথায়? আমি নিজেই প্যারেড করছি? কালা আদমিগুলো ফাঁকিবাজের ধাড়ি। আমার চোখে ধুলো দিয়ে গায়ে কাপড় দিয়েছে। প্যারেডের সময় হলেই শালাদের কারও দাঁত কনকন করবে, মাথা ঝিম ঝিম করবে, বুক ধড়ফড় করবে। এদিকে মেয়েদের পেছনে শিস দিয়ে ঘুর ঘুর করতে একটুও কষ্ট হয় না। সব চাব্‌কাবো—সব চাব্‌কাবো।

শিবদাসের প্রবেশ।

শিবু। ওয়ান।

সুবেদার। কে?

শিবু। টু।

সুবেদার। থ্রী।

শিবু। ফোঁর।

সুবেদার। ফাইভ।

শিবু। হ্যারি আপ, হ্যারি আপ্ মাই ব্রেভী আমি! এগিয়ে চল—এগিয়ে চল, খুন কা বদ্‌লা নাও, দুষমণ কা জীন্দগী খতম কর। ইয়ে জমিন পর মেরে ঝাণ্ডা উড়াও। স্বাধীন বাংলা, জিন্দাবাদ। পরদেশী ইংরাজ, মুর্দাবাদ।

সুবেদার। চোপরাও শালে, আমি কর্ণেল সুবেদার সিং, আমার সামনে মূর্দাবাদ। কে তুই ?

শিবু। ওয়ারেণ হেষ্টিংস।

সুবেদার। এ্যাঁ!

শিবু। লর্ড ক্লাইভ।

সুবেদার। এ্যাঁ!

শিবু। হ্যাঁ। ওই দেখ, ওরা মার্চ করে এগিয়ে আসছে। যাও ওদের তাড়া কর। যাবে না ? তবে তুমি মিরজাফর ? সিরাজদ্দৌলাকে খুন করেছো—মিরকাশিমকে কবর দিয়েছো—নন্দকুমারকে ফাঁসিতে লট্‌কেছো ? আমি তোমাকে—[গলা টিপিয়া ধরিতে উদ্যত]

সুবেদার। খবরদার! এই হরকত সিং—বছরদ্দি শেখ।

খাজা খাঁর প্রবেশ।

খাজা। হুজুর!

সুবেদার। কান পাকাড়কে বাহার লে যাও।

খাজা। চলিয়ে হুজুর [সুবেদার সিংএর কান ধরিতে উদ্যত]

সুবেদার। খবরদার উল্লুক। আমার কান ধরতে বলছি নাকি ?

খাজা। তবে ?

সুবেদার। এই ডাক্তার।

খাজা। ও চলিয়ে—[শিবু পাগলার কান ধরিতে উদ্যত]

সহসা ডলির প্রবেশ।

ডলি। দাঁড়া ওর কান ধরছিস কেন ?

সুবেদার। আমি বলেছি।

ডলি। বল্লেই হলো? আমি কেউ নই বুঝি? এই কান ছাড়।
[খাজা খাঁ শিবুর কান ছাড়িল]

সুবেদার। কান ধর। [খাজা খাঁ শিবুর কান ধরিল]

ডলি। কান ছাড়্। [খাজা খাঁ শিবুর কান ছাড়িল]

সুবেদার। কান ধর। [খাজা খাঁ শিবুর কান ধরিতে উদ্যত]

ডলি। হুঁশিয়ার। ওর কান ধরলে আমি তোর মাথা নেবো।

সুবেদার। তবে থাক ধরিসনি।

ডলি। [শিবুকে] তুমি কে?

শিবু। পাগল।

সুবেদার। চোপ্‌রাও ধাপ্পাবাজ।

শিবু। তোমরাই কেড়ে নিয়েছো গরীবের বাঁচার দাবী, তোমরাই সাজিয়েছো বাঙালীকে পথের ভিখারী। তোমাদেরই জন্য সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার থেকে ওই সাদা বাঁদরগুলো এসে, এদেশের মানুষ-গুলোর রক্ত চুষে খাচ্ছে।

খাজা। হুজুর, সাহেবদের গাল দিচ্ছে।

সুবেদার। সুবেদার আছে কি করতে, আমিও শালাকে গুলী—

শিবু। পারবে না—পারবে না, ওই দেখ, চারতলার ওপর সোনার খাটে শুয়ে রাজভোগ খেয়ে একদল নাক ডাকাচ্ছে—ওদের বাড়ীর নীচে ধুলোয় পড়ে একদল খিদের জ্বালায় ধুঁকছে। ওরে ক্ষুধার্ত্ত মানুষের দল! বাঘের মত লাফিয়ে পড় ওই স্বার্থপরদের ঘাড়ে। ধুলোয় মিশিয়ে দে তোদের রক্তে গড়া ওদের আকাশ ছোঁয়া দালান কোঠা, গড়ে তোল সবাই মিলে এমন এক সমাজ, যে সমাজে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব সব সমান—সব সমান। [প্রস্থান।

সুবেদার। বাপ, কালা আদমীটার গায়ে কি গন্ধ।

ডলি। কালা আদমি তো তুমিও।

সুবেদার। কি করে হ'লুম? আমি তো মেম সাদী করেছি।

ডলি। তা বটে। মেম সাদী করলে কালা আদমী সাদা বাঁদরই হয়।

সুবেদার। বোঝো তো সব, তবে জ্বালাতন কর কেন? একে ওই বেটা চাষা তিতুমিঞার জন্যে মাথা খারাপ।

ডলি। আচ্ছা তুমি তিতুমিঞার জন্যে ভাবো, আমি চললুম।

সুবেদার। কোথায়?

ডলি। যেখানে ইচ্ছা।

সুবেদার। তুমি কি রকম বলতো, মেয়েছেলে হয়ে দিনরাত ওই বেটাছেলেদের সঙ্গে ফুসুর-ফুসুর, গুজুর-গুজুর ভাল দেখায় নাকি?

খাজা। হুজুর, মেমসাব আবার সরাব খায়।

ডলি। বেশ করি, তোর বাবার কি?

সুবেদার। ওর বাবার কিছু না হলেও, আমার অনেক কিছু যায় আসে। যেহেতু আমি তোমাকে বিয়ে করেছি।

ডলি। বিয়ে তুমি আমাকে করনি। দয়া করে আমিই তোমাকে করেছি। তার ওপর আমি ইংরেজ লেডি। তোমাদের এই নেটিভ ইণ্ডিয়ান লেডীদের মতো চাবুক খেয়ে স্বামীর পা পূজা করতে শিখিনি। পুরুষদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করার জন্যই আমাদের জন্ম।

সুবেদার। তবে নাম কা ওয়াস্তে একটা স্বামী খাড়া করা দরকার কি? না—না, আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

ডলি। দেবে না?

সুবেদার। কিছুতেই না।

ডলি। ভেরী ওয়েল! তাহলে আমি আলেকজাণ্ডার সাহেবকে জানিয়ে দিই, তুমি আমাকে যেতে দিচ্ছো না।

সুবেদার। কে, কে, ডেকেছে—আলেকজাণ্ডার সাহেব? মানে আমার ওপরওয়ালা? একথা আগে বলতে হয়? ওপরওয়ালা ডেকেছে, না গেলে ভাল দেখায়? হরদম যাবে, ওপরওয়ালা ডাকলে হরদম যাবে। তবে নিচুওয়লাদের সঙ্গে কথা বলো না, বুঝেছো? হ্যাঁ, আর শোন, আমার চাকরীর পদোন্নতিটা যাতে হয় তার ব্যবস্থাটা একটু করো।

ডলি। সে ব্যবস্থা করাই আছে।

সুবেদার। করেছো? করবে জানি, এই জন্যই বলি মেম হলে কি হবে, তুমি আমার সতীলক্ষ্মী। তা কি ব্যবস্থা করেছো শুনি?

ডলি। আলেকজাণ্ডার সাহেব আমাকে কথা দিয়েছেন। আমি তাকে সাদী করলে, তিনি তোমাকে সুবেদারী থেকে চৌকিদারী দেবেন।

সুবেদার। এ্যাঁ সুবেদার থেকে চৌকিদার? তাও বউ দিয়ে?

ডলি। তার ওপর তিতুমিঞাকে ধরতে না পারলে চৌকিদারী থেকে তোমাকে ঝাড়ুদারী দেবে বলেছেন।

সুবেদার। ওরে বাবা একি সর্বনেশে কথা। ও মিসেস্ ডলি।

ডলি। গুডবাই। [প্রস্থান।

সুবেদার। দূত্তোর গুডবাইএর নিকুচি করেছে। ওরে বেটা খাজা খাঁ! এখন কি করি বল না?

খাজা। বিয়ে করুন?

সুবেদার। আবার?

খাজা। এ বউটা দিয়ে চৌকিদারী পাবেন, আর সেই বউটা দিয়ে আবার সুবেদারী নেবেন।

সুবেদার। দূর হ' কমবখ্‌ত্।

খাজা। যো হুকুম। [প্রস্থান।

সুবেদার। নাঃ, ছেলেমেয়ে জাতটাই বদমাস, মরুক গে, এখন তিতুমিঞার কথাই ভাবি। তাইতো চোখা ফোর্স দিয়ে পুলিশ অফিসারকে পাঠিয়েছি, ব্যাটা এখনও আসছে না কেন?

বংশীধরের প্রবেশ।

বংশী। আমি এসেছি স্যার।

সুবেদার। তবে আর কি, নাচ।

বংশী। নাচবো?

সুবেদার। কে? ও পুলিশ অফিসার? যাক বাঁচালে আর কি। তিতুমিঞার জন্য ভেবে ভেবে আমার চোঁয়া ঢেঁকুর উঠছে।

বংশী। আমারও তো পেট খারাপ করেছে স্যার।

সুবেদার। ওষুধ খেয়ে নিও সেরে যাবে। এখন ওই তিতু-মিঞাটাকে কি করে ধরলে বল।

বংশী। আমি ধরবো কি স্যার, সেই আমাকে ধরেছিল।

সুবেদার। তারপর?

বংশী। ছেড়ে দিতে পালিয়ে এলুম।

সুবেদার। পালিয়ে এলে? না এলেই তো পারতে।

বংশী। স্যার!

হীরালালের প্রবেশ।

হীরালাল। এদিকে আসল খবর শুনেছেন সুবেদার সাহেব?

বংশী। কি খবর মিঃ চৌধুরী?

হীরালাল। তিতুমিঞার সঙ্গে গোবরডাঙার জমিদার কালী মুখুজ্জেও হাত মেলাচ্ছে।

সুবেদার। তাহলে তো হ'য়েই গেল। তোমরা সরে পড়, আমি খানিকটা ঝিমিয়ে নিই।

হীরালাল। আপনার কুঠী থেকে শুধু মুখেই ফিরে যেতে হবে?

সুবেদার। তা হবে কেন? একান্তই যখন শুনবে না খানিকটা খাবি খেয়েই নাও।

বংশী। আপনি বড় ভেঙে পড়েছেন স্যার!

সুবেদার। সোজা থাকতে দিলে কই? পারতে তিতুমিঞার মাথা আনতে—

মিস্কিণ ফকিরের প্রবেশ।

মিস্কিণ। তিতুমিরের মাথা আসবে।

সুবেদার। কবে—আমি পটল তুললে?

মিস্কিণ। তার আগেই পাবেন জনাব।

বংশী। কে আনবে, তুমি?

মিস্কিণ। আমি! না-না, আমি ফকির। আমার আর কতটুকু শক্তি, আনবেন আপনারাই, আমি পথটা বাত্‌লে দেবো।

হীরালাল। সে পথটা কি?

মিস্কিণ। তিতুমীর সম্প্রতি মক্কার পয়গম্বর সৈয়দ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এসেছে। তার মনে এখন স্বজাতী প্রীতির উজান বইছে। এই সুযোগে তাকে যদি হিন্দুদ্বেষী করে গড়ে তোলা যায়।

হীরালাল। যুক্তি মন্দ নয়। সে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করলে কালী মুখুজ্জ্যেও তাকে আর সাহায্য করবে না। হিন্দুদের সাহায্য না পেলে সে আর একা কতক্ষণ লড়বে?

সুবেদার। সবই তো বুঝলুম। কিন্তু বেড়ালেরগলায় ঘণ্টা বাঁধে কে?

মিস্কিণ। সেজন্য গুপ্তচর লাগাতে হবে।

সুবেদার। ও গুপ্তচর বৃত্তি বাঙালীদের যতখানি আছে, আমরা ঠিক ততখানি পারি না। ও কাজের ভারটা তুমিই নাও।

মিস্কিণ। হুজুরের হুকুম খোদার মর্জি বলেই আমি মাথায় তুলে নিলাম।

সুবেদার। পাওনা থোওনা সম্বন্ধে তোমার দাবী কি?

মিস্কিণ। কিছু না। আমি মাত্র চাই দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।

সুবেদার। তার ওপরেও আমি তোমাকে দেবো ফকির সাহেব, যদি সত্যিই তুমি তিতুমিঞার মাথাটা আমাদের কাছে সস্তা করে দিতে পারো, তাহলে নগদ পাঁচশো টাকা আর হায়দরপুরের জমিদারীটা তোমাকে দেবো।

মিস্কিণ। হুজুর মা বাপ।

সুবেদার। তাহলে তুমি কাজ আরম্ভ করে দাও, আমি একটু বিশ্রাম করিগে। মেজাজটা ঠিক নেই।

মিস্কিণ। কেন হুজুর! বেমারী হয়েছে?

সুবেদার। বউ বারমুখো হলে আমার মত সব শালারই বেমারী হয় বুঝেছো?

[প্রস্থান।

মিস্কিণ। পুলিশ সাহেব! আমাদের কাজে আপনাকেও একটু সাহায্য করতে হবে।

বংশী। মানে হেল্প? মাফ করো।

মিস্কিণ। সেকি! আপনি পুলিশ সাহেব।

বংশী। তাই ইংরেজের হুকুম তামিল করতে তিতুমিঞাকে কবর

দেবো সত্য, কিন্তু তোমাদের মত নিমকহারামকে সাহায্য করে নরকে নামতে পারব না।

মিস্কিণ। আপনি হিন্দু হয়ে একথা বলছেন?

বংশী। এইজন্য যে, তিতুমিঞা মুসলমান হলেও আমার ভাই, বাঙালী। [প্রস্থান।

হীরালাল। বেটা ইংরেজের গোলামী করেও এখনও বড় বড় বুকনী ঝাড়তে ছাড়ে না।

মিস্কিণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, হীরালালবাবু! এইবার শুরু হোক আমাদের কাজ।

হীরালাল। সে আর বলতে।

মিস্কিণ। অবশ্য সুবেদার সাহেব জমিদারীটা দিলে আপনিই নেবেন।

হীরালাল। জমিদারী আমি চাই না, চাই মাত্র জমিদার কন্যা সীমাকে।

মিস্কিণ। সে তো আপনার নসীবেই নাচছে।

হীরালাল। কিন্তু সত্যি সত্যি তুমি শিবদাসকে খুন করেছো তো?

মিস্কিণ। একদম খতম। সে কোনদিন আর আপনার সামনে আসবে না।

হীরালাল। যদি আসে সেদিন আমিই তোমাকে খতম করবো।

মিস্কিণ। বেশ—বেশ, এখন চলুন। তিতুমিঞার সঙ্গে জমিদার বাবুর দোস্তিটা যাতে ভেঙে দেওয়া যায়, তারই একটা ফন্দি আঁটা যাক। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

তিতুমীরের বাড়ী।

[কুহু, কুহু স্বরে কোকিল ডাকিতেছিল]

পিয়ারার প্রবেশ।

পিয়ারা। চুপ, চুপ, কেন ডাকছিস? বসন্ত এসেছে? আসুক না, তাতে আমার কি? আমি মুখ্যু চাষীর মেয়ে মুসলমানী, আমার মনে বসন্তের ছোঁয়া লাগে না। [পুনঃ কোকিল ডাকিল] ওকি—আবার কি বলছিস? আমার বর আসছে? দূর-দূর, ওসব রঙিন স্বপ্ন আমাদের জন্যে নয়। আমি শুধু জানি—

পিয়ারা।—

গীত।

সোনার স্বপন মোর
ভেঙে যাবে হায় মনো আঙিনায়, সুখ নিশি হবে ভোর।
আলোভরা চাঁদ আসিবে না আর,
আমার আকাশ শুধুই আঁধার,
হাসির মাধবী ফুটিবে না কভু, মুছাইতে আঁখি লোর।

অনাদি প্রবেশ করিয়া গান শুনিতেছিল।

পিয়ারা। [গীতান্তে চমকিত হইয়া] আপনি?

অনাদি। ভয় নেই, আমি মানুষ।

পিয়ারা। জন্তু জানোয়ার নন তা দেখেই তো আমি বুঝতে পারছি।

অনাদি। এইটাই কি তিতুমীরের বাড়ী?

পিয়ারা। সম্ভব।

অনাদি। তুমি তিতুমীরের—

পিয়ারা। বহিন।

অনাদি। নামটা জানতে পারি?

পিয়ারা। বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছেন বুঝি?

অনাদি। আপাততঃ ঠিক তা নয়। তবে পরে—

পিয়ারা। পরে হলেও আমি বিয়ে করবো না।

অনাদি। সেকি! বিয়ে করবে না! তা বিয়েতে তোমার বৈরাগ্য কেন জানতে পারি?

পিয়ারা। সে কথা জানার আপনারই বা এত আগ্রহ কেন? যাক্, এখন দয়া করে বিদেয় হবেন?

অনাদি। আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

পিয়ারা। খাতির করে তামাক দিতে হবে, এমন কথা তো কোনদিন হয়নি।

অনাদি। তা না হলেও একটা ভদ্রতা তো আছে?

পিয়ারা। আমরা চাষা লোক ভদ্রতার ধার ধারি না।

অনাদি। কিন্তু আমি তোমার দাদার সংগে দেখা না করে—

পিয়ারা। দাদার সংগে!

অনাদি। অবশ্য তুমি যদি দেখা করাতে রাজী না হও—

বাদশার প্রবেশ।

বাদশা। আমি রাজী নিশ্চয় হবো।

পিয়ারা। বাদশা!

বাদশা। এ লোকটা কে ফুফু? তোমার খসম বুঝি?

পিয়ারা। আঃ—বাদশা!

বাদশা। বারে—আমি বুঝি কিছু বুঝি না?

পিয়ারা। মারবো এক থাপ্পড়।

বাদশা। শুনছো—শুনছো সাহেব?

অনাদি। মাৎ ঘাবড়াও মিঞা, তোমার ফুফুর গরম ভাতে আমি নিশ্চয় ঘি ঢেলে দেবো।

বাদশা। দেবে তো?

অনাদি। নিশ্চয় দেব।

বাদশা। তবে যাই, আমি বাপজানকে বলে তাড়াতাড়ি তোমার সাদীর ব্যবস্থাটা করে ফেলিগে।

পিয়ারা। বাদশা!

বাদশা। সাদীর পর বাদশাকে যেন ভুলে যেও না ফুফু।

[প্রস্থান।

পিয়ারা। তবে রে পাজী ছেলে।

অনাদি। ছেড়ে দাও, ও ছেলেমানুষ।

পিয়ারা। ছোট মুখে বড় কথা ভাল লাগে না বাবু।

অনাদি। এখন তোমার ভাইজানের সংগে দেখাটাই করিয়ে দাও।

পিস্তল হস্তে রুস্তম খাঁর প্রবেশ।

রুস্তম। দেখা হবে, তবে এখানে নয়।

অনাদি। কোথায়?

রুস্তম। জাহান্নামে।

পিয়ারা। রুস্তম খাঁ!

রুস্তম। কিরে, বাবুজীর মুখখানা বড় সুন্দর বুঝি?

পিয়ারা। চোপরাও কমবক্ত।

রুস্তম। হাঃ-হাঃ-হাঃ, চোখ রাঙালেও উপায় নেই পিয়ারা। ভদ্দর লোককে গুলী করে মারতেই হবে।

অনাদি। আমার অপরাধ কি?

রুস্তম। তুমি দুষমণ।

পিয়ারা। দুষমণের সাজা দেবে ভাইজান!

রুস্তম। তোর ভাইজানের হুকুম দেওয়াই আছে।

পিয়ারা। ভাইজান হুকুম দিয়েছে!

তিতুমীরের প্রবেশ।

তিতুমীর। হ্যাঁ দিয়েছে। জানিস তো বহিন, তোর ভাইজানের মাথার জন্য কত শালা ওৎ পেতে বসে আছে? [অনাদিকে দেখিয়া] আরে, তুমি কে?

পিয়ারা। ইনি—

অনাদি। গোবরডাঙার জমিদারবাবুর ভাগ্নে।

তিতুমীর। আমার কাছে কেন? ইংরেজের সংগে মিটমাটের কথা বলতে এসেছো? ওসব আপোষ টাপোষ আমার কাছে নেই।

অনাদি। আপোষ আমিও চাই না।

তিতুমীর। তবে কি চাও?

অনাদি। চাই তোমাকে জমিদার বাড়ীতে নিয়ে যেতে।

পিয়ারা। জমিদার বাড়ীতে কেন?

অনাদি। তিতুমীরের বীরত্বে জমিদারবাবু মুগ্ধ। তাই তিনি চান তিতুমীরের সংগে হাত মেলাতে।

তিতুমীর। জমিদারবাবুও ইংরেজের সংগে লড়বেন?

অনাদি। লড়তেই হবে ভাই। এ সংগ্রাম তো শুধু জমিদারের নয়। এ সংগ্রাম শুধু হায়দারপুরের চাষী ভাইদের নয়। এ সংগ্রাম হবে সারা বাঙলাকে ইংরেজের কবল মুক্ত করে বাঙালীকে স্বাধীনতার মন্দাকিনীতে স্নান করাতে।

তিতুমীর। বাবুজী—

অনাদি। ওই শোন তিতুমীর! বাতাসের বুক থেকে এখনও সিরাজদ্দৌলার কান্না মিলিয়ে যায়নি। মীরকাশিমের রক্তের দাগ এখনও ঠিক তেমনিই আছে। মহারাজ নন্দকুমারের অতৃপ্ত আত্মা আজও প্রতিশোধের আশায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘুরে বেড়ায় বাঙলার পথে পথে।

রুস্তম। কিন্তু ওদের জন্যে আমরা লড়তে যাবো কেন? আমরা লড়বো হায়দারপুরের চাষী ভাইদের জন্যে।

অনাদি। শুধু হায়দারপুরের ভাইদের নিয়ে সংগ্রাম করলে সে সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে না ভাই। তোমাদের সংগ্রাম করতে হবে সমস্ত সংগ্রামী মানুষদের নিয়ে, গড়ে তুলতে হবে তোমাদের মত লাখো লাখো বলিষ্ঠ জওয়ান। জাগিয়ে তুলতে হবে বৃটিশের চাবুক খাওয়া মেরুদণ্ড ভাঙা প্রতিটি হিন্দু-মুসলমানকে।

পিয়ারা। গোলামীর ফাঁস গলায় পরা ওই ভদ্দরলোকগুলো জাগবে না মশাই—জাগবে না।

অনাদি। জাগবে, ওদের জাগাতে হবে। মৃতসঞ্জীবনী সুধার মত ওদের কানে ঢেলে দিতে হবে অভয় বাণী। শোনাতে হবে বৃটিশ শাসকদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী। দ্বারে—দ্বারে ঘুরে ওদের ডেকে বলতে হবে—ভাইসব! দুর্যোধনের মত ওই সমুদ্রপারের ডাকু

তোমাদের মাকে করেছে বিবস্ত্রা। ভাইএর ভেঙেছে বুকের পাঁজর। বোনের ইজ্জৎ দুপায়ে মাড়িয়ে আজও হাসছে অট্টহাসি। আর তোমরা ঘুমিয়ে থেকো না। ওঠ—জাগো—একই দেশমায়ের পতাকাতলে হুংকার দিয়ে বল আমরা রক্ত দেবো, তবু স্বাধীনতা দেব না।

তিতুমীর। রুস্তম! পিয়ারা! বলতে পারিস, কি আছে এই বাবুজীর মুখের কথায়? এক দমকায় যেন আমার মনের আসমানটাকে সাদা করে দিলে! হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি লড়বো সমস্ত বাঙালীর জন্যে, সারা বাঙলা দেশের জন্যে। কিন্তু বাবুজী! আমি মুখ্যু চাষী মানুষ, তোমরা আমাকে কাছে টেনে নেবে? ঠিক বলছো? ঘেন্না করবে না? কাজ আদায় করে নিয়ে দূরে সরিয়ে দেবে না?

অনাদি। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি তিতুমীর। তুমি আমাদের বন্ধু। আর সেই বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ সারা বাঙালীর পক্ষ থেকে আমি তোমাকে দিলাম স্নেহালিঙ্গন। [তিতুমীরকে আলিঙ্গন করিল]

তিতুমীর। ওহো কি মজা? জাতিভেদের বেড়া ভেঙে ধর্মের গোঁড়ামী ভুলে আজ আমরা এক হয়েছি, তবে আর কি? চল বাবুজী আমি তোমার সংগে যাবো।

ফুলজান বিবির প্রবেশ।

ফুলজান। কোথায় যাবে? কার সংগে?

তিতুমীর। এই বাবুজীর সংগে জমিদারের বাড়ী। জান ভাবি, আর আমরা কেউ তফাৎ নই, সব এক হয়ে গিয়েছি।

ফুলজান। ঝুট্ বাৎ! হিন্দুর সংগে মোছলমান কোনদিন এক হতে পারে না।

পিয়ারা। ভাবী!

রুস্তম। ভাবীর কথাই ঠিক। যারা চিরদিন আমাদের ঘেন্না করে এসেছে, সেই ভদ্দর লোকেদের সংগে আমরা মিলবো না।

ফুলজান। কি ভাবছো তিতুভাই? এখনও তুমি ওই দুষমণটাকে বাঁচিয়ে রেখেছো? ভুলে গেছো বুঝি, তোমার মাথার জন্যে ইংরেজরা মোটা টাকা বখশিস ঘোষণা করেছে? এই শয়তান মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তোমাকে ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে নসীব ফিরিয়ে নেবে।

অনাদি। না—না, এ ধারণা তোমাদের মিথ্যা।

ফুলজান। আমাদের মিথ্যা বোঝাতে এসেছো তুমি। তিতুভাই বলি তুমি কি পাথর হয়ে গেলে? এখনও দুষমণটার মাথা নিতে পারছো না?

তিতুমীর। নিতে আর কতক্ষণ? রুস্তম আমার পিস্তল দে।

পিয়ারা। ভাইজান! তুমি কি মানুষ?

তিতুমীর। না, মুখ্যু চাষী।

পিয়ারা। মুখ্যু চাষীরও যে বুদ্ধি থাকা উচিত, তোমার যদি তার একটুও থাকতো তাহলে এই সাচ্চা মানুষটার মাথা নিতে তুমি পিস্তল ধরতে পারতে না।

তিতুমীর। বুদ্ধি নেই বলেই তো পিস্তল ধরেছি বাবুজী!

অনাদি। আমাকে খুন করবে তিতু?

তিতুমীর। করবো তাকে, যে তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড় দেবে।

অনাদি। তিতুমীর!

তিতুমীর। তবে আমি না ফেরা পর্যন্ত তিতুমীরের গরীবখানায় তোমাকে বন্দী থাকতে হবে বাবুজী।

অনাদি। তুমি যাবে তিতুমীর?

তিতুমীর। গোবরডাঙার জমিদারবাবু ডেকেছেন, না গিয়ে কি পারি?

ফুলজান। যদি সেখানে তারা তোমাকে খুন করে?

তিতুমীর। তার বদলা নিতে—এই বাবুজীকেই তোমরা—

কুসুম। খুন করবো?

তিতুমীর। সে তো সবাই করে, তার চেয়ে মাফ করে দিস। নাম থাকবে।

ফুলজান। বাঙালীকে বিশ্বাস করলে তুমি ঠকবে তিতুভাই।

তিতুমীর। বাঙালীকে অবিশ্বাস করলে তার চেয়ে অনেক বেশী ঠকবো ভাবী। এই হায়দারপুরের চাষী ভাইদের জন্যে লড়াই করে জান দিলে সবাই জানবে একটা ডাকাত মরেছে, কিন্তু গোটা বাঙলার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে যদি রক্ত দিয়ে যেতে পারি, বাঙালীর ইতিহাসে এই মুখ্যু তিতুমীর বেঁচে থাকবে যুগ যুগ ধরে শহীদ তিতুমীর হয়ে।

পিয়ারা। ভাইজান! তুমি এমন বেহেস্তের আলো!

তিতুমীর। দূর ওসব কথা থাক। এই বাবুজীকে তুই—

পিয়ারা। কি করবো?

তিতুমীর। জবাই করিস।

পিয়ারা। ভাইজান!

তিতুমীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ওরে পাগলী, উনি আমাদের অতিথি, দেখিস যেন সেবার ত্রুটি না হয়। [প্রস্থান।

ফুলজান। অতিথি না হাতী। বেঘোরে যখন জানটা খোয়াবে তখন বুঝবে এই দরদের পরিণাম কি ভীষণ।

[প্রস্থান।

রুস্তম। ও আর কতটুকু বুঝবে, বুঝবো তো আমি।

পিয়ারা। রুস্তম খাঁ!

রুস্তম। অতিথি সেবা করিস দুঃখ নেই। কিন্তু বেশি মেলামেশা করলে—

পিয়ারা। কি করবে?

রুস্তম। হয় তোকে মেরে নিজে মরবো, না হয়—নিজে মরে তোকে মারবো।

[প্রস্থান।

পিয়ারা। একেই বলে মূখ্যু চাষী।

অনাদি। মূখ্যু হলেও এরা কেউ অভদ্র নয়। এমন প্রাণখোলা ব্যবহার আর কোথাও পাইনি।

পিয়ারা। এখানেই না হয় পেলেন। তা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কেন?

অনাদি। তবে কি মুখ বুজিয়ে বসে পড়বো?

পিয়ারা। না চলুন।

অনাদি। কোথায়?

পিয়ারা। আমার মাথায়।

অনাদি। এ্যাঁ!

পিয়ারা। হ্যাঁ।

[পিয়ারা যাইতে ইঙ্গিত করিল অনাদি পিয়ারার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল ও পিয়ারার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

কথা বলিতে বলিতে হীরালাল ও দীনবন্ধু হাতীর প্রবেশ।

হীরালাল। আপনি ঠিক জানেন তিতুমিঞা আসছে?

দীনবন্ধু। আসছে মানে, হন হন করে আসছে।

হীরালাল। ওঃ, কি স্পর্দ্ধা ওই অনাদির। একটা ডাকাতকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে এলো।

দীনবন্ধু। গোল্লায় যাবে—আবাগীর পুত গোল্লায় যাবে।

হীরালাল। এখন শুনুন, যে জন্য আপনাকে ডেকেছি।

দীনবন্ধু। বলুন—

হীরালাল। এখুনি তিতুমীর আসবে। সে এলেই—[কানে কানে বলিল]

দীনবন্ধু। ব্যস—ব্যস, আমি পরোপকারী। আপনার উপকার করতে একটু আর পারবো না? তবে আমার কারবার?

হীরালাল। কোন চিন্তা নেই। নির্ভয়ে আপনি গরীব দুঃখীর মুখের আহার কালোবাজারে বিক্রি করে টাকার পাহাড় জমান। আমি থাকতে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

দীনবন্ধু। আপনার কথা চিরদিন মনে থাকবে।

হীরালাল। তবে দেখবেন, অভিনয়টা যেন চূড়ান্ত হয়।

দীনবন্ধু। দেখবেন, কালীমুখুজ্জের সংগে তিতুমিঞার দোস্তি ভেঙে দিতে যদি না পারি, আমি পরোপকারী দীনবন্ধু হাতীই নয়।

[প্রস্থান।

হীরালাল। মিষ্কিণ ফকিরের মতলব কাজে লাগাতে পারলেই কেল্লা ফতে। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ওকি, মনুষত্ব! কি বলছো! আমি অমানুষ—জাতীদ্রোহী—খুনী? না-না, সীমাকে পাওয়ার জন্য আরও নীচে নামবো। শিবদাসকে খুন করিয়েছি। প্রয়োজন হলে আভিজাত্যগর্বী কালী মুখুজ্জেকেও ক্ষমা করবো না।

কালীপ্রসন্নের প্রবেশ।

কালীপ্রসন্ন। ক্ষমা আমিও করবো না হীরালাল!

হীরালাল। কাকা!

কালীপ্রসন্ন। অনাদি আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। এতদিনে আমি বুঝতে পেরেছি, ওই বেনের জাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পায়ে মাথা নীচু করার পাপেই আমার সীমার কপাল ভাঙলো। না—না, ওই বিদেশী জানোয়ারদের স্পর্দ্ধা আমি কিছুতেই সইবো না। ওরা কালী মুখুজ্জেকে দেখেছে, কিন্তু পায়নি তার শক্তির পরিচয়, এইবার ওই সাদা বাঁদরগুলোকে আমি চাব্‌কে ঠাণ্ডা করবো।

হীরালাল। কিন্তু—

কালীপ্রসন্ন। আবার কিন্তুর কি আছে। তুমি কালেক্টারকে জানিয়েছো, আমি খাজনা দেব না?

হীরালাল। তা জানিয়েছি। তবে—

কালীপ্রসন্ন। তবে থাক, এখন তিতুমিঞা আসছে কিনা দেখ।

হীরালাল। সে এলেও যদি—

কালীপ্রসন্ন। আবার যদি!

হীরালাল। অর্থাৎ—

কালীপ্রসন্ন। আঃ—তোমার ওই কিন্তু, যদি, তবে, অর্থাৎ, এবং, বরং, সুতরাংগুলো এখন শিকেয় তুলে রাখ।

হীরালাল। মানে আমি বলতে চাই—

কালীপ্রসন্ন। যা বলতে চাও শুনবো পরে, আপাততঃ যা বলছি তাই কর। আমার জমিদারীতে ঢ্যাড়া দিয়ে দাও, বিলেতী মাল কেউ যেন না কেনে। এদেশের কোন জিনিষও যেন ইংরেজদের কাছে বিক্রি না করে, আর আজই সন্ধ্যায় সমস্ত প্রজারা দলে দলে যেন আমার কাছারী বাড়ীতে জমায়েত হয়। তিতুমিঞাকে নিয়ে তাদের সামনেই আমি সগবে বিদ্রোহ ঘোষণা করবো ওই কোম্পানীর বিরুদ্ধে।

নেপথ্যে। মার—মার—

কালীপ্রসন্ন। ওকি! কারা চিৎকার করছে?

কালো কাপড় মুড়ি দিয়া একটি ছোরা হাতে
দীনবন্ধু হাতীর প্রবেশ।

দীনবন্ধু। আমাকে বাঁচাও, ওরা আমাকে মেরে ফেললে:

কালীপ্রসন্ন। কে তুই?

দীনবন্ধু। [কৃত্রিম কণ্ঠে] আমি তিতুমীরের লোক—

কালীপ্রসন্ন। এখানে কেন?

দীনবন্ধু। তিতুমিঞাই আমাকে পাঠিয়েছে হুজুরকে খুন করতে—

কালীপ্রসন্ন। কি বলছিস?

দীনবন্ধু। এই দেখুন তার নাম লেখা ছুরী।

হীরালাল। এ কি! এযে সত্যিই তিতুমীরের নাম লেখা, চল্ শালা, আমি তোকে—

দীনবন্ধু। আমাকে ছেড়ে দাও বাবা। আমি গরীব, পেটের দায়ে—

হীরালাল। ছেড়ে দেবো ? না-না, এত সহজে তোকে ছাড়বো না, আমি নিজে গিয়ে তোকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আসবো।

কালীপ্রসন্ন। ওঃ, জগতে সবাই কি বিশ্বাসঘাতক ? অনাদির কথাও মিথ্যা ? শয়তানকে নিয়ে যাও হীরালাল। আর যদি পার সেই তিতুমিঞাকে—

হীরালাল। সেজন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না কাকা। আপনি শুধু আমার পিতৃবন্ধু নন, আমারও পিতৃতুল্য। ঘৃণ্য স্বার্থের জন্য তিতুমিঞার মত একজন গুণ্ডাকে লেলিয়ে দিয়ে যে আপনার বুকে ছুরি বসাতে চেয়েছে—তিতুমিঞার সঙ্গে সেই অনাদিকেও আমি উচিত শিক্ষা দেবো।

কালীপ্রসন্ন। অনাদি !

হীরালাল। আপনি তাকে যত আত্মীয়ই ভাবুন কাকা, আমি জানি, তার চেয়ে বড় শত্রু আপনার আর কেউ নেই।

কালীপ্রসন্ন। হীরালাল !

হীরালাল। হীরালাল যে মিথ্যা বলে না উপযুক্ত সময়েই সে প্রমাণ আপনি পাবেন, চলে আয় শয়তান।

[দীনবন্ধু সহ প্রস্থান ।

কালীপ্রসন্ন। ওঃ, আমি জেগে না স্বপ্ন ঘোরে ? অনাদির কথা মিথ্যা ! শিবদাসের হত্যাকারী তিতুমিঞা ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, আর আমার কোন সন্দেহ নেই। যে আমাকে হত্যা করাতে পারে আমি আর তাকে বিশ্বাস করি না। ওরে কে আছিস ? লাঠিয়ালদের তৈরী হতে বল, হায়দারপুরের তিতুমিঞাকে আমি চাই।

তিতুমীরের প্রবেশ।

তিতুমীর। তিতুমীর হাজির হুজুর।

কালীপ্রসন্ন। তুমি!

তিতুমীর। কি হুজুর? মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন? দশ বছর আগে এখানে পালোয়ানী করে গেছি। একদিন আপনার নিমক খেয়েছি, আপনি ডেকেছেন শুনে আর কি আর চুপ করে থাকতে পারি?

কালীপ্রসন্ন। তোমার এত দুঃসাহস?

তিতুমীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমার সাহসের কথা আপনি তো জানেন। একগাছা লাঠি থাকলে পঞ্চাশ জনকেও আমি ভয় করি না। বড় বড় দরিয়াগুলো আমি সাঁতরে পার হই। ছ-তলা আট-তলা বাড়ীর ওপর থেকে নল বেয়ে আমি নীচে নেমে আসি—সেবার তো দশ জন ইংরেজ পল্টনকে আমি একাই—

কালীপ্রসন্ন। তিতুমীর!

তিতুমীর। আপনি যেন আমাকে দেখে কেমন অবাক হয়ে গেছেন! হবারই কথা। দশ দশটা বছর আমি বাঙলা মুলুক ছেড়ে মক্কায় ছিলুম। এর মধ্যে কত পরিবর্তন হয়েছে। আমার দেহটাও কি কম পাল্টেছে। যাক! এই নিন—এই গয়নার বাক্সটা ধরুন।

কালীপ্রসন্ন। গয়না!

তিতুমীর। তেমন কিছু দামী নয় হুজুর। মোটে দুকুড়ি দশ টাকা দিয়ে এই হারছড়াটা কিনেছি। ভাবলুম শুধু হাতে যাই কি করে, এতদিন পরে যখন আসছি, খুকুমণির জন্তে কিছু আনা দরকার। অবশ্য এর চেয়ে অনেক ভাল গয়নাই আপনি তাকে পরিয়েছেন। তবু আমার

দেওয়া গয়নাটা পেলে সে বড় খুশী হবে। তাকে ডেকে দিন হুজুর! আমি নিজের হাতেই—

কালীপ্রসন্ন। তোমার দেওয়া হার—

তিতুমীর। কমদামী হলেও সোনাটা কিন্তু খাঁটী। একটুও খাদ নেই।

কালীপ্রসন্ন। সোনার খাদ না থাকলেও তোমার মন খাদে ভরা।

তিতুমীর। হুজুর—এ হার?

কালীপ্রসন্ন। শয়তানের দেওয়া হার আমার মেয়ের কণ্ঠে ওঠে না।

তিতুমীর। আমি শয়তান!

কালীপ্রসন্ন। তুমি বিশ্বাসঘাতক, তুমি ডাকাত, তুমি খুনী।

তিতুমীর। হুজুর!

কালীপ্রসন্ন। অস্বীকার করতে পারো এই ছুরীটা তোমার নয়? অস্বীকার করতে পারো এই ছুরি দিয়ে লোক পাঠাওনি আমাকে খুন করতে?

তিতুমীর। এই ছুরি? এই ছুরি দিয়ে আমি চেয়েছি আপনাকে খুন করতে? ওঃ খোদা! না-না, আফশোষ কিসের? বড়লোকের কাছে, ভদ্দর লোকের কাছে মুখ্যু চাষীদের পাওনা তো এমনি লাঞ্ছনা। এতো নতুন নয়? এরা আগেও যা করেছে এখনও তাই করছে। কিন্তু হুজুর আপনার জালিয়াতী আমি ধরে ফেলেছি।

কালীপ্রসন্ন। আমি জালিয়াৎ!

তিতুমীর। একশোবার। আপনি লেখাপড়া জানা জমিদার, আর আমি মুখ্যু চাষী, তায় মুসলমান। আমার সংগে দোস্তী করলে আপনার ইজ্জত যাবে, লোকে নিন্দে করবে। তাই দোস্তী ভেঙে দেওয়ার জন্তই এই ফন্দি।

কালীপ্রসন্ন। একটা ডাকাতের সংগে জমিদার কালী মুখুজ্জে দোস্তী করে না।

তিতুমীর। ডাকাত—ডাকাত, কাদের জন্য আমি ডাকাত? কারা সাজিয়েছে আমাকে ডাকাত? সে আপনারা। আপনাদের মত অত্যাচারী জমিদারের হাত থেকে, আমার গরীব ভাইদের বাঁচাতেই আমি সেজেছি ডাকাত।

কালীপ্রসন্ন। তিতুমীর—

তিতুমীর। হে ভদ্দর লোক! তিতুমীরের মনে যেটুকু মনুষ্যত্ব ছিল তাও আপনার দেওয়া আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জেগে উঠলো তার অন্তরে শুধু রক্তের পিপাসা। সে শয়তান—জীবন্ত শয়তান।

কালীপ্রসন্ন। তিতুমীর! তুমি এমন অমানুষ?

তিতুমীর। অমানুষ বলেই আপনার দেওয়া এতবড় আঘাতের পরও আপনার মত মানুষকে জানিয়ে গেলাম সেলাম—সেলাম—

[প্রস্থান।

কালীপ্রসন্ন। ওরে—কে আছিস? আমার পাইক বরকন্দাজদের তৈরী হতে বল। আমি ওদের নিয়ে—

সীমার প্রবেশ।

সীমা। ওদের নিয়ে কোথায় যাবে বাবা? ইংরেজের কুঠী আক্রমণ করতে?

কালীপ্রসন্ন। না মা না। আগে ঐ বর্বর তিতুমীরকেই শেষ করতে হবে।

সীমা। তাহলে ইংরেজ?

কালীপ্রসন্ন। ওরে, ইংরেজ তোর শত্রু নয় মা! তোর শত্রু ওই তিতুমীর। [প্রস্থান।

সীমা। একি হলো, যেন সব উল্টে গেল। ইংরেজ আমার স্বামী-হন্তা নয়। তিতুমীর!

শিবু পাগলার প্রবেশ।

শিবু। এই শোন—শোন, তোমার কাছে আমার মনের কথা বলতে এসেছি।

সীমা। কে তুমি? ডাকাত! কে আছিস?

শিবু। না-না, আমি ডাকাত নই, আমি মানুষ।

সীমা। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

শিবু। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো? আমি যে রাতদিন তোমাকে স্বপ্ন দেখি। মনের পটে তোমার ছবি আঁকা। অশ্রুর দর্পণে তোমার সংগে কথা বলি। সীমা-সীমা! আমি তোমার—

সীমা। গোটা বাঙলা দেশটা কি একটা লম্পটের রাজত্ব হলো। নারীর মর্য্যাদা রাখতে কি কেউ নেই?

চাবুক হস্তে হীরালালের প্রবেশ।

হীরালাল। কে বলে নেই? এই—কে তুই?

শিবু। আমি—আমি—

সীমা। তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও হীরালাল, দেখছো না ও আমার মুখের দিকে কেমন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।'

হীরালাল। যা লম্পট দূর হ'! কি! তবু দাঁড়িয়ে রইলি? তবে রে [চাবুক দ্বারা প্রহার করিল]

শিবু। আঃ, আর মেরো না। আমি তোমাদের রাজভোগে ভাগ বসাতে আসিনি, এসেছিলাম—

হীরালাল। ষ্টুপিড, চুরি করতে এসে আবার গলাবাজী? তবে রে জানোয়ার! [পুনঃ প্রহার]

শিবু। আঃ, মার—মার, আর আমি কাঁদবো না। ওরে সাধু বেশী শয়তান! ওই শোন, ধনী-গরীব, চাষী—শ্রমিক তোদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একযোগে বলছে—এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। দিন আসছে, এমন দিন আসছে, যে দিন সব এক হো যায়েগা। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

সীমা। একি উন্মাদ!

হীরালাল। উন্মাদ নয় এসব চালাকী।

শিবু। ঠিক ধরেছো চালাকী। আমরা গরীব কিনা? তাই—আমরা যা করি সব চালাকী—চালাকী, ওরে—ওরে আর তোরা কাঁদিস নি। খিদের জ্বালায় একটু ফ্যানের জন্য আর তোদের দোরে দোরে ঘুরতে হবে না। আমি তোদের সবাইকে জাগিয়ে তুলবো, হ্যাঁ—হ্যাঁ, চাবুক মেরে জাগিয়ে তুলবো। তারপর তোদের নিয়ে গড়ে তুলবো একটা নতুন সমাজ। সেই সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে এক সংগে সবাই বলবো মেহনতী মানুষ জিন্দাবাদ।

হীরালাল। অসহ্য—অসহ্য, দেখছো কি সীমা! এ নিশ্চয়ই তিতুমিঞার গুপ্তচর। ওরে হারামজাদা! যদি বাঁচতে চাস দূর হ,

শিবু। দুটো খেতে দেবে?

হীরালাল। রাস্তায় বালি আছে মুঠো মুঠো খেয়ে নিগে।

শিবু। ঠিক বলেছো—ঠিক বলেছো। আমরা বুকের রক্ত জল করে, মাটির বুকে লাঙল দিয়ে ফসল ফলাই কিনা? তাই আমরা

খাবো মাটি আর তোমরা খাবে রাজভোগ। না-না, দুনিয়ার এ বেইমানী আমি সইবো না। হো মাই ব্রেভ ব্যাটেলিয়ান! কুইক মার্চ—কুইক মার্চ। লেফট্ রাইট্—লেফট্ রাইট্—লেফট্ রাইট্—

[প্রস্থান।

সীমা। ওকে ফিরিয়ে আনো হীরালাল! আমি ওকে কিছু খেতে দেবো।

হীরালাল। কি বলছো সীমা! ওকি মানুষ?

সীমা। না ভিক্ষুক।

হীরালাল। হলেও লম্পট।

সীমা। কিন্তু ক্ষুধার্ত।

হীরালাল। ওরা সব ধাপ্পাবাজ।

সীমা। তোমাদের চেয়ে নয়।

হীরালাল। সীমা!

সীমা। মানুষকে ঘৃণা করে বড় হওয়া যায় না হীরালাল।

হীরালাল। কিন্তু একটা ভিখারীর জন্য—

সীমা। তেলা মাথায় তেল তো সবাই দেয় হীরালাল, কিন্তু রুক্ষ মাথায় যারা তেল দিতে পারে তারাই তো মানুষ।

[প্রস্থান।

হীরালাল। ওঃ, ওর চোখ দুটো কি ভয়ংকর! যেন অতীতের একটা জীবন্ত কুকীর্তি আমাকে দংশন করতে এসেছিল। কে ও? কিন্তু—না-না, যাকে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছি, সে কোন দিনই আর আমার সামনে আসবে না—আসতে পারে না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

তিতুমীরের বাটী।

বিশু মোড়লের প্রবেশ।

বিশু। বাদশা ছোঁড়াটা গেল কোথায়? এই আছে এই নেই। বেটা যেন চরকির পাক খাচ্ছে। রোজ মনে করি সকালে উঠে কান ধরে পাঠশালে দিয়ে আসবো। ঘুম থেকে উঠে দেখি তার আগেই একদিকে কেটে পড়েছে। হবে নাই বা কেন। তিতুমীরের ছেলে তো। ওর বাপ করতো পালোয়ানী ও করবে গাড়োয়ানী। বাদশা—

বাদশার প্রবেশ।

বাদশা। তু—

বিশু। এই যে এতক্ষণ কোথায় ছিলি শালা নবাব পুত্তুর?

বাদশা। গান শিখছিলুম দাদু!

বিশু। গান! লেখাপড়ার নামে অষ্টরম্ভা, গান?

বাদশা। সদানন্দ চাচা বলে, লেখাপড়া শিখলে নাকি ইংরেজের গোলামী করতে হয়।

বিশু। তাই দিনরাত তুই গান শিখবি?

বাদশা। গানখানা শুনেই দেখ না দাদু!

বিশু। আচ্ছা গা শুনি।

বাদশা।—

গীত।

বাংলা আমার সোনার মাটি বাঙালী মোর ভাই।
মায়ের স্নেহে ভাইএর স্নেহে কতই সুধা পাই।
কোরাণে আর পুরাণেতে,
রাম রহিমে এক সুরেতে,
মায়ের দুঃখে বুক ভাসাতে কোথাও দেখি নাই।
সোনা মাটীর সবুজ কলে,
শীতল করা দীঘির জলে,
বুক জুড়ানো দখিণাবায় কোন দেশেতে পাই।

বিশু। [অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে] নেইরে—নেইরে দাদুভাই! এমন বুক জুড়ানো সোনার দেশ আর কোথাও নেই। কত হাসি, কত গান, কত মধু এর ধূলোর মধ্যে মিশে আছে।

বাদশা। দাদু! তুমি তো হিঁদু। আমাদের বাড়ী থাকো কেন?

বিশু। সে একটা গল্পকথা ভাই। যেদিন দেনার দায়ে বিকিয়ে গেল ইটে ভিটে, রোগে মলো একঘর ছেলে, পাগল হয়ে আমি দাঁড়ালুম পথে, সেদিন তোর বাপই হাত ধরে বাড়ীতে এনে দিলে ঠাঁই। তোর মাও এই বিশুদাদু বলতে অজ্ঞান ছিল। সেই থেকেই আমি হয়ে গেছি তোদের বাড়ীর একজন। তারপর তোকে পাওয়ার পর থেকে মায়ার শিকল আরও যেন শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে।

বাদশা। থাক দাদু! তুমি এখন কানামাছি হবে কিনা বল?

বিশু। শালার কথা শুনছো? জলজ্যান্ত চোখ থাকতে আমি হবো কিনা কাণা।

বাদশা। হবে না তো? তবে এই চললুম, আর আমি তোমার

সংগে হিঁদুদের বাড়ী পূজো দেখতে যাবো না। রামায়ণ কেতাবও পড়বো না আজ থেকে।

বিশু। আরে ভাই! ছেলেমানুষ হয়ে অত রাগ করতে আছে? কাণামাছি না হয় হচ্ছি, কিন্তু তুই আমাকে কি দিবি বল দেখি?

বাদশা। কি চাও বল? জানো তো আমি বাদশা! যা চাইবে তাই দেব।

বিশু। ঠিক?

বাদশা। কিরে করছি। বল কি চাও, হুঁকো?

বিশু। দূর শালা!

বাদশা। তবে কল্‌কে?

বিশু। তোর বোনাইকে দিস।

বাদশা। তবে একজোড়া চটি জুতো?

বিশু। তোর বাপ কখনও দেখেছে?

বাদশা। কি চাও বলবে তো?

বিশু। বলছি, সাদী হলে তোর টুকটুকে ছোট্ট বিবিটা আমায় দিস।

বাদশা। আমার বিবি নিয়ে তুমি খাওয়াবে কি দাদু?

বিশু। খাওয়ানোর ভারটা তোর ওপরেই রইলো।

বাদশা। ও আমি খাওয়াবো, আর সে দিনরাত তোমার খিদমত্ খাটবে?

বিশু। না করবে কেন? আমি তার খসম।

বাদশা। দূর—দূর, তোমার মত বুড়ো আবার কারও খসম হয় নাকি? তুমি হবে কানামাছি।

বিশু। বটে, তবে বাঁধ চোখ, হব কানামাছি। তবে আমিও

বলে রাখছি ছোঁড়া, তোর বিবিকে যদি ফুসলে না নিই তো আমার নাম বিশু মোড়লই নয়।

বাদশা। আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে, এখন তো তুমি কানা-মাছি হও। [বিশুর চোখ বাঁধিল এবং তার দুটি হাত ধরিয়া] কানামাছি ভোঁ—ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ—[হাত ছাড়িয়া] দাদু আমায় ধরতো।

বিশু। এই ধরলুম বলে—কইরে শালা সাড়া দে।

বাদশা। টু— [প্রস্থান।

বিশু। ও আবার টু দেওয়া হচ্ছে? মনে করেছিস আমি ধরতে পারবো না? [চারিদিক হাতড়াইতে লাগিল, এমন সময় অতি ব্যস্ত ভাবে ফুলজান বিবির প্রবেশ, সে বিশুর কাছে আসিতেই বিশু তাহাকে জড়াইয়া ধরিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ, ধরেছি—ধরেছি, আর পালাবি কোথায়?

ফুলজান। আ মলো যা, বেহায়া মিনসের রকম দেখ।

বিশু। কে? [চোখ খুলিয়া] ও—ফুলজান বিবি? আমি মনে করলুম বুঝি—

ফুলজান। থাক—আর ঢং দেখাতে হবে না, হিন্দুগুলো ওই রকম হয়, বুড়ো হয়ে কবরে পা দিতে চলেছে, এখনও মা বোন জ্ঞান নেই।

বিশু। [জিভ কাটিয়া] ছিঃ-ছিঃ, ও কি কথা বলছো ফুলজান বিবি! তুমি আমার মেয়ের মতো। ওই বাদশাটার সঙ্গে কানামাছি খেলতে গিয়েই—

ফুলজান। একটু পরে যখন আমাকে বেইজ্জতী করতে?

বিশু। ফুলজান বিবি! এতবড় কথা তুমি বলতে পারলে? যে মেয়েদের আমি মা ছাড়া কথা বলিনে। ও—ভগবান!

ফুলজান। কি! দোষ করে আবার অভিশাপ? আমি তিতু-মীরের ভাবী। গাঁ শুদ্ধ লোক এই ফুলজান বিবির ভয়ে কাঁপে, আর তুমি আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকেই অভিশাপ? তবে রে ঘাটের মড়া, বেরো—বেরো এখান থেকে। [বিশুর গলা ধাক্কা দিল সে টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল]

দ্রুত পিয়ারার প্রবেশ।

পিয়ারা। কি করলে ভাবী? দাদু সাহেবকে তুমি ফেলে দিলে?

বিশু। না ভাই না—ও ফেলবে কেন? এই বাদশা ছোড়াটার সংগে কানামাছি খেলতে খেলতে মাথা ঘুরে আপনিই পড়ে গেছি।

পিয়ারা। তুমি কথা চাপা দিলে কি হবে দাদু! আমি যে নিজের চোখে দেখেছি, ওই শয়তানী তোমাকে ঘাড় ধরে ফেলে দিয়েছে।

ফুলজান। পিয়ারা!

পিয়ারা। বল ফুলজান বিবি! কোন সাহসে তুমি আমার দাদু সাহেবের গায়ে হাত তুলেছো? কোন অধিকারে তুমি তাকে এ বাড়ী থেকে তাড়াতে চাও?

ফুলজান। ফুলজান বিবি কারও কাছে জবাবদিহি করে না।

পিয়ারা। কিন্তু আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

ফুলজান। আমি তিতুমীরের ভাবী।

পিয়ারা। আমি তিতুমীরের বহিন।

ফুলজান। বেশি গলাবাজী করলে তিতুমীরের বহিনকেও ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো।

পিয়ারা। এসো—এগিয়ে এসো, তোমার মোহিনী মায়ায় তিতু-মীরকে যাদু করেছো বলে, ভেবেছো আমিও তোমার পায়ের জুতি

হয়ে থাকবো ? পিয়ারা সে মেয়েই নয়। তুমি এক ঘা মারলে আমিও তোমাকে বিশ ঘা কসিয়ে দেবো।

বিশু। খবরদার—খবরদার বলছি পিয়ারা! এসব ঝগড়া-ঝাটি আমি মোটে পছন্দ করি নে।

পিয়ারা। না কর তুমি এখান থেকে চলে যাও।

বিশু। পিয়ারা!

পিয়ারা। এরা তোমাকে দিনরাত পায়ে পিষে মারবে, আমি তা সইতে পারব না দাদু।

বিশু। রাগ করিস নে ভাই! ইচ্ছে হলেও আমি এবাড়ী ছেড়ে যেতে পারি নে।

ফুলজান। পারবে কি করে ? তোমার মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে আছে তো ভাগাড়।

বিশু। তা যা বলেছো, তবে কি জান ? ওই ভাগাড়ে গিয়েও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনে—শুধু ওই বাদশাটার জন্য—

পিয়ারা। দাদু!

বিশু। হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ, ওর মা মরার সময় আমার দুটো হাত ধরে বলেছিল, দাদু! আমার বাদশাকে তুমি দেখো, আমিও তাকে কথা দিয়েছিলুম, সেই কথা রাখতেই এত লাথি ঝাঁটা খেয়েও তবু পড়ে আছি এখানে। থাকবোও চিরদিন, যে কটা দিন দুনিয়ার মেয়াদ থাকবে আমি মাটি কামড়ে পড়ে থাকব এখানে, আমার বাদশার কাছ থেকে কেউ আমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। না—না, কেউ নয়। [প্রস্থান।

ফুলজান। কেউ না পারলেও এই ফুলজান বিবি ওই সব আগাছাগুলোকে ঝাড়ে মূলে উপড়ে ফেলবে।

পিয়ারা। পিয়ারা থাকতে তোমার সে সাধ মিটবে না।

ফুলজান। তাহলে পিয়ারাও থাকবে না। শোন ছুঁড়ী, দিনরাত হিঁদুর ছেলেদের সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় টোক্‌লা সেধে বেড়ানো, আর এই বেইমান বুড়োটাকে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়ে আমাকে বেইজ্জতী করার জন্তে, যদি আমি তিতুকে দিয়ে তোদের চাবুক মেরে এবাড়ী থেকে তাড়াতে না পারি তো আমি বাপের বেটিই নই। [প্রস্থান।

পিয়ারা। ভাবী—একি মানুষ?

রুস্তম খাঁর প্রবেশ।

রুস্তম। মানুষ বুঝি তোর কাছে ওই ভদ্রলোকটা?

পিয়ারা। ভদ্রলোকের হিংসেয় তোমার বুক ফাটছে কেন?

রুস্তম। সতীনের হিংসে সব শালারই হয়।

পিয়ারা। রুস্তম!

রুস্তম। আমি জানতে চাই তুই আমাকে সাদী করবি কিনা?

পিয়ারা। সাদী!

রুস্তম। কত ভাল ভাল মেয়ে আমার পায়ে ধরেছে—

পিয়ারা। রুস্তম!

রুস্তম। তোর জন্ত আমার বাপ আমার পিঠে চাবুক মেরেছে।

পিয়ারা। আমার জন্ত?

রুস্তম। ইংরেজদের দেওয়া মোটা মাইনের চাকরী তাও ছেড়ে এসেছি।

পিয়ারা। ও তাহলে তুমি এখানে পড়ে আছো আমারই জন্ত? চাষী ভাইদের জন্তে তুমি আমার ভাইজানের দলে মেশোনি? বেইমান, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

রুস্তম। পিয়ারা!

পিয়ারা। আর যাবার সময় শুনে যাও, তোমার মত কুত্তার বাঁদী হওয়ার জন্ম পিয়ারা পয়দা হয়নি।

রুস্তম। বটে, তাহলে এতদিন আশা দিয়ে রেখে, আজ—না আমি তোকে খুন করবো। [পিয়ারাকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত, সহসা অনাদি আসিয়া ছুরি ধরিয়া ফেলিল]

অনাদি। আমি কিন্তু বাধা দেবো।

রুস্তম। ও—তা দেবে বৈকি। তা দেবে না? ও যে তোমার কলিজার বসরাই গোলাপ। তোমার আঁখিতে বেহেস্তের রোশান, তোমার দিল দরিয়ার মহব্বতের জোয়ার, তবে এ কথাও ঠিক, তুমি হিন্দু হয়ে মুসলমানী পিয়ারাকে সাদী করলে—সেই সাদীর রাতেই—

পিয়ারা। কি করবে রুস্তম?

রুস্তম। তোকে আর কি করবো? তোর পেয়ারের খসম এই বাবুজীকে আমি—

অনাদি। দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে?

রুস্তম। দেবো—দুনিয়ার বুকে দাঁড়িয়ে সকলের আগে আমি তোমাকে দেবো সাদীর ইনাম—ইনাম। [প্রস্থান।

অনাদি। রুস্তম খাঁ! সত্যই পিয়ারা! তোমাদের গাঁয়ের এক একটা মানুষ যেন জগতের নূতন আদর্শ।

পিয়ারা। চলুন আপনার রান্নার জোগাড় করে দিই।

অনাদি। রান্না! মানে আমি রাঁধবো? হাঃ-হাঃ-হাঃ, দেখ পিয়ারা! পরে না হয় তোমার কাছে থেক শিখে নেবো, আজকের দিনটা তুমিই ও ব্যবস্থাটা—

পিয়ারা। সে কি! আপনি হিন্দু—

অনাদি। তোমার গায়েও তো মুসলমান বলে লেখা নেই।

পিয়ারা। তবু আমার ছোঁয়া খেলে জাত যাবে?

অনাদি। পিয়ারা, আমি মানুষকেই ভালবাসি জাতি বা ধর্মকে নয়। যদি কোন দিন ওই ভিনদেশী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে, আমার প্রিয় জন্মভূমিকে স্বাধীনতার আলোয় ভরিয়ে দিতে পারি, সেদিন সেই নূতন প্রভাতে আমি তোমাকে নিয়ে—

পিয়ারা। সেদিন কি আসবে বাবু?

অনাদি। আসবে পিয়ারা! ভুলের তমসা কাটিয়ে তিতুমীরকে যখন আমি জাগিয়ে তুলেছি, তখন এইবার শেষ হবে ইংরেজের শয়তানী।

তিতুমীরের প্রবেশ।

তিতুমীর। শয়তান—শয়তান, দুনিয়ার সেরা শয়তান—

অনাদি। ওই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী?

তিতুমীর। না—না, তুমি।

পিয়ারা। ভাইজান!

তিতুমীর। হ্যাঁ রে বহিন, ধুবমণটা এমন ফন্দি এঁটেছিল, আর একটু হলে তোর ভাইজানের মাথাটা গোবরডাঙ্গায় রেখে আসতে হতো। যা—যা, তলোয়ার নিয়ে আয়, এই শয়তানটাকে আমি জবাই করবো।

অনাদি। কি বলছো তিতুমীর! তুমি কি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করছো?

তিতুমীর। তিতুমীর ঝুট বলে না। এই দেখ, জমিদার বাবুর মেয়ে খুকুমণির জন্ম এক ছড়া হারও নিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু নিমকহারামটা চাষী বলে—মুখ্যু বলে ঝুট মুট আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে।

আমি নাকি তাকে খুন করতে লোক পাঠিয়েছি? ওঃ, কি বলবো। একদিন নিমক খেয়েছিলুম, তাই রাগটা সামলে নিয়ে ফিরে আসতে হলো। তবে আমি সহজে ছাড়বো না, ওর সংগে তোমাকেও আমি গোর দেব। হ্যা—হ্যা, তুমি—তুমিই মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলে জবাইখানায়।

মিস্কিনের প্রবেশ।

মিস্কিন। খোদার দোয়ায় তুমি জিন্দা হয়ে ফিরে এসেছো বেটা, আমি তোমার জন্তে দিনরাত আল্লাহ্‌তালার কাছে আর্জি জানিয়েছি।

তিতুমীর। তুমি!

মিস্কিন। আমি! তোমার গুরু সৈয়দ আহম্মদের প্রিয় শিষ্য।

তিতুমীর। এখানে?

মিস্কিন। খোদাতালার হুকুমে ওই কাফেরদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতেই এসেছি। কবর দাও তিতু! যে শয়তান তোমাকে খতম করে পবিত্র ইসলাম ধর্মের একটা উজ্জল মণিদীপকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল, সেই বেইমানকে তুমি নিজের হাতে কবর দাও।

তিতুমীর। কবর—কবর, হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পিয়ারা। মাফ কর ভাইজান—ওকে মাফ কর। যদি সাজা দিতে চাও তুমি আমার গায়ের চামড়া তুলে নাও, আমাকে জ্যান্ত কবর দাও। আমাকে খুনের দায়ে জবাই কর।

তিতুমীর। পিয়ারা!

পিয়ারা। আমি তোমার পায়ে ধরছি ভাইজান! একদিনের জন্মও যদি তুমি আমাকে বহিন বলে ভালবেসে থাকো, আমার জান নিয়ে তুমি এই বাবু সাহেবের জানটুকু ভিক্ষা দাও।

তিতুমীর। না—না, কাকেও কোন ভিক্ষা আমি দেব না। দুষমণটার বেইমানী আমার মাথায় খুন চাপিয়েছে। আমার কলিজায় আগুন ধরিয়েছে। রক্তে তুফান ছুটিয়েছে, কে আছিস?

কানাইয়ের প্রবেশ।

কানাই। কি হুকুম সর্দার?

তিতুমীর। নিয়ে যা, এই নিমকহারামটাকে গুপ্ত ঘরে আটক রাখ। আমি ওকে কোতল করবো।

কানাই। চলে এসো বাবু—

পিয়ারা! নিয়ে যেওনা—নিয়ে যেওনা কানাই!

অনাদি। বাধা দিওনা পিয়ারা। চলার পথে হয়ত কোথাও ভুল হয়ে গেছে, তাই সে ভুলের মাশুল শোধ করতে হলো আমাকে বুকের রক্ত ঢেলে, সে জন্য আমার অনুতাপ নেই, আছে শুধু অভিমান তাই যাবার সময় বাঙলার ধুলোতেই রেখে গেলাম আমার অভিমান ভরা অন্তরের অশ্রুজলে ধোওয়া ব্যর্থ আশাটুকু।

পিয়ারা। তোমাকে একা যেতে দেবো না বাবু! দুনিয়া ছেড়ে যদি যেতেই হয়, তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।

অনাদি। তা জানি পিয়ারা! তোমার সে সাহস আছে। তবু আমি তোমাকে অনুরোধ করে গেলাম, তুমি থাকো এই দেশের মাটিতে আর কিছু না পার, তোমার আমার মত ভাগ্যহারা ভাই-বোনদের কানে শুনিও স্বাধীনতার মুক্তি মন্ত্র।

[কানাই সহ প্রস্থান।

তিতুমীর। যে দেশে বেইমানের আস্তানা, সে দেশে কোনদিনই স্বাধীনতা আসে না।

পিয়ারা। বেইমান চেনার শক্তি তোমার নেই ভাইজান। তা যদি থাকতো, কাঁচের নেশায় কাঞ্চনকে পায়ে ঠেলতে না। হীরে জহরৎ ভুলে মুঠো মুঠো পথের ধুলো কুড়িয়ে নিতে না। মানুষকে শয়তান ভেবে শয়তানের সঙ্গে কোলাকুলি করতে চাইতে না।

তিতুমীর। পিয়ারা!

পিয়ারা। পিয়ারা তোমাকে অনেক ওপরে তুলতে চেয়েছিল ভাইজান, কিন্তু তুমি নিজেই যখন দোজাকে নামতে চলেছো—যাও, আর আমি বাধা দেবো না। যে কটা দিন বাঁচবো এই মরুভূমির বুকে চোখের জল ফেলে বুকের জ্বালা জুড়াবো—বুকের জ্বালা জুড়াবো।

[প্রস্থান।

তিতুমীর। পিয়ারা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। ফকির সাহেব! তবে কি আমি কোন ভুল করলুম?

মিস্কিন। কোন ভুল তুমি করনি বেটা। ওই শোন তিতুমীর! খোদাতাল্লা বলছেন, কাফেরদের ধ্বংস করে বাঙলার বুকে ইসলামের পবিত্র পতাকা ওড়াতেই তিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন।

তিতুমীর। তাহলে কাফেরদের খতম করাই খোদাতাল্লার হুকুম?

মিস্কিন। আর সে হুকুম তামিল কার জন্যই খোদা তোমাকে বখশিস দেবেন, তামাম বাঙলার বাদশাহী তখ্‌ত।

তিতুমীর। বাদশা! আমি হবো বাদশা? বল কি ফকির সাহেব! এই মুখ্যু চাষীকে সবাই বাদশা বলে সেলাম জানাবে?

রুস্তম খাঁর প্রবেশ।

রুস্তম। কেন সেলাম জানাবে না সর্দার? তুমি যে গরীবের বন্ধু।

তিতুমীর। রুস্তম তুইও বলছিস ? তবে আর কি, কেল্লা তৈরী কর, গড় কাট, ফৌজ সাজা, গরীব ভাইদের জন্য আমি ঠিক বাদশার মতই দুষমণের সঙ্গে লড়াই করবো।

মিস্কিণ। তার আগে হায়দারপুর থেকে কাফেরদের নাম মুছে দিতে হবে।

তিতুমীর। হায়দারপুরের কাফেরগুলোকে খুন করবো ?

মিস্কিণ। না হলে লড়াইএর সময় এরাই ঘরের শত্রু হয়ে আমাদের বুকে দাঁত বসাবে। তাছাড়া ওই কাফেরদের জমিদারই তোমাকে অপমান করেছে।

রুস্তম। তুমি আমাকে হুকুম দাও সর্দার। ও শালাদের মাথা-গুলো আমিই নেবো।

তিতুমীর। পারো যাও আমার দু'শো লেঠেল নিয়ে—

রুস্তম। এক ধার থেকে জবাই করবো ?

তিতুমীর। না, কেউ যাতে জবাই করতে না পারে, তার জন্য বুক দিয়ে ওদের রক্ষা করবে।

মিস্কিণ। ওরা তোমার দুষমণ—

তিতুমীর। হলেও পাড়া-পড়শী। ছেলেবেলা থেকে একসংগে সুখে দুঃখে ধূলো কাদা মেখে মানুষ হয়েছি। কতদিন আমি খেতে না পেলে ওরা আমার মুখে জুগিয়েছে খানা। আবার ওদের শুকনো মুখ সইতে না পেরে, মুসলমান হয়েও আমি জুটিয়েছি ওদের ক্ষিদের ভাত। কেউ ডাকে আমায় চাচা বলে, কেউ ডাকে দাদা কেউ কেউ বলে বাবা। কত মধুর সম্পর্ক ওদের সঙ্গে। বাইরের দুষমণের জন্যে ঘরের ভাইদের রক্তে সেই মধুর সম্পর্ককে আমি মুছে ফেলতে পারবো না ফকির সাহেব—পারবো না।

কুন্তম। ওরা যদি তোমায় কবর দেয়?

তিতুমীর। সেই কবরের অন্ধকারে বসে আমি খোদাতাল্লাকে জানাব, তুমি ওদের মাফ কর মেহেরবান—মাফ কর।

মিস্কিণ। কিন্তু কাফেরদের ওপর মেহেরবানী করলে তোমার বাদশাহী তখত্।

তিতুমীর। না জোটে, লাঙ্গল গরুতো কেউ কেড়ে নেয়নি মিঞা? চাষার ছেলে চাষ করে খাবো, সেই আমার ভাল, তবু পাড়াপড়শীর কবরের ওপর দাঁড়িয়ে বাদশাগিরি আমি করবো না। [প্রস্থান।

মিস্কিণ। উন্মাদ—উন্মাদ!

কুন্তম। তা যা বলেছো ফকির সাহেব।

মিস্কিণ। হিন্দুগুলোকে কবর দিতে না পারলে তিতুমিঞাকে বাঁচানো যাবে না।

কুন্তম। সে জন্য ভাবতে হবে না, কবর আমিই খুঁড়বো।

মিস্কিণ। হিন্দুদের?

কুন্তম। না তোমার, রাগ করো না মিঞা! তুমি যতো পারো হিন্দুদের কবর খোঁড়। তবে সাবধান, মাথা বাঁচিয়ে।

মিস্কিণ। কেন? কে নেবে আমার মাথা! খোদা?

কুন্তম। খোদার অরুচি হলেও এই কুন্তম খাঁর হাতে যাবে তোমার মাথা। [প্রস্থান।

মিস্কিণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, মিস্কিণ ফকিরের মাথা নেবার আগে তিতুমীরের সংগে আমি তোদের সবাইকে পিঁপড়ের মত পায়ে পিষে মারবো। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুবেদারের কক্ষ সম্মুখ।

ডলির প্রবেশ।

ডলি। তাইতো কোনটা করি? ছবি আঁকি না গান গাই? ঝগড়া করি না ভালবাসি? হাসি না কাঁদি? দূর ছাই; তার চেয়ে খানিকটা নেচে নিই। [নৃত্য ভংগিতে] লা রে—লা—

বংশীধরের প্রবেশ।

বংশী। গুড নাইট স্যার—[হঠাৎ মিস্ ডলিকে দেখিয়া জিভ কাটিল]

ডলি। [ভেংচি কাটিয়া] গুড নাইট ম্যাডাম?

বংশী। আমি ম্যাডাম?

ডলি। না, তুমি একটি এ্যাস—

বংশী। মানে—গাধা!

ডলি। নইলে আমাকে স্যার বল?

বংশী। আমি ভেবেছিলুম—

ডলি। নেটিভ্, বাঙালীরা ওইরকম ভাবে, এখন নাচো।

বংশী। নাচবো? আমি পুলিশ অফিসার।

ডলি। আমিও তোমার ওপরওয়ালার গিন্নী। আমার কথা না শুনলে তোমার চাকরীর দফা রফা করে ছাড়বো।

বংশী। ম্যাডাম্!

ডলি। নাচো—গাও।

বংশী। এ্যাঁ, আমি নাচবো? গাইবো?

ডলি। ইয়েস—

বংশী। তবে তাই হোক—

বংশী।— গীত।

মাই ডিয়ার মাই ডিয়ার কাম টু মী।
ও ডার্লিং—ও ডার্লিং,—ও ডার্লিং—
মাই ডিয়ার মাই ডিয়ার কাম টু মী।
আই স্তান নাউ ইট স্নাপি মী লাভ মী লাভ মী লাভ মী।

সুবেদার সিংএর প্রবেশ।

সুবেদার। [নেপথ্যে] এ্যাটেন সান্ এ্যাবাউট্ টার্ণ, [সুবেদারের প্রবেশ।] লেফট্ রাইট, লেফট্ রাইট [বংশীধরের নাচ গান দেখিয়া ক্রোধে বলিয়া উঠিল] ষ্টপ্ [বংশীধর থামিল]

ডলি। হোট।

বংশী। [পুনরায় নৃত্যগীত] মাইডিয়ার মাইডিয়ার কাম টু মী—

সুবেদার। ষ্টপ্। [পুনরায় বংশীধর থামিল]

ডলি। নো—নো, গো অন—

বংশী। [পুনরায় নৃত্যগীত] মাই ডিয়ার—মাই ডিয়ার।

সুবেদার। ষ্টপ্। [পুনরায় বংশীধর থামিল]।

ডলি। নো—নো, ক্যারি অন [বংশীধর নৃতগীত আরম্ভ করিল।]

সুবেদার। ষ্টপ্ [বংশীধরের কাঁধে ধাক্কা মারিল, বংশীধর পড়িয়া গেল এবং সুবেদার ক্রোধান্বিত স্বরে বলিল]। বলি এটা কি নাইট ক্লাব? না পুলিশ ব্যারাক?

ডলি। পুলিশ ব্যারাকই ছিল। তবে আপাততঃ আমি এটাকে একটা নাইট ক্লাব তৈরী করেছি।

সুবেদার। মানে!

ডলি। মানে এবার থেকে তোমাদের সবাইকে নাচতে হবে।

সুবেদার। এত বন্দুক তলোয়ার নিয়ে আমরা এখানে নাচতে এসেছি নাকি?

ডলি। তবে কি তিতুমিঞার মাথা নিতে এসেছো? সে গুড়ে বালি। তোমাদের মুরোদ বোঝা গেছে! হিম্মৎ থাকলে ছমাস এই বাঙলার মাটিতে বসে সরকারী খানা খেয়ে, নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে না।

সুবেদার। আমি ঘুমুচ্ছি? আমার বউ হয়ে এত বড় কথা? আচ্ছা—তিতুমিঞার মাথাটা কেটে আমিও তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

ডলি। বোঝাতে হবে না। সেদিন—

সুবেদার। তুমি আমাকে বকশিস দেবে তো?

ডলি। বখশিস? নিশ্চয় দেব। তবে তোমাকে নয় ওই তিতু মিঞাকে, যদি সে তোমার মাথা কাটতে পারে। [প্রস্থান।

সুবেদার। মাথা। আমার মাথা? হ্যাঁ হে কারপরদার! মাথাটা আছে তো? [মাথায় হাত দিল]।

বংশী। নো স্যার!

সুবেদার। নো স্যার?

বংশী। ইয়েস স্যার!

সুবেদার। তোমার ইয়েস স্যারের কাঁথায় আগুন। এখন তিতু-মীরকে কী করে পাকড়াও করা যায় সেই কথাই ভাবো।

দীনবন্ধু হাতীর প্রবেশ।

দীনবন্ধু। ভাবতে হবে না হুজুর! সব পাকাপাকি করে ফেলেছি।

সুবেদার। তুমি লোকটা কে?

দীনবন্ধু। হাতী হুজুর!

সুবেদার। হাতী! কারপরদার। আমার পিস্তল।

বংশী। ঘাবড়াবেন না হুজুর! এ সে হাতী নয়।

সুবেদার। সেই জন্যই ত বেশী ভয়। বুনো হাতীগুলোকে তবু পার আছে, কিন্তু মানুষের মত হাত-পা ওয়ালা এই সব জানোয়ার-গুলো বড় সাংঘাতিক।

দীনবন্ধু। আমার নাম শুধু হাতী নয় স্যার, দীনবন্ধু হাতী।

সুবেদার। তা তিতুমিঞাকে গ্রেপ্তার করার কতদূর কি করে এলে বল শুনি?

দীনবন্ধু। কাজ অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছি হুজুর! বেটা যেমন কালী মুখুজ্জের সঙ্গে দোস্তী করতে এসেছিল তেমনি এমন চাল দিয়েছি—এখন দোস্তী তো দোস্তী, দুজনে একেবারে আদায় কাঁচকলায়। এইবার আপনারা দয়া করে, একটু চেষ্টা করলেই তার মুণ্ডপাত।

সুবেদার। কারপরদার! তুমি এখনি দু'শো ফৌজ নিয়ে—

বংশী। কি করবো স্যার?

সুবেদার। বিয়ের সানাই বাজাবে স্যার!

বংশী। আজ্ঞে!

সুবেদার। নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। মাথায় কি তোমার এতটুকুও বুদ্ধি নেই, বলছি এখনি দুশো পল্টন নিয়ে হায়দারপুর ঘিরে ফেলার চেষ্টা করগে।

বংশী। আমি এখনি যাচ্ছি স্যার।

দীনবন্ধু। দেখবেন পুলিশ সাহেব! ওই বেটা মুখ্যু চাষীটা যেন ভালভাবে টিট্ হয়।

বংশী। সে জন্যে চিন্তা নেই হাতীমশাই! তিতুমিঞার সংগে আমরা আপনাকেও টিট্ করে দেব।

দীনবন্ধু। আমাকে! আমি কি করেছি?

বংশী। আমাদের কিছু না করলেও, দেশের অনেক ক্ষতি করেছেন আপনি। আপনার মত চোরাকারবারীদের জন্যেই বাঙলার বুকে নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষের কালোছায়া। সুস্থ বাঙালীর জন জীবনকে দুঃস্থ করে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন আপনারা।

দীনবন্ধু। পুলিশ সাহেব!

বংশী। হ্যাঁ, আমি পুলিশ সাহেব। মনে রাখবেন দেশের শান্তিরক্ষায় বিদ্রোহী তিতুমীরকে দমন করা যেমন আমার উচিত, তেমনি প্রজার মংগলের জন্য আপনাদের মত অসাধু শয়তানদের টুঁটি কামড়ে ধরাও আমার কর্তব্য।

[সুবেদারকে অভিবাদন করতঃ প্রস্থান।

দীনবন্ধু। এ আবার কি রকম কথা হুজুর? আমি পরোপকারী দীনবন্ধু হাতী। ভুলেও কারও অনিষ্ট চিন্তা করি না। বরং ওই শালা তিতুমীরই আমার পঞ্চাশ মণ ধান লুট করে নিয়েছে।

হীরালালের প্রবেশ।

হীরালাল। তা এইবার আপনি সুদ সমেত আদায় করে নেবেন হাতী মশাই।

সুবেদার। মিঃ চৌধুরী! আপনি?

হীরালাল। তিতুমিঞাকে যাতে দমন করা যায়, সেইজন্যই গোবর ডাঙার জমিদার কালীবাবুকে আপনার কাছে এনেছি।

সুবেদার। গোবরডাঙার জমিদার কালী মুখুজ্যে?

কালীপ্রসন্নের প্রবেশ।

কালীপ্রসন্ন। হ্যাঁ আমিই গোবরডাঙার সেই জমিদার কালী মুখুজ্যে।

সুবেদার। কুর্ণিশ করুন।

কালীপ্রসন্ন। চাকরকে কুর্ণিশ করার অভ্যাস আমার নেই।

সুবেদার। কি! আমি বৃটিশ সেনানায়কের সুবেদার সিং।

কালীপ্রসন্ন। আমিও গোবরডাঙার জমিদার কালী মুখুজ্যে।

হীরালাল। এ কি করছেন আপনারা! বন্ধুত্বের পরিবর্তে আত্মকলহ।

দীনবন্ধু। ছিঃ-ছিঃ, এ যেন একেবারে কাকের বিষ্ঠার মতই লাগছে বাবাজী।

সুবেদার। তিতুমীরের ধ্বংস আপনিও চান?

কালীপ্রসন্ন। অনিচ্ছাসত্বে—

সুবেদার। সে আপনার উপর অত্যাচার করেছে?

দীনবন্ধু। অত্যাচার মানে, সে তো জমিদারবাবুকে খুন করতেই চেয়েছিল।

সুবেদার। আচ্ছা, এই কাগজে আপনি একটা দস্তখত করে দিন।

কালীপ্রসন্ন। কিসের দস্তখত?

সুবেদার। এক নম্বর, আমি লর্ড কর্ণেলকে জানাবো, তিতুমীরের অত্যাচারে আপনার মত সম্ভ্রান্ত বাঙালীরাও অতিষ্ঠ। দু-নম্বর, বৃটিশ শক্তিকে আপনি সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করতে সম্মত, তারই একটা দস্তখত।

কালীপ্রসন্ন। দিন কাগজ [সহি করিতে উদ্যত হইয়া সহসা] কে?

মীরজাফর! এমনি একটা কাগজে তুমি না দস্তখত করেছিলে? তার বিনিময়ে তুমি কি পেয়েছো? সারা বাঙলার কাছে যুগ যুগ ধরে শুধু অবজ্ঞা অবহেলা লাঞ্ছনা। আমিও সেই কালি মুখে মাখতে যাচ্ছি? হাঁ—তাই আমার হাতটা শ্লথ হয়ে যাচ্ছে? তাই কি চোখে অন্ধকার দেখছি? তাই কি পায়ের নীচে পৃথিবী এমন কেঁপে উঠছে? না-না, এ হতে পারে না! তিতুমীর অন্যায় করে থাকে আমি নিজের হাতে তাকে দমন করবো। তার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সাহায্য আমি নেব না।

হীরালাল। আপনি ভুল করছেন কাকা! ইংরেজের চেয়েও তিতুমীর আপনার অনেক বেশী শত্রু।

দীনবন্ধু। সে কথা একশোবার বাবাজী।

হীরালাল। ভেবে দেখুন তারই জন্য সীমাকে আজীবন চোখের জলে ভাসতে হবে!

কালীপ্রসন্ন। কি বললে? সীমার চোখের জল? ওঃ, আমি কি করি!

সুবেদার। এত চিন্তার কি আছে মিঃ মুখার্জী! প্রান চায় সহি করুন, না চায় ফিরে যান।

কালীপ্রসন্ন। ফিরে যাবো? কিন্তু আমার সীমা যে চায় তার স্বামীহত্যার প্রতিশোধ নিতে।

হীরালাল। তার এই সামান্য চাওয়াটুকু পূর্ণ করাও আপনার কর্তব্য কাকা।

কালীপ্রসন্ন! কর্তব্য—কর্তব্য, তাই হোক, কর্তব্যের যূপকাঠে মনুষ্যত্ব বলি দিয়ে, চোখের জলেই লিখে যাই বেইমানের পরিচয়।

[কাগজে সহি করিল]

গীতকণ্ঠে সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ।— গীত।

করলি কি তুই পাগল ছেলে, ভুলের কাজল মেখে।
হারিয়ে গেলি অন্ধকারে জ্ঞানের সুধা ঢেকে।
চোখের জলে লিখলি যা, মুছবে না রে রক্তেও তা।
মীরজাফরের ভাই তোরে বলবে সবাই দেখে।

সদানন্দ। ভুল করলে জমিদারবাবু! এই সব বিভীষণদের কথা শুনে আজ তুমি যে ভুল করলে, তার জন্য সারা জীবন তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। [প্রস্থান।

কালীপ্রসন্ন। অনুতাপ! আমার পুরস্কার হবে অনুতাপ? সুবেদার সাহেব! কাগজখানা দাও, আমি ছিঁড়ে ফেলবো।

সুবেদার। কোম্পানীর কাগজে দস্তখত করা ছেলেখেলা নয় জমিদার সাহেব!

দীনবন্ধু। এর জন্য আপনার এত ভাববার কি আছে? আমাকেই বলুন না, আমি বিশটা দস্তখত করে দিচ্ছি।

কালীপ্রসন্ন। সে তুমি বুঝবে না দীনবন্ধু! এই একটা দস্তখতের কালিতে হয় তো আমার সারাজীবনের সুনামটুকু মুছে দেবে। এই গোবরডাঙ্গার জমিদার কালী মুখুজ্যেকে এতদিন সবাই বলতো দেশ প্রেমিক, বাঙালীর বন্ধু! কিন্তু এখন থেকে বলবে দেশদ্রোহী বাঙালীর শত্রু। [প্রস্থানোদ্যত]

সুবেদার। জলযোগ না করেই ফিরে যাবেন?

কালীপ্রসন্ন। যেটুকু জলযোগ করেছি তাতেই পেট ফুলে উঠেছে সুবেদার সাহেব! নতুন কিছু আর দরকার হবে না।

সুবেদার। আপনি আমাদের দোস্ত—

কালীপ্রসন্ন। সে দোস্তীটা বজায় থাকে কিনা সন্দেহ আছে সুবেদার।   [প্রস্থান।

সুবেদার। মিঃ মুখার্জী যেন বেসুরো গাইছে।

হীরালাল। যত বেসুরোই গাক্, হীরালাল থাকতে জমিদার কালী মুখুজ্যের সংগে তিতুমীরের বন্ধুত্ব কোনদিনই গড়ে উঠবে না।

সুবেদার। তাতে আপনার লাভ।

হীরালাল। আমার? না-না, আমি আমার লাভ চাই না। অত্যাচারী তিতুমীরের কবল থেকে আমার বন্ধু বৃটিশ সরকারের মান মর্যাদা রক্ষা করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। তবে এই অধমের বিষয়টা—

সুবেদার। আমি গভর্ণরকে বলে আপনাকে রাজা খেলাৎ দেওয়াবো—

হীরালাল। আপনার সে উপকার আমার আজীবন মনে থাকবে।

[প্রস্থান।

সুবেদার। হ্যালো—হাতীমশাই!

দীনবন্ধু। ওই সঙ্গে আমার প্রতিও একটু নজর রাখবেন হুজুর।

সুবেদার। সে তোমাকে বলতে হবে না। তিতুমিঞাকে খতম করার পর, তোমার সব সম্পত্তি আমরা বাজেয়াপ্ত করে নেবো।

দীনবন্ধু। এ্যাঁ!

সুবেদার। তাতেও সুখ না হ'লে, ওই সংগে তোমার মাথাটাও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

দীনবন্ধু। থাক সাহেব! খুব হয়েছে, তবে আমারও নাম দীনবন্ধু হাতী। আপনার মাথাটাও—

সুবেদার। কি করবে?

দীনবন্ধু। সুযোগ বুঝে কালোবাজারে বিকিয়ে দেব, হ্যাঁ—

[প্রস্থান।

সুবেদার। বেইমানটার কথা শুনলে? আমি ইংরেজের এতবড় একজন হোমরা চোমরা। বলে কিনা আমার মাথা নেবে? আচ্ছা, তিতুমিঞাকে ঠাণ্ডা করি আগে, তারপর—[প্রস্থানোদ্যত]

পুনঃ ডলির প্রবেশ।

ডলি। চললে কোথায়?

সুবেদার। হায়দারপুর।

ডলি। তিতুমিঞাকে গ্রেপ্তার করতে?

সুবেদার। তার সাঙ্গো-পাঙ্গোগুলোকেও কবর দেব!

ডলি। তারা ভিখারী।

সুবেদার। সেই জন্যই তো তাদের ঘাড় মটকাবো।

ডলি। যাদের মুখে এক মুঠো ভাত দিতে পারো না, তাদের বুকে গুলি মারতে লজ্জা করবে না?

সুবেদার। লজ্জা? হে-হে-হে! মিস ডলি! লজ্জা থাকলে ইংরেজের গোলামী করি, হাঃ-হাঃ-হাঃ। [প্রস্থান।

ডলি। তা সত্যি! এমন গোলাম পাওয়াও ইংরেজের ভাগ্য। [উদ্দেশ্যে] খাঁজা খাঁ!

খাঁজা খাঁর প্রবেশ।

খাঁজা। মেমসাব! আমাকে ডাকছেন?

ডলি। শুনছিস? সুবেদার যাচ্ছে তিতুমিঞাকে গ্রেপ্তার করতে।

খাজা। শুনেছি।

ডলি। তোকে এদের আগে হায়দারপুর যেতে হবে।

খাজা। কেন?

ডলি। নেমন্তন্ন খেতে।

খাজা। মেমসাব্!

ডলি। শোন, ওদের যাওয়ার আগে, তিতুমিঞাকে সজাগ করে দিয়ে আসতে পারলে, আমি তোকে পঞ্চাশ রূপেয়া বখশিস দেব!

খাজা। তাতে তো আপনারই ক্ষতি হবে?

ডলি। কিন্তু বাঙালীর তো লাভ হবে। একদিকে ইংরেজের শোষণ, অন্যদিকে বড়লোকদের শাসন, এই দোটানায় জাতটা যে গেল? তবু তিতুমিঞার দাপটে যদি কিছুটা সুরাহা হয়।

খাজা। বাঙালীরা তো আপনাদের শত্রু।

ডলি। হলেও, যাদের আলো বাতাস ফলে জলে ভাগ বসিয়ে নিজে পুষ্ট হয়েছি, তাদের সঙ্গে আমি বেইমানী করতে পারবো না।

খাজা। কোম্পানী জানতে পারলে আপনাকে সাজা দেবে।

ডলি। কিন্তু আমার যীশু আমাকে নিশ্চয় মেহেরবাণী করবেন।

[প্রস্থান।

খাজা! মেমসাব! ইংরেজের মেয়ে হয়েও বাঙালীর উপর আপনার এত দরদ? আমি গরীব বান্দা। দেবার কিছুই নেই, তবু আপনার ওই আজব চরিত্রের পায়ে জানিয়ে রাখলাম হাজারো সেলাম—সেলাম।

[বার বার কুর্ণিশ করতঃ প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

গুপ্তকক্ষ।

অনাদির প্রবেশ।

অনাদি। জাতটার ওপরে যেন রাহুর দৃষ্টি পড়েছে। যে কেউ বাঙালীর দুঃখ বুঝবে, বাঙালীর জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করবে, তারই মুণ্ডপাত হবে! মরতে আমার এতটুকু দুঃখ হতো না, যদি জমিদার কালী মুখুজ্জ্যের সঙ্গে তিতুমীরের শক্তি মিলিত করে, ওই বিদেশী ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মরতে পারতাম।

অনাদি। কে?

ছদ্মবেশে পিয়ারার প্রবেশ।

পিয়ারা। চুপ, জোরে কথা ব'লো না।

অনাদি। পিয়ারা, তুমি?

পিয়ারা। তোমাকে ঘাতকের হাতে মরতে দেখে, আমি কি চুপ করে থাকতে পারি?

অনাদি। কিন্তু—

পিয়ারা। কোন কিন্তু করো না। ওই সুড়ঙ্গ পথ ধরে সোজা চলে যাও।

অনাদি। তা হয় না পিয়ারা। তোমাকে বিপদের মুখে ফেলে আমি মুক্তি নিতে পারি না।

পিয়ারা। তোমাকে মরতে দেখে আমিও যে বাঁচতে পারি না বাবুজী। সেই ফকিরটা দিনরাত ভাইজানের কানে মন্ত্র দিয়ে তোমাকে

খুন করার হুকুম আদায় করেছে। তা জেনেই আমি অনেক কষ্ট করে এখানে এসেছি। যাও বাবু! আর দেরী ক'র না।

অনাদি। পিয়ারা! এই জীবন মরণের সেতুর উপর দাঁড়িয়ে একটা সত্য তোমার কাছে জানতে চাই, বল, কোন্ স্বার্থে তুমি আমাকে মুক্তি দিতে এসেছো? কি প্রতিদান চাও তুমি?

পিয়ারা। স্বার্থ? প্রতিদান? হাঁ, আমি এই প্রতিদান চাই, আমাকে কথা দাও, বাঙালীকে তুমি কোনদিনই ভুলবে না?

অনাদি। কথা দিলাম, বাঙালীর সঙ্গে বাঙলার এই দুরন্ত মেয়েটীকেও আমি আমরণ মনে রাখবো।

পিয়ারা। বাবু!

অনাদি। আরও প্রতিশ্রুতি দিলাম পিয়ারা; যে শয়তানদের চক্রান্তে তিতুমিঞার অন্তরে জ্বলে উঠেছে বাঙালী বিদ্বেষের আগুন, যাদের ষড়যন্ত্রে দুটো শক্তিকে এক করে বাঙলার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার সংকল্প আমার শূন্যে মিলিয়ে গেল, আমি তাদের কাউকে ক্ষমা করবো না।

সশস্ত্র মিস্কিণ ফকিরের প্রবেশ।

মিস্কিণ। ক্ষমা তোমাকে আমরাও করবো না বেইমান।

পিয়ারা। ফকির সাহেব!

মিস্কিণ! কে? পিয়ারা! তোবা—তোবা! তুমি মুসলমানী হয়ে এই কাফেরের কাছে?

পিয়ারা। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দেব না।

মিস্কিণ। তা দেবে কেন? তোমার চোখে যে এখন মহব্বতের সুরমা লেগেছে। তাই নিজের ভাইয়ের সঙ্গে বেইমানী করে, গোপনে এসেছো পেয়ারের খসমকে মুক্তি দিতে।

অনাদি। মুখ সামলে কথা বল ফকির ; তোমার মত ইতর সকলে নয়।

মিস্কিণ। এই ইতরের তলোয়ারেই শেষ হবে তোর জিন্দগী।

পিয়ারা। ওকে তুমি মুক্তি দাও ফকির সাহেব !

মিস্কিণ। মুক্তি? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অনাদি। শয়তানের পায়ে মাথা খুঁড়ে মুক্তি নিতে আমি চাইনা পিয়ারা !

পিয়ারা। মুক্তি তোমাকে নিতেই হবে।

মিস্কিণ। আমি মুক্তি দিলে তো?

পিয়ারা। তুমি মুক্তি না দিলেও তোমার বাপ দেবে।

মিস্কিণ। কি! এতদূর? বহুৎ আচ্ছা! তোমার ভাইজানের হুকুমেই আমি ওর বুকে তলোয়ার বসাচ্ছি। দেখি, কি করে তুমি ওকে রক্ষা কর—[অনাদিকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

পিয়ারা। [পিস্তল ধরিল] হুঁশিয়ার ফকির সাহেব! সহজে তলোয়ার না নামালে, শেষ পর্য্যন্ত এই পিস্তলের গুলীতে—

মিস্কিণ। পিস্তল—!

পিয়ারা। তোমার মত কুত্তার হাত থেকে বাবুজীকে বাঁচাতে দরকার হবে জেনেই এটা সঙ্গে এনেছিলাম। যাও বাবুজী! তোমার পথ মুক্ত। আর যাবার সময় এই পিস্তলটাও নিয়ে যাও আত্মরক্ষার জন্য কাজে লাগবে।

অনাদি। [পিয়ারার হাত হইতে পিস্তল লইয়া] পিয়ারা! নিজের জীবন বিপন্ন করেও, বাঙালীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে, আমাকে মুক্তি দেওয়ার ঋণ শোধ করার সুযোগ যদি না আসে, যদি আমার মুক্তির বিনিময়ে এই সব দুর্বৃত্তের হাতে অকালে নিভে যায় তোমার

জীবন দীপ। ওগো আদর্শ বাঙলার মেয়ে! আমি তোমার মূর্ত্তি গড়িয়ে বাঙালীর ঘরে ঘরে প্রচার করে যাবো তোমার এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের উজ্জ্বল কাহিনী।

[প্রস্থান।

মিস্কিন। কাজটা কি ভাল হল পিয়ারা? ইসলামের দুষমণ ওই কাফেরটাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমি তোমাকে মাফ করলেও তিতুমীরের কাছে সাজা তোমাকে পেতেই হবে।

ছুরিকা হস্তে ফুলজানবিবির প্রবেশ।

ফুলজান। তিতুমীরের আগে ওই বেইমানীকে আমিই পাঠিয়ে দেব দোজাকে। [পিয়ারাকে হত্যায় উদ্যত]

পিস্তল হস্তে বাদশার প্রবেশ।

বাদশা। হুঁশিয়ার চাচী! আমিও তোমাকে পাঠাবো কবরে।

তিতুমীরের প্রবেশ।

তিতুমীর। [বাদশার হাত হইতে পিস্তল লইয়া] ছিঃ বাপজান! কচি হাতে পিস্তল মানায় না।

বাদশা। তা বলে আমার ফুফুকে খুন করবে?

মিস্কিন। তোমার ফুফুও তো কাজটা ভাল করেনি।

ফুলজান। বেইমান—বেইমান! নইলে ওর বাপের দুষমণকে কে ছেড়ে দিয়েছে, তাকে সাজা দিতে বাধা দেয়।

তিতুমীর। কাকে ছেড়ে দিয়েছে ভাবী? সেই বাঙালীটাকে?

ফুলজান। তবে আর বলছি কি?

তিতুমীর। পিয়ারা—

পিয়ারা। একজন নিরীহ মানুষের বুকে তলোয়ার বসানোর অধিকার তোমার নেই ভাইজান।

তিতুমীর। আমার কলিজার খুনে হাত রাঙানোর অধিকার আছে বুঝি শুধু ওদের? শয়তানী—বেইমানী! ওরা যখন আমাকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপমান করলে, খুনী—বদমাস—গুণ্ডা বলে বদনাম রটালে, তখন তো তোর বুকে ঘা লাগেনি। আর যেই আমি বদলা নিতে হাত বাড়িয়েছি অমনি তুই বাদ সাধলি? তোকে কি করবো বলতে পারিস?

পিয়ারা। ইচ্ছা হয় কেটে টুকরো টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। আমার চামড়ায় জুতি বানাও। আমার রক্তে গোসল কর। তবু আমি বলে যাবো ভাইজান! আমি যা করেছি, তোমার ভালোর জন্যেই করেছি।

তিতুমীর। পিয়ারা!

পিয়ারা। দেশের গরীব দুঃখী চাষী ভাইদের বাঁচার দাবী আদায় করতে, ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে যে সুনামটুকু তুমি পেয়েছো ভাইজান! আজ ধর্মের গোঁড়ামীতে অন্ধ হয়ে হিন্দুদের বুকে আগুন জ্বাললে, তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্নামের কালিতে ভরে যাবে তোমার মুখ।

মিস্কিন। ওই কাফেরদের রক্তে বাঙলার মাটী রাঙা করে ইসলামের পবিত্র পতাকা ওড়াতে না পারলে, খোদার দোয়া তুমি পাবে না।

বাদশা। মানুষের দোয়া তো পাবে?

দুর্দজান। মানুষের দোয়া নিয়ে কি হবে রে ছোঁড়া? খোদার দোয়া না পেলে তোর বাপ যে বাদশা হতে পারবে না।

পিয়ারা। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার খোয়াব দেখা—কোনদিন সত্য হয় না ভাবি।

মিস্কিণ। দীন দুনিয়ার মালিক খোদাতালার পয়জারের বান্দা এই মিস্কিণ ফকির, তিতুমিঞাকে হিন্দুস্থানের বাদশাহী তখ্‌তে না বসিয়েও ছাড়বে না। তবে তার আগে চাই কাফেরদের ধ্বংস।

পিয়ারা। কাফেরদের ধ্বংস করার আগে তোমরা নিজেরাই ধ্বংস হবে ফকির সাহেব।

ফুলজান। তিতুভাই! বেইমানীটার কথা এখনও তুমি সইতে পারছো?

তিতুমীর। সত্যিই অসহ্য।

ফুলজান। আমি বলি কি, ওকে পঁচিশ বেত লাগাও।

মিস্কিণ। তাতেও সুবিধা হবে না ফুলজান বিবি। তার চেয়ে সেই বাঁদীর বাচ্ছাটাকে ধরে এনে, ওকে দিয়েই তাকে জবাই করাও।

তিতুমীর। সেটা ঠিক হবে না, তার চেয়ে তাকে ধরে এনে, আমি নিজের হাতেই—

ফুলজান। তুমি তাকে জবাই করবে?

তিতুমীর। না। তার সঙ্গে পিয়ারার সাদী দেবো।

বাদশা। ওহো, ভারী মজা হবে—ভারী মজা হবে।

পিয়ারা। ভাইজান!

ফুলজান। তুমি কি পাগল হলে তিতুভাই?

তিতুমীর। পাগল আমি নয়, তোমরা।

ফুলজান। আমরা আবার পাগলামী কি করলুম?

তিতুমীর। না হলে লাঙলের মুঠি ধরে যার হাতে কড়া পড়ে গেছে, পেটে ডুবুরি নামালে যার "ক" অক্ষর খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাকে কিনা বাদশা সাজাতে চাও। পিয়ারা! দূর "হ" এখান থেকে! অনেক কষ্টে রাগটা সামলে নিয়েছি! দেরী করলে ভুলে যাবো তুই আমার বহিন।

পিয়ারা। আমি কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারবো না ভাইজান! মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সবাইকে বলে যাবো, তুমি শুধু হায়দারপুরের চাষী-ভাইদের নেতা নও, বাঙলার মেঘে ঢাকা আশমানের রমজানের চাঁদ?

[প্রস্থান।

তিতুমীর। মূর্খ্য চাষী কি না রমজানের চাঁদ? হাঃ-হাঃ-হাঃ, চাঁদের আলোটুকু টিকলে হয়।

বাদশা। কেন টিকবে না বাপজান?

তিতুমীর। যদি ইংরেজরা নিভিয়ে দেয়?

বাদশা। আমি আছি কি করতে?

তিতুমীর। তুই কি করবি?

বাদশা।—

গীত।

জ্বালাবো হাজার বাতি।
সুখের আলোয় ভরিয়ে দিতে তোমার দুখের রাতি।
আসুক তুফান বাধুক প্রলয়,
ঝড় বাদলে করবো না ভয়।
জনগণের রোশনি দিয়ে রইবো হয়ে সাথী।

[প্রস্থান।

তিতুমীর। বহুৎ আচ্ছা বেটা—বহুৎ আচ্ছা।

[নেপথ্যে গুলীর শব্দ]

ছুটিয়া খাজা খাঁর প্রবেশ।

খাজা। তিতুমিঞা—তিতুমিঞা কোথায়?

মিস্কিন। কে তুই?

খাজা। পরিচয় দিয়ে কুটুম্বিতে করার সময় এখন নয় মশাই। আগে তিতুমিঞার সঙ্গে আমার দেখাটা করিয়ে দাও, তারপর সব বলছি।

তিতুমীর। আমি—আমি তিতুমিঞা।

খাজা। তুমি! সেলাম-সেলাম ভাইসাহেব।

ফুলজান। কে তুমি? কোথা থেকে আসছো? কি দরকার তোমার?

খাজা। দরকারটা আমার নয় বিবিজান। দরকারটা তোমাদেরই।

তিতুমীর। আরে যা বলছো খুলেই বলনা।

[নেপথ্যে পুনঃরায় গুলির শব্দ]

খাজা। আমাকে আর বলতে হল না। ওই শোন গোরা পল্টনদের গুলির শব্দ।

তিতুমীর। গোরা পল্টন—গোরা পল্টন!

খাজা। দুশো বাছাই করা ফৌজ এসেছে, তোমাকে কবর না দিয়ে ছাড়বে না। লড়াই করার হেম্মৎ থাকে তৈরী হও, না হলে পালাবার পথ দেখো, আমি চললুম।

তিতুমীর। তুমি আমাকে সজাগ করে দিয়েছো, তুমি আমার দোস্ত। বখশিস না নিয়ে চলে যাবে?

খাজা। লড়াই-এর পর যদি বাঁচো এসে দেখা করবো, একপেট তাড়ী খাইয়ে দিও তাহলেই হবে।

তিতুমীর। তোমার পরিচয় দিয়ে যাও দোস্ত!

খাজা। পরিচয়? আমি ধর্মে মুসলমান, জাতিতে বাঙালী, পেটের দায়ে করি ইংরেজের গোলামী। এর বেশী আর কিছু নেই, বলতেও পারবো না। আসি দোস্ত! আদাব—আদাব—

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে পুনঃ পুনঃ গুলীর শব্দ]

সুলতান। ওঃ, ওরা যে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুঁড়ছে?

মিস্কিন। এ হবে তা আমি জানতুম। হিন্দুদের উপর মেহেরবাণী খোদা কখনও সহ্য করবে না।

তিতুমীর। খোদার বেইমানী তিতুমিঞাও সহ্য করবে না। কে আছিস? আমার বন্দুক—

বন্দুক সহ রুস্তম খাঁর প্রবেশ।

রুস্তম। এই নাও সর্দার! বন্দুক—

তিতুমীর। ওরা কি আমাদের গাঁ ঘিরে ফেলেছে রুস্তম?

রুস্তম। না, শুধু আড্ডার চারদিকে ফৌজ মোতায়েন করে দিঘীর পাড় থেকে গুলী চালাচ্ছে।

মিস্কিন। এ অবস্থায় শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব নয় তিতুমীর। বলো তো আমি ওদের সংগে সন্ধির প্রস্তাব করি।

তিতুমীর। সন্ধি! ইংরেজের সংগে? কথাটা বলতে তোমার জিভে আটকালো না ফকির সাহেব? হাজার হাজার বাঙালীর বুকের রক্ত নিংড়ে নিয়ে যারা নিজেদের ইমারৎ বানাচ্ছে। গরীব দুঃখীর বুকফাটা কান্না শুনে যারা হো-হো করে হাততালি দিয়ে হাসে, যাদের জন্ম মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ করেও চাষীভাইরা শুকিয়ে কুঁকড়ে জড়-

জানোয়ারের মত রাস্তায় পড়ে মরে, সেই বিদেশী দুশমনদের সংগে করবো সন্ধি?

মিস্কিন। কিন্তু সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তুমি কতক্ষণ লড়াই করবে তিতুমীর?

তিতুমীর। যতক্ষণ দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে।

ফুলজান। তাতে যে সব যাবে তিতুভাই!

তিতুমীর। কিন্তু সুনামটুকু থাকবে ভাবী। বাঙালীরা না জানলেও, বাঙলার মাটিতে রক্তের আখরে লেখা থাকবে তিতুমিঞা প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু মান দেয়নি।

[প্রস্থান।

রুস্তম। সাবাস সর্দার! এইতো চাই, ইংরেজরা বুঝুক, বাঙালীকে ওরা যতখানি দুর্বল মনে করে তারা তা নয়, মরার আগে মেরে মরতে জানে। [প্রস্থানোদ্যত]

মিস্কিন। রুস্তম খাঁ! খামখেয়ালী তিতুমীরের জন্য তোমরা নিজেদের সর্বনাশকে ডেকে আনবে?

রুস্তম। তিতুমিঞাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে পোষ মাস ভোগ করার চেয়ে সে অনেক ভালো।

ফুলজান। ওরা তোমাদের সবাইকে কবর দেবে।

রুস্তম। সেই কবরের ওপর বসে তুমি পান চিবিও ভাবি, মৌজ লাগবে।

মিস্কিন। ওই দেখ, চাষীপাড়ায় আগুন ধরে গেল।

নেপথ্যে। আগুন—আগুন—

রুস্তম। আগুন—আগুন, লাগুক আগুন, ছুটুক গুলী, মরে যাক রক্তের নদিরা, তবু আমরা পিছু হটবো না। পুঁজিবাদী পরদেশী

বেইমানদের হাত থেকে মানুষের বাঁচার দাবী আদায় করতে, আগুনের দোলায় গা ভাসিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বো ইংরেজদের বুকে। দুষমনকে হটাতে না পারি, নিজেদের খুনে বাঙলার মাটি ভিজিয়ে করে যাবো অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত।

[প্রস্থান ।

ফুলজান। ওরে কি সর্বনাশ হলো রে! ও ফকির সাহেব! তুমি যে বললে আমার তিতুভাইকে বাদশা বানাবে?

মিস্কিন। হিন্দুরা থাকতে তিতুভাইএর নসীবে বাদশাহী তখ্ত জুটবে না ফুলজান বিবি। খোদাতাল্লা আমাকে স্বপ্নে জানিয়েছেন, ওই কাফেরগুলোকে খতম করতে না পারলে—

ফুলজান। তা কাফেরগুলোকে তুমিই খেয়ে ফেলো না বাপু।

মিস্কিন। তাহলে তো হতো। কিন্তু খোদাতাল্লা আমাকে তো খাওয়ার কথা বলেননি।

ফুলজান। এ্যাঁ, তাহ'লে উপায়?

মিস্কিন। উপায় একটা আছে। যদি তিতুমিঞার ছেলে ওই বাদশাকে তুমি আমার হাতে তুলে দিতে পারো, আমি ওকে আদর করে আমার বাড়ীতে লুকিয়ে রেখে রটিয়ে দেব, হিন্দুরাই ওকে চুরি করেছে। এরপর তিতুমিঞা হিন্দুদের উপর না ক্ষেপে আর পারবে না।

ফুলজান। তারপর ছেলেটাকে ফিরিয়ে দেবে তো?

মিস্কিন। আলবাৎ দেব। আমরাই যেন হিন্দুদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে এনেছি, এইরকম ভণিতা দেখিয়ে তাকে আবার তিতুমিঞার হাতেই তুলে দেব। সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙবে না।

ফুলজান। আরও ভাল হবে দোষটা যদি ওই বিশু ঘোষদের

ঘাড়ে চাপানো যায়। হাঘরেটা হিন্দুদের কেতাব পড়িয়ে পড়িয়ে ছোঁড়াটার মাথা খেলে।

মিস্কিণ। তাহলে তুমি ভুলিয়ে ভালিয়ে ছোঁড়াটাকে সরাবার চেষ্টাই করগে।

ফুলজান। সে না হয় যাচ্ছি। তবে দেখ, আমার ঘরখানা যেন পুড়ে না যায়।

মিস্কিণ। একখানা ঘড় পোড়ে, তিতুমীর বাদশা হলে দশখানা ইমারৎ বানিয়ে নিও।

ফুলজান। তাতো নেব, কিন্তু ঘরে যে আমার দোক্তার কৌটো রয়েছে। সেটা যদি পোড়ো, তাহলে তোমার মুখে আমি নুড়ো জেলে দেব।

[প্রস্থান।

মিস্কিণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এইবার ঠিক জাল ফেলেছি, কৌশলে ছেলেটাকে কোম্পানীর কুঠিতে আটকাতে পারলে, তিতুমিঞা ধরা না দিয়ে পারবে না। সংগে সংগে ইংরেজের কাছে আমিও পাবো প্রচুর বখশিস। মিস্কিণ ফকির একদিনেই হয়ে যাবে বাদশা আলমগীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

হীরালালের কক্ষ।

হীরালাল ও দীনবন্ধু হাতীর প্রবেশ।

হীরালাল। এইবার তিতুমিঞা খতম হবেই।

দীনবন্ধু। কবে বলতো বাবাজী? ও, তাহলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

হীরালাল। বাঁচবেন বৈকি! স্বজাতীর মৃত্যু দেখে না বাঁচলে, লোকে বাঙালী বলবে কেন?

দীনবন্ধু। তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছো বাবাজী?

হীরালাল। না, এ আমার মনের কথা! তিতুমিঞাকে কবর দিলে মিছিণ ফকিরের নসীব ফিরবে, আপনার চোরা কারবারও পূরোদমে চলবে।. কিন্তু আমি—আমি কি পাবো?

দীনবন্ধু। তুমি পাবে রাজা খেলাৎ!

হীরালাল। তার ওপর স্বজাতীর থুৎকার।

দীনবন্ধু। তার সংগে জমিদার কন্যা সীমা।

হীরালাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দীনবন্ধু। হোঃ-হোঃ-হোঃ, তাহলে আমি এখন—

হীরালাল। সে কি! আপনি আমার উপকারী। শুধু মুখে ফিরে যাবেন? বসুন, কোলকাতা থেকে নামকরা বাঈজী আনিয়েছি।

দীনবন্ধু। বাঈজী! বলকি বাবাজী? তা বেশ—তা বেশ, পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে মনটা যেন একঘেয়ে হয়ে গেছে, তবু অরুচিটা কাটিয়ে নেওয়া যাক।

হীরালাল। কে আছিস, বাঈজী। [বাঈজীর প্রবেশ] গাও

বিষ্ণুপ্রিয়া এমন গান গাও, যেন আমোদের এই নীরস মনে রসের জোয়ার বয়ে যায়।

বাঈজী।—

নৃত্যসহকারে গীত।

প্রেমের তরী দাও ভাসিয়ে (এই) রূপের দরিয়ায়]
দুটি হিয়াই থাক না মিশে বিধুর আঁধিয়ায়।
একটু চুমু একটু হাসি,
প্রিয়ার গলে পরায় ফাঁসি,
(তাই) দাঁড়িয়ে থাকি তোমার আশে পথটি চেয়ে হায়।
স্বপ্ন ভরা রাতের তারা,
জেগে জেগেই হলো সারা।
অলস আঁখি চায় রে তোমা মনের আঙিনায়।

[গানের মধ্যে দীনবন্ধু হাতী "বাহবা বাহবা" বলিয়া বার বার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছিল।]

দীনবন্ধু। বলিহারী বিধুমুখি! তোমার প্রাণ-কেড়ে নেওয়া গানের সুরে আমার শুকনো মনে যেন যৌবনের জোয়ার উথলে উঠছে। এই নাও তোমার বখশিস। [বাঈজীকে অর্থ প্রদান]

শিবু পাগলার প্রবেশ

শিবু। বাঃ, চমৎকার! এরাই দেশের সুসভ্য, সুশিক্ষিত মাথার মণি। ক্ষুধার্ত ভিখারীকে ছুটো পয়সা দিতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখে, অথচ বাঈজীর গান শুনে মুঠো মুঠো টাকা বখশিস দিতে হাত কাঁপে না।

হীরালাল। একি! আবার তুই? যা—দূর হ।

বাঈজী। না দাঁড়াও, এই নাও, এই টাকাগুলো তোমার মত ভিখারীদের সেবায় আমি দান করলুম—[শিবু পাগলার হাতে টাকা দিয়া প্রস্থানোদ্যত]

শিবু। বাঈজী!

বাঈজী। জন্মে আমি বাঈজী হলেও, কর্মে কি ভাল হতে পারি না ভাই।

[প্রস্থান।

শিবু। বাঃ-বাঃ, আমি হাসবো না কাঁদবো? বাঈজী এতগুলো টাকা দান করে গেল? এই দেখেও এই কীর্ত্তিমানগুলোর চোখ ফোটে না।

হীরালাল। চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছি, ফেল—টাকা ফেল।

শিবু! এ্যাঁ! এ টাকায় তোমাদের কি অধিকার আছে? গরীবের সেবায় একজন দান করে গেল।

দীনবন্ধু। দান? হাঃ-হাঃ-হাঃ, বলে কি বাবাজী? এতবড় মিথ্যা কথা—

শিবু। মিথ্যা! তোমাদের চেয়ে মিথ্যাবাদী জগতে কেউ আছে নাকি? তোমরা জালিয়াৎ, খুনী, একটা জলজ্যান্ত মানুষের আশার স্বপ্নকে তোমরা নিরাশার অন্ধকারে গলা টিপে শেষ করেছো, না—না, আমি তোমাদের ছাড়বো না, সকলের সামনে জনতার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আমি করবো তোমাদের বিচার।

হীরালাল। খবরদার ইডিয়ট্। আমি তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো।

দীনবন্ধু। আমার টাকা ফেলে কথা ক' মুখুজ্যে।

শিবু। না—না, দেব না। আমার গরীব ভাইবোনদের খিদের জ্বালা

জুড়োতে, না চেয়ে যা পেয়েছি আমার জীবন গেলেও তা আমি কিছুতেই তোদের হাতে তুলে দেবো না।

হীরালাল। তবে রে জানোয়ার—[শিবুকে চাবুক মারিতে উদ্যত]

অনাদির প্রবেশ। সে চাবুক কাড়িয়া লইল।

অনাদি। জানোয়ার ও নয় তুমি।

হীরালাল। অনাদি!

অনাদি। প্রস্তুত হও বেইমানের দল। যে চাবুক তুমি এই ভিখারীর পিঠে মারতে চেয়েছিলে, সেই চাবুকখানা তোমাদের পিঠে মেরেই বুঝিয়ে দেবো চাবুকের জ্বালা কি মনোরম।

দীনবন্ধু। বাবাজী! আমার দিকে কটমট করে চেও না, আমি নাচার।

অনাদি। তুমিই পাকা শয়তান।

দীনবন্ধু। ওরে বাবা! ধমকানির ঠ্যালায় সেই পুরাণো অম্বলের ব্যাথা আবার চাগাড় দিয়ে উঠলো। ওরে হরে! ওষুধ নিয়ে আয়—ওষুধ। [প্রস্থানোদ্যত]

হীরালাল। কুকুরটার ভয়ে তুমি সরে পড়ছো হাতীমশাই?

দীনবন্ধু। সরে পড়বো? বল কি বাবাজী? আমি দীনবন্ধু হাতী, সরে পড়বো? তুমি ততক্ষণ জুতিয়ে লম্বা কর, আমি ততক্ষণ—উঃ, আবার সেই ব্যাথাটা—ওরে বাবারে—

[প্রস্থান।

অনাদি। জবাব দাও হীরালাল। কার হুকুমে তুমি এই ক্ষুধার্ত মানুষটার পিঠে চাবুক মারতে হাত তুলছো?

হীরালাল। তার আগে তুমি আমার চাবুক ফিরিয়ে দাও।

অনাদি। দেবো, এই চাবুকে তোমার পিঠে রক্তের আলপনা এঁকে তারপর।

শিবু। হাঃ-হাঃ-হাঃ, কেমন মজা! তবে নাকি দুনিয়ায় মানুষ নেই?

হীরালাল। অনাদি! আমি তোমাকে শেষবারের মত সতর্ক করে দিচ্ছি।

অনাদি। আমিও শেষবারের মত তোমাকে আবার বলছি, ক্ষমা চেয়ে নাও এই ভিক্ষুকের কাছে।

হীরালাল। ক্ষমা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! ক্ষমা চাওয়ার পূর্বে তোমাদের দুজনকেই সরিয়ে দেবো এই পৃথিবী থেকে। [পিস্তল তুলিল]

কালীপ্রসন্নের প্রবেশ।

কালীপ্রসন্ন। পৃথিবী তোমার পৈতৃক সম্পত্তি নয় হীরালাল। এখানে বাঁচার অধিকার ওদেরও আছে।

হীরালাল। কাকা!

কালীপ্রসন্ন। তোমার এত স্পর্দ্ধা, আমার বাড়ীতে আমারই ভায়েকে গুলী করে মারতে চাও?

হীরালাল। আত্মরক্ষার জন্য এ ছাড়া উপায় ছিল না কাকা। এই শয়তানেরা জোর করে আমার কাছ থেকে সরকারী তহবিলের টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে।

অনাদি। হীরালাল!

হীরালাল। চোখ রাঙিয়ে অপরাধকে ঢাকতে পারবে না অনাদি। ওই দেখুন কাকা! ওই গুণ্ডাটার হাতে আমারই পকেটের টাকা। টাকাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে ওরাই চেয়েছিল আমাকে খুন করতে।

অনাদি। খুন করবার ইচ্ছে থাকলে তোমার মত কুকুর এতক্ষণ মাথা নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না। ছিঃ ছিঃ, আমি তোমাকে শয়তান বলেই জানতাম, কিন্তু তুমি যে এত বড় মিথ্যাবাদী—

কালীপ্রসন্ন। অনাদি!

অনাদি। আদেশ দিন মামা। গোবরডাঙার পবিত্র জমিদার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে, আপনারই সামনে যে পশু মিথ্যা কথা বলে, আমি তাকে ঘাড় ধরে বার করে দিই।

কালীপ্রসন্ন। শুধু ঘাড় ধরে নয়—জুতো মেরেই বার করে দেওয়া উচিৎ ছিল।

হীরালাল। কাকে কাকা! আমাকে?

কালীপ্রসন্ন। না—না, এই অনাদিকে।

অনাদি। মামা!

কালীপ্রসন্ন। চুপ, আজ বুঝলাম তোর চেয়ে বড় শত্রু আর আমার কেউ নেই। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেদিন তুই-ই তিতুমীরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাকে খুন করাতে চেয়েছিলি। ওঃ, আমি ভুল করেছি, দুধকলা দিয়ে কেউটে সাপ পুষে আমি ভুল করেছি।

সীমার প্রবেশ।

সীমা। হ্যাঁ, ভুলই করেছো বাবা। ইংরেজদের চুক্তিপত্রে সই করে যে ভুল করেছো—একি দাদা! তুমি, ওকি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে কেন? ক'দিন কোথায় ছিলে?

হীরালাল। ছিলেন তিতুমিঞার আড্ডায়। আজ এই গুণ্ডাটাকে নিয়ে এসেছিল তোমাদেরই সরকারের টাকা লুঠ করতে।

সীমা। থামো হীরালাল। এ গুণ্ডা নয় ভিখারী, তার ওপর পাগল।

কালীপ্রসন্ন। পাগল হলে ও আমার টাকা লুঠ করতে পারতো না মা। ওই দেখ, এখনও ওর হাতে আমাদেরই টাকা।

শিবু। ভগবান! এই কি তোমার বিচার? ভিক্ষার সম্পত্তি, তাও কি আমরা ভোগ করতে পাবো না?

সীমা। টাকা! তবে এ পাগল নয়, ভিখারী নয়? চোর—গুণ্ডা। দাদা! এই দস্যুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তুমিও চাও আমার বাবার সর্ব্বনাশ করতে?

অনাদি। সীমা!

কালীপ্রসন্ন। সর্ব্বনাশ করার সুযোগ আমি কিন্তু ওদের দেব না মা। হীরালাল টাকাগুলো কেড়ে নিয়ে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দাও ওকে। আর অনাদি আমি তোমাকে—

শিবু। চাবুক মারবে মার, আমি পিঠ পেতে দিচ্ছি। টাকাগুলো ফিরিয়ে নেবে তাও নাও, শুধু অনুরোধ, এই আদর্শ মানুষটার নামে কলংক দিও না।

হীরালাল। ওই আদর্শ মানুষটির কলংক মুছে দিতে হবে তোর নিজেরই বুকের রক্তে। ধর জালিয়াৎ, তোর যোগ্য শাস্তি। [চাবুক দ্বারা প্রহার]

অনাদি। মামা! শাস্তি ওর প্রাপ্য নয়, চাবুকের আঘাত ও সইতে পারবে না। ওই দেখুন, ওর জীর্ণ পাজর ভেদে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বাসের অগ্নিস্ফুলিংগ, ওই শুনুন ওর আর্তকণ্ঠের ক্ষীণ আর্তনাদে ভেসে আসছে মরণের ইংগিত, জীবন্ত একটা মানুষকে শাস্তির পেষণে কেলে হত্যা করার কোন অধিকার আপনাদের নেই।

বরং যদি মানুষ মেরেই আনন্দোৎসব করতে চান। এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি, আমাকে মারুন—আমাকে কাটুন! আমার রক্তে আপনাদের পিপাসা মেটান। তবু এই দুর্ভিক্ষের প্রেতাত্মাটাকে বাঁচতে দিন।

হীরালাল। বাঁচবে না—বাঁচবে না! পরের সম্পত্তি যারা গায়ের জোরে কেড়ে নিতে চায়, সেই সমাজের শত্রুগুলোকে দেশের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। আয়—চলে আয় শয়তান! এইবার আমি তোকে পুলিশের হাতে তুলে দেবো।

শিবু। পুলিশ! চল, আমাকে পুলিশেই নিয়ে চলো। তবে আমিও বলে রাখছি ভদ্রবেশী শয়তান। অত্যাচারের চাবুকে ক্ষত বিক্ষত করেও তুমি তোমার কলংকিত কীর্ত্তিকে ঢাকতে পারবে না। এই রহস্যের কুয়াশা কাটিয়ে যেদিন আমি জন সমক্ষে খুলে দেবো তোমার শয়তানের মুখোস! সেদিন তোমাকেই বুকের রক্ত ঢেলে, করে যেতে হবে নিজের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত।

হীরালাল। আপাততঃ তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবি চল গুণ্ডা।

[শিবুকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

সীমা। ছিঃ-ছিঃ, তোমাকে দাদা বলে ডাকতেও ঘৃণা হচ্ছে। তুমিই না বলেছিলে, গোরাপল্টনের দল হত্যা করেছে আমার স্বামীকে? তুমি না বলেছিলে, ভিক্টুমিঞার সংগে হাত মিলিয়ে সেই হত্যার প্রতিশোধ নেবে? এই তোমার প্রতিশোধ নেওয়া? একদিন আমার বাবার অন্নে পুষ্ট হয়ে, আজ তারই বুকে ছুরী বসাতে চাও!

অনাদি। আমাকে বিশ্বাস কর বোন! সত্যই আমি বিশ্বাসঘাতক নই—ষড়যন্ত্র নই। ভুলেও কখনও আমার দেবতুল্য মামার অনিষ্ট চিন্তা করিনি। আজ এসেছিলাম—

কালীপ্রসন্ন। যে জন্য এসেছিলে সে আশা তোমার পূর্ণ হ'ল না। তার জন্য অনুতাপ হচ্ছে? শোন অনাদি! আজ থেকে এ বাড়ীর দরজা তোমার কাছে চিরদিনের জন্য বন্ধ।

অনাদি। মামা!

কালীপ্রসন্ন। ওরে—আমি যে তোর মুখের দিকে চেয়ে আমার পুত্রস্নেহের অভাব ভুলেছিলাম। একরত্তি দুধের শিশু থেকে কত আশা নিয়ে তোকে মানুষ করেছিলাম। জানতাম, তুই আমার সীমার চেয়েও আপন। তোর শুকনো মুখ দেখলে আমার বুকটা যে ফেটে চৌচির হয়ে যেত, এই কি তার প্রতিদান?

অনাদি। মামা!

কালীপ্রসন্ন। যা—যা বিশ্বাসঘাতক! আমি তোর মুখদর্শন করতে চাই না।

অনাদি। অজ্ঞানে বাপ-মা হারিয়ে আপনার আশ্রয়ে মানুষ হয়েছি। একাধারে পিতামাতার অভাব পূর্ণ করেছি আপনার স্নেহনীরে অবগাহন করে, কোনদিন ভাবিনি পরগাছার মত এ বাড়ী ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। যেতেও আমার দুঃখ হতো না, যদি এই মিথ্যা কলংকের কালি মুখে নিয়ে যেতে না হ'তো।

সীমা। মিথ্যা? এমন জলন্ত প্রমাণের পরও বলছো মিথ্যা?

অনাদি। এই প্রমাণটাই যে কতবড় মিথ্যা বুঝবি সেদিন, যেদিন ওই শয়তানদের মুখোস আপনি খসে পড়বে।

কালীপ্রসন্ন। অভিনয় করে তুমি আমাদের ভোলাতে পারবে না অনাদি।

অনাদি। অভিনয়! হাঁ এ আমার অভিনয়। যাবার সময় আমার একটিমাত্র অনুরোধ, আত্মীয় বলে নয়—ভাগে বলে নয়, দেশের

একজন সাধারণ মানুষ হয়ে আমি আপনার কাছে শেষ অনুরোধ করে যাচ্ছি, বিদেশী ইংরেজের কাছে মাথা নত করে, স্বদেশী তিতুমীরের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আপনি ব্যর্থ করবেন না।

কালীপ্রসন্ন। তিতুমীরের সংগ্রাম স্বাধীনতার নয় স্বেচ্ছাচারিতার। তাই ইংরেজের সংগে আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমি ভেঙে দেব তার গুণ্ডামীর মেরুদণ্ড।

অনাদি। তিতুমীর গুণ্ডা!

কালীপ্রসন্ন। তার সংগে তুমিও তাই। মনে রেখো অনাদি! আমার কর্মচারীকে ভয় দেখিয়ে আমার টাকা আত্মসাৎ করার জন্য আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করলেও, ভবিষ্যতে তোমার মার্জনা নেই।

[প্রস্থান।

সীমা। তুমি মার্জনা করলেও আমি মার্জনা করবো না বাবা! শোনো গুণ্ডার সাকরেদ! আমার সোনা ঝরা গোধূলি লগ্নকে আমারই স্বামীর বুকের রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছো তুমি। তাও নীরবে সহ্য করেছি। কিন্তু আমার বুড়ো বাপের বুকে যদি কখনও ছুরী বসাতে এসো, সেদিন আমি নিজের হাতে তোমাকে গুলী করে মারবো।

[প্রস্থান।

অনাদি। সে মৃত্যুটা যদি আজ আমাকে দিতে পারতিস, ভালো হ'তো বোন। ওঃ ভগবান! বাপ মায়ের মৃত্যুর সংগে সংগে কেন তুমি আমাকে মুছে দাওনি এই জগতের আঁস্তাকুড় থেকে? পরান্নভোজী কুকুরের মত কে বাঁচতে চেয়েছিল তোমার কাছে, সীমার স্বামীকে খুন করেছি আমি? মামাকে খুন করতে চেয়েছি আমি? এত বড় মিথ্যা অপবাদের পরও পৃথিবীটা চূর্ণ হয়ে গেল না?

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। মানুষের জন্য পৃথিবীকে দোষ দিচ্ছ কেন ভাই? কতটুকু আঘাত পেয়েছো তুমি। এই বুকে কান পেতে শোন, আমার রতনের শেষ কান্নার সুর এখনও মিলিয়ে যায়নি। আমি যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, তুমি ভেঙে পড়বে কেন?

অনাদি। সদানন্দ দা!

সদানন্দ। তোমার শাপে বর হয়েছে ভাই! দুঃখ ক'রো না। এসো হাত ধর, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।

অনাদি। কোথায়?

সদানন্দ। তিতুমিঞার কাছে। যে আঘাত বুকে নিয়ে সে গোবর-ডাঙা থেকে ফিরে গেছে, তার সেই আঘাতে প্রলেপ দিতে তুমি দাঁড়াও তার পাশে, তাকে বোঝাও সব ভদ্র লোকেই তাকে ঘেন্না করে না। এমন মানুষও আছে, যারা ধুলো-কাদামাখা চাষী ভাইদের আপন করে নিতে জানে।

অনাদি। কিন্তু তিতুমীর কি আমাকে গ্রহণ করবে?

সদানন্দ। কেন করবে না ভাই! তার মুখে যত বিষ বুকে তার চেয়ে অনেক বেশী মধু, আমি কথা দিচ্ছি, তিতুমীরের সংগে তোমার মিলনের ভার আমিই নিলুম, এসো।

অনাদি। চল বন্ধু চল, আমার এই রিক্ত জীবনের নিঃস্বতা পূর্ণ করতে, নেমে যাই ওই আদর্শ বাঙালী বীর তিতুমীরের পাশে। স্বার্থান্ধ অত্যাচারী বৃটিশ শক্তির হাত থেকে নির্য্যাতীত বাঙালী ভাইদের বাঁচাতে, আমি বুকের রক্ত ঢেলেও রেখে যাবো, বাঙলার বুকে শহীদের রক্তস্বাক্ষর। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

তিতুমীরের দলুজী।

[নেপথ্যে বাদশা তিতু জিন্দাবাদ ধ্বনি হইতেছিল।]

ব্যস্তভাবে তলোয়ার হস্তে বাদশার প্রবেশ।

বাদশা। নাঃ, আর দাদুর কাছে বসে বসে কেতাব পড়তে ভাল লাগে না। আমিও বাদশা তিতুর ছেলে খুদে বাদশা। যুদ্ধ আমাকে শিখতেই হবে। কিন্তু শিখি কার কাছে! দেখি রুস্তম চাচা গেল কোথায়?

রুস্তম খাঁর প্রবেশ। তাহার হস্তে তাড়ির ভাঁড়। সে মুহুর্মুহু তাড়ি পান করিতেছিল।

রুস্তম। রুস্তমকে আবার খোঁজ কেন মিঞা? একটু আরাম করবো তারও ফুরসুৎ দেবে না?

বাদশা। তুমি তাড়ি খাচ্ছো রুস্তম চাঁচা?

রুস্তম। তুই একটু খাবি না কি?

বাদশা। ওয়াক—থুঃ। ও আবার মানুষে খায়?

রুস্তম। না—খায় জানোয়ারে। দুনিয়ার চিড়িয়াখানায় আমাদের মত গরীব দুঃখীরা তো মানুষ নয়। মানুষ ওই সব টাকাওয়ালা ধনীর দল। তাই ওরা খায় পিপে পিপে মদ, আর আমরা খাই তাড়ি।

বাদশা। তুমি আমাকে লড়াই শেখাবে কি না বল ?

রুস্তম। কেন রে? সেদিন গোরাপল্টনগুলোকে ঠ্যাঙাতে দেখে তোর হাত সুড় সুড় করছে বুঝি ?

বাদশা। করবে না? আমিও তো বাদশা তিতুর ছেলে।

রুস্তম। তোর বাপের কাছে যা।

বাদশা। বাপজান এখন বাঁশের কেল্লা বানাতেই ব্যস্ত।

রুস্তম। আমিও এখন তাড়ি খেতে ব্যস্ত।

বাদশা। কি! শেখাবে না তাহ'লে? বেশ, আমিও তোমাকে জব্দ করে ছাড়বো।

রুস্তম। মানে ?

বাদশা। মানে বাপজানকে বলে যদি তোমার তাড়ি খাওয়া ছাড়াতে না পারি, আমি বাদশাই নই।

[প্রস্থান।

রুস্তম। তাড়ি খাচ্ছি, কিন্তু কেন খাচ্ছি? তা কেউ জানে না। [তাড়ি পান করতঃ] হাঃ-হাঃ-হাঃ, তিতুমিঞা বাঁশের কেল্লা বানাচ্ছে। ইংরেজের সংগে লড়াই করে বাঙালীর কাছে নাম কিনবে। আর আমি পেট ভরে তাড়ি খাচ্ছি বাঙলার মাটী থেকে চিরদিনের মত আমাকে মুছে দিতে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এ ছাড়া কোন উপায় নেই। পিয়ারাকে ভালবাসি। আমার চোখের সামনে সে আর একজনকে নিয়ে সুখে ঘর বাঁধবে, সে আমি কিছুতেই সইতে পারবো না। তাই এই নেশার খেয়ালে ডুব দিয়ে, এই পিস্তলের গুলীতেই টেনে আনবো আমার জীবনের যবনিকা। খোদা! আমার পিয়ারার মহব্বৎকে তুমি জীন্দা রেখো মেহেরবান! [বীর বক্ষে গুলী করিতে উদ্যত]

সহসা অনাদি প্রবেশ করিয়া পিস্তল ধরিয়া ফেলিল।

অনাদি। কি করছো রুস্তক! আত্মহত্যা পুরুষের কাজ নয়।

রুস্তম। কে! বাবুসাব? তুমি কেন আমাকে বাধা দিলে?

অনাদি। মরা তোমার উচিত নয় বলে।

রুস্তম। কেন আমি মরতে চাই জানো?

অনাদি। হয়তো কোন দুঃখ পেয়েছো।

রুস্তম। পেয়েছি, আর সে দুঃখ দিয়েছো তুমি।

অনাদি। আমি?

রুস্তম। হ্যা, যে পিয়ারাকে আমি ছেলেবেলা থেকে আমার বলেই জানতুম, যার ছবি এখনও রক্তের আখরে আঁকা আছে আমার দিল-মহলায়, আমার সেই কলিজার বসরাই গোলাপকে তুমি কেড়ে নিয়েছো। হ্যা-হ্যা, তোমাকে দেখার পর থেকে, আজও পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে তোমাকে খোয়াব দেখে, জেগে তোমাকে পূজো করে।

অনাদি। একটা নারীর জন্য তুমি আত্মহত্যা করবে।

রুস্তম। করবো তাকে সুখী করতেই। আমি বেঁচে থাকলে, হয় তো কোনদিন রাগের মাথায় তোমাকে খুন করবো, না হয় তাকেই শেষ করবো। তাই আগে থেকেই নিজে চলে যেতে চাই তার পথের কাঁটা সরিয়ে নিয়ে।

অনাদি। পিয়ারার জন্য তোমার এতখানি ত্যাগ! না—না, আমি তোমার ভালবাসা ব্যর্থ হতে দেব না রুস্তম, পিয়ারাকে তুমি পাবে। আমি তোমাকে দেব।

রুস্তম। পাবো? তুমি পিয়ারাকে আমার হাতে তুলে দেবে?

অনাদি। দেব. একটা নারীর জন্য তোমার মত একজন জওয়ানকে

পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে, তিতুমিঞার স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতকে আমি আলগা করে দিতে পারবো না ভাই।

রুস্তম। পিয়ারাকে তুমিও তো ভালবাসতে বাবু?

অনাদি। তার চেয়ে অনেক ভালবাসি আমার দেশকে, আমার এই নির্য্যাতীত বাঙালী ভাইদের। দেশের জন্য, জাতির জন্য প্রয়োজন হ'লে একটা পিয়ারা কেন? লক্ষ লক্ষ পিয়ারাকে আমি হাসিমুখে ত্যাগ করতে পারি।

রুস্তম। পিয়ারাকে তুমি ত্যাগ করবে! আমি আবার তাকে পাবো? না বাবু! তা হ'তে পারে না, তুমি থাকতে সে আমাকে সাদী করবে না।

অনাদি। আমি থাকবো না রুস্তম!

রুস্তম। তবে কি আত্মহত্যা—

অনাদি। না ভাই! আমি পুরুষ, আত্মহত্যার কল্পনা আমার মনে স্থান পায় না। পিয়ারা যাতে তোমাকে সাদী করে, তার কাছ থেকে সেই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে, এই মুহূর্তে আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবো।

রুস্তম। বাবুজী! তুমি মাটির মানুষ নও বেহেস্তের পয়গম্বর। আজ বুঝলাম, পিয়ারা মানুষের মত মানুষের পায়েই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। বাবুজী! তোমার চেয়ে আমি অনেক ছোট—অনেক নীচে।

অনাদি। রুস্তম!

রুস্তম। ভাই ওগো মানুষ! যে মুক্তা হাতে পেয়েও তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছো, তাকে আবার আমি তুলে দিলাম তোমারই হাতে।

অনাদি। কিন্তু পিয়ারা যে তোমার কলিজার বসরাই গোলাপ!

রুস্তম। আজ থেকে সে ফুটে থাক তোমার কলিজায় খোশ-

বাগিচায়। তার সুগন্ধে ভরে থাক তোমার মন, তার রূপের রোশনিতে ঝরে পড়ুক তোমার জীবনে স্নেহেস্তের আলো। আমি দূরে দাঁড়িয়ে মহব্বতের খুশীতে ভরা তোমাদের দুটি মুখ দেখে, ভুলে যাবো আমার না পাওয়ার বেদনাকে।

অনাদি। পিয়ারার উপর আমার চেয়ে তোমার অধিকারই বেশী।

রুস্তম। না বাবুজী! পিয়ারাকে না পেয়ে আত্মহত্যা করার চেয়ে পেয়ে যে দান করতে পারে, পিয়ারার ওপর আমার চেয়ে তার অধিকার অনেক বেশী।

[প্রস্থান।

অনাদি। পিয়ারাকে নিয়ে রুস্তম চায় ঘর বাঁধতে, আর আমি চাই মনের আলমারীতে সাজিয়ে রাখতে। কিন্তু না-না, রুস্তমের আশা মেটাতেই হবে।

কলসী কাঁখে পিয়ারার প্রবেশ।

পিয়ারা। [মনে মনে গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছিল, হঠাৎ অনাদিকে দেখিয়া] কে! বাবু?

অনাদি। ভাল আছো পিয়ারা?

পিয়ারা। ভাল। তুমি কেমন আছো? ভাল তো? আর তোমার উপর আমার দাদার রাগ নেই। আমার জোর নসীব। আর একটু পরে এলে, হয় তো তোমার সংগে দেখা হতো না।

অনাদি। কেন পিয়ারা?

পিয়ারা। বা-রে, আমার দাদা নারিকেল বেড়িয়াতে বাঁশের কেল্লা তৈরী করেছে। গাঁ ছেড়ে আমরা সবাই যে সেখানে চলে যাবো।

অনাদি। তোমরা হায়দারপুর ত্যাগ করবে?

পিয়ারা। না করে উপায় কি বাবু? গোরাপল্টনদের হাত থেকে বাঁচার জন্য—

অনাদি। বাঁশের কেল্লাতে আশ্রয় নেবে? তা বেশ! কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখবে পিয়ারা?

পিয়ারা। কি? যা বলবে তা আমি জানি।

অনাদি। জান? কি কথা বল তো?

পিয়ারা। সাদীর কথা, তাই না?

অনাদি। ঠিক তাই। তাহ'লে তুমি রাজী আছো?

পিয়ারা। শুধু আমি কেন বাবু, আমার দাদাও রাজী।

অনাদি। উত্তম, তাহ'লে তুমি শপথ কর।

পিয়ারা। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বহুৎ আচ্ছা, এই খোদার কসম করে বলছি, আমি আপনাকে—

অনাদি। আমাকে নয় পিয়ারা, তুমি সাদী করবে রুস্তমকে।

পিয়ারা। বাবু!

অনাদি। হ্যা। আশাকরি আমার এ অনুরোধটুকু ব্যর্থ হবে না।

পিয়ারা। না-না, এ হতে পারে না বাবু! আমি আজীবন এমনিই থাকবো, তবু রুস্তমকে—ওঃ, খোদা!

অনাদি। জানি এ আঘাত তোমার কাছে অসহনীয়। তবু উপায় নেই পিয়ারা! বাঙলাদেশের সংগে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে আমি চলে যাচ্ছি চিরদিনের মত।

পিয়ারা। বাবু!

অনাদি। কথা দাও পিয়ারা—কথা দাও।

পিয়ারা। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

অনাদি। আঃ, শান্তি, আমি আসি?

পিয়ারা। আর কি দেখা হবে না?

অনাদি। হবে।

পিয়ারা। আবার কবে আসবে?

অনাদি। যেদিন তোমার সাদীর সানাই বাজবে।

[প্রস্থান।

পিয়ারা। সাদী! রুস্তমের সংগে আমার সাদী? খোদা! আমি মুসলমানী বলে কি—হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়েছিল। বাবুজী বেহেস্তের দেবতা আর আমি দোজাকের কীট। তার সংগে আমার সাদী—না-না, হওয়া উচিত নয়। পিছনের কথাগুলো আমার মন থেকে মুছে দাও খোদা—মুছে দাও।

পিয়ারা।—

গীত।

দাও মুছে দাও অতীত আমার জীবনের পাতা হতে।
আমার করবী খসে যাক মোর ধূলো ভরা চলা পথে।
কাঁদিব না কভু কাঁদিব না আর
ভুলে যাবো দাগ স্মৃতিটুকু তার
আলো হারা হয়ে ভেসে যাবো শুধু আঁধারের কালো স্রোতে।

বিশু মোড়লের প্রবেশ।

বিশু। দাদাভাই—বাদশা দাদাভাই! [পিয়ারাকে দেখিয়া] পিয়ারা! হ্যাঁরে আমার বাদশাকে দেখেছিস্?

পিয়ারা। বাদশা তো তোমার কাছেই ছিল দাদু!

বিশু। হ্যাঁ ছিল, কিন্তু একটু আগে যুদ্ধ শিখবে বলে মুখের পাতা ফেলে, একটা ভোঁতা তলোয়ার নিয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গেল—

রক্তমাখা জামা লইয়া ফুলজানের প্রবেশ।

ফুলজান। হায়-হায়-হায়, ওরে কী সর্বনাশ হল রে! দুষমণটার মনে এত খলও ছিল।

পিয়ারা। ভাবী!

ফুলজান। পিয়ারা! আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে রে! বাদশা আর নেই।

বিশু। নেই! বাদশা—বাদশা দাদাভাই—

তিতুমীরের প্রবেশ।

তিতুমীর। আঃ, অত চেল্লাচ্ছো কেন দাদু? জানো তো ফিরিংগী শালারা চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পিয়ারা। ভাইজান!

তিতুমীর। পিয়ারা! ভাবী! তোমরা আর দেবী ক'রো না। সব গুছিয়ে গাছিয়ে নাও, আজই আমাদের বাঁশের কেল্লায় উঠতে হবে।

ফুলজান। তা তো উঠবো। কিন্তু—

তিতুমীর। বাদশার জন্যে ভাবতে হবে না। সে আমার চেয়েও ওস্তাদ। সুযোগ বুঝে ঠিকই ফিরে আসবে।

ফুলজান। সে আর আসবে না তিতুভাই!

তিতুমীর। আসবে না? কেন? রাগ করেছে বুঝি?

পিয়ারা। ভাইজান! আমাদের বাদশাকে—

তিতুমীর। বাদশাকে?

ফুলজান। খুন করেছে।

তিতুমীর। খুন করেছে! কে খুন করেছে?

ফুলজান। এই বিশু মোড়ল।

তিতুমীর। বিজলাই খুন করেছে আমাদের বাদশাকে?

ফুলজান। ওর ঘর থেকেই বাদশার এই রক্তমাখা জামাটা পাওয়া গেছে।

বিশু। ফুলজান বিবি!

তিতুমীর। শয়তান—বেইমান! আমার ছেলেকে খুন করার জন্যই কি আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলুম? [বিশু মোড়লের ঘাড় ধরিতে উদ্যত]

পিয়ারা। [বাধা দিয়া] একটু ধৈর্য্য ধর ভাইজান! আমি একবার পাড়াটা খুঁজে দেখে আসি। আমার মন বলছে বাদশা আছে। আমরা আবার তাকে ফিরে পাবো। বাদশা—বাদশা—

[প্রস্থান।

ফুলজান। তিতুভাই! তুমি এখনও দুষমণটাকে বাঁচিয়ে রেখেছো?

বিশু। না-না, বাদশা দাদাভাইকে হারিয়ে আমি ও আর বাঁচতে চাই না।

তিতুমীর। না-না, বাঁচিয়ে তোমাকে রাখবো না। তুমি যেমন আমার চোখ থেকে দুনিয়ার আলো নিভিয়ে দিয়েছো, তেমনি আমিও মুছে দেব তোমার চোখ থেকে দুনিয়ার আলো [ছুরি মারিতে উদ্যত]

ডলির প্রবেশ।

ডলি। কেন মারছো এই বুড়ো লোকটাকে?

তিতুমীর। ও আমার ছাওয়ালটাকে খুন করেছে।

ডলি। তোমার ছেলেকে ও খুন করেনি। তাকে সুবেদার সিং ধরে নিয়ে গেছে।

তিতুমীর। সুবেদার সিং আমার বাদশাকে চুরি করেছে?

ডলি। এই জন্য যে, তোমাকে পেলে সে তাকে ছেড়ে দেবে।

ফুলজান। এ্যাঁ—তাহ'লে এই রক্ত মাখা জামা?

ডলি। ও-ঝুট্। সুবেদারের লোক যে তাকে ধরে নিয়ে গেছে, তা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

তিতুমীর। সুবেদার! শয়তান—

বিশু। যত বড় শয়তানই হোক, আমি তাকে সহজে ছাড়বো না। বাতাসের মত আমি উড়ে যাবো কোম্পানীর কুঠিতে। যেখানেই লুকিয়ে রাখুক আমার দাদাভাইকে, লোহার গারদে হোক আর পাতালের অন্ধকারেই হোক, আমি তাকে ফিরিয়ে আনবোই।

ডলি। পারবে না বৃদ্ধ। সশস্ত্র ইংরেজের কুঠি থেকে তাকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

বিশু। উদ্ধার করতে না পারি, তাদের গারদের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে আমি মরবো। তবু আমার বাদশা দাদাভাইকে শত্তুরের হাতে তুলে দিয়ে আমি ঘরে বসে থাকবো না।

তিতুমীর। দাদু! আমি তোমাকে খুন করতে চেয়েছিলুম, তবু তুমি আমার ছেলের জন্যে—

বিশু। ওরে, ছেলেটা তোর হলেও, সে যে মানুষ হয়েছে আমার কোলে। চোখে ভাল দেখতে পাইনে তবু মনে হচ্ছে তার কাঁদো কাঁদো মুখখানা যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। একটা বাঁশীর জন্যে কত কেঁদেছিল। আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো, বাঁশী কিনে দেব। তাকে কোলে করে সারা গাঁ ঘুরে সকলকে দেখাবো, বিশু মোড়ল তাকে কত ভালবাসে, ফুলজান বিবিকেও বোঝাবো, যে বিশু মোড়ল বেইমান নয়, বাদশা তার পরাণ। বাদশা—ওরে দাদাভাই, ফিরে আয়—ফিরে আয়— [প্রস্থান।

তিতুমীর। ভাবী! বিশু দাদুর পেছনে আমিও চললুম ইংরেজের কুঠিতে।

ডলি। ইংরেজের কুঠিতে গেলে তারা কি তোমাকে সহজে ছাড়বে?

তিতুমীর। না, তারা হয় আমাকে ফাঁসীতে লটকাবে, না, হয় গুলী করে মারবে। তবু আমার বুকের মাণিককে আমি হারিয়ে যেতে দেব না।

ফুলজান। কেন দেবে তিতুভাই! তবে তার জন্ম তোমাকে আমি ইংরেজের কুঠিতে যেতে দোব না।

তিতুমীর। যেতে হবে ভাবী, আমি যে বাদশার বাবা।

ডলি। তুমি না গিয়েও বাদশাকে ফিরে পাবে তিতু।

তিতুমীর। পাবো কি করে?

ডলি। সুবেদার যেমন তোমার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে, তুমিও তেমনি সুবেদারের বিবিকে গ্রেপ্তার করে রটিয়ে দাও, তোমার বাদশাকে ফিরিয়ে না দিলে, তার বিবিকেও তুমি খুন করবে। দেখবে বিবির জান বাঁচাতে সে তোমার ছেলেকে নিশ্চয় ছেড়ে দেবে।

ফুলজান। তুমি তো বেশ কথা বলছো বাছা! সুবেদারের বিবিকে আমরা কোথায় পাবো?

ডলি। সুবেদারের বিবি তোমাদের সামনে।

তিতুমীর। তুমি!

ডলি। আমিই সুবেদার সিংএর বিবি, মিস্ ডলি।

তিতুমীর। তুমি চীনদেশের মেয়ে হয়ে—

ডলি। ছুটে এসেছি জংগলে বাস করা একটা আদর্শ মানুষের জীবন রক্ষা করতে। কেন জান? আমি বর্ণে তফাৎ হলেও, ভাষায় তফাৎ থাকলেও আমি যে বাঙালী মায়ের গর্ভে জন্মেছি। তাই একজনের

আঘাতে আর একজন যখন কাঁদে, আমার চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। তাই নীরব নিঝুম রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, আমি খীওকে ডেকে বলি—ও গড়! সেভ দি পিপল্ অফ্ বেংগল।

ফুলজান। ওসব ইংরিজী আমরা বুঝিনে বাপু! তুমি যখন সুবেদারের বিবি তখন তোমাকে আমরা ছাড়বো না।

তিতুমীর। কিছুতেই না। ওর খসম আমার বুকে ছুরি বসিয়েছে।

ডলি। তুমিও আমাকে গ্রেপ্তার কর তিতুমিঞা।

তিতুমীর। শুধু গ্রেপ্তার নয়। তোমার আটকের খবর পেয়েও, যদি সুবেদার আমার বাদশাকে ছেড়ে না দেয়, আমি তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেব।

ডলি। সেদিন জানবো আমার এ জীবন সার্থক।

তিতুমীর। নিয়ে যাও ভাবী, একে নিয়ে যাও—

ফুলজান। এসো বাছা, চলে এসো। [স্বগতঃ] বাদশাকে যদি না পাই, ওই ফরিকটার মাথা আমি চিবিয়ে খাবো।

[ডলিসহ প্রস্থান।

তিতুমীর। বাদশা! ওরে বাপ আমার—না না, আমি কাঁদবো না, আমি তিতুমীর। আমার কথায় এমনি কত বাদশাই তো ঝরে পড়েছে পথের ধুলোয়। তাদের সংগে আমার দিল বাগিচার একটা গোলাপ যদি ঝরে যায় আমি কাঁদবো না। প্রতিশোধ নেবো—হ্যাঁ, এমন প্রতিশোধ নেবো যা দেখে সবাই ভয়ে শিউরে উঠবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যানবাটী।

শিবু পাগলার প্রবেশ।

শিবু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভিতুমিঞার জীবন নাট্যের সংগে আমারও জীবন নাটক সমান তালে এগিয়ে চলেছে। এক একবার মনে হয়, আমি ভেঙে ফেলি এই রহস্যের লৌহ প্রাচীর। থামিয়ে দিই এই সর্বনাশের অশুভ সংকেত। না-না, আরও দেখতে হবে, আরও মজা আছে—আরও মজা আছে।

হীরালালের প্রবেশ।

হীরালাল। কে! ও তুমি? তোমাকে আমি ইচ্ছা করলে সেদিন পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতুম। তা জান?

শিবু। সে আর জানি না? খুব জানি, আপনারা বড়লোক, ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারেন।

হীরালাল। পারি, আমি ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারি।

শিবু। দয়া করে আমার মাথার এই গোলমালটা সারিয়ে দেবেন?

হীরালাল। সে জন্য ভাবতে হবে না। তুমি যখন আমার কথামত চলতে রাজী হয়েছো।

শিবু। নিশ্চয় চলবো, এতদিন মাথাটা বিগড়ে ছিল কিনা, তাই ওই ছোটলোক ভিখারীগুলোর সংগে মিশে, নিজেও ভিখারী হয়েছিলুম।

হীরালাল। ভিখারীদের সংগে তোমাকে আর মিশতে হবে না।

শিবু। মিশবো কেন? ও শালারা মানুষ নাকি? যতসব সৃষ্টির জঞ্জাল।

হীরালাল। সীমাকে বিয়ে করে, আমি গোবরডাঙার জমিদারী পেলে, তোমাকে আমার সদর দপ্তরে ভাল চাকরী দেব।

শিবু। চাকরী, হেঃ-হেঃ-হেঃ, সত্যি—সত্যি?

হীরালাল। হ্যাঁ, সত্যি। আর সেই সংগে তোমার মাথারও চিকিৎসা করাবো।

সীমার প্রবেশ।

সীমা। তার আগে তোমার মাথাটারও চিকিৎসার প্রয়োজন।

হীরালাল। আমার মাথা!

সীমা। সুস্থ থাকলে ওই গুণ্ডাটাকে পুলিশের হাতে না দিয়ে, আদর করে মাথায় তুলতে না।

হীরালাল। গুণ্ডামী এর স্বভাব নয় সীমা! এ গরীব, তাই আমি চেষ্টা করবো, যাতে ওকে সুস্থ করে আমাদেরই চাকরীতে বহাল করা যায়।

সীমা। তবে দেখো, আবার যেন গুণ্ডামী না করে।

শিবু। করবো কেন? খেতে পেলে করবো কেন? ওই দেখ না, চাষী বেটারা খেতে পায়নি বলে ইংরেজদের সংগে লড়াই করছে! ভিখারীগুলো খেতে পায় না বলে"মায়ি—ভুখা হু'" বলে চেঁচিয়ে মরছে। আমিও খেতে না পেয়ে ছুটে এসেছিলুম এই রাজবাড়ীতে। এবার খেতে পাচ্ছি, আর কি গুণ্ডামি করতে পারি?

হীরালাল। তুই বাইরে যা।

শিবু। যাবো বৈকি, নিশ্চয় যাবো! বাইরের মানুষ কি ঘরে থাকতে পারি? তাহলে আমি ওই বারান্দায় বসে, ততক্ষণ একটা কবিতা মুখস্ত করে নিইগে।

হীরালাল। কবিতা!

শিবু। শুনবে? তবে শোন—

ওরে রাক্ষস।
রাক্ষসে ক্ষুধা মেটাতে তোর,
মানুষের রূপ ধরি।
প্রিয়ারে আমার নিয়েছিস কাড়ি
ভেঙে দিয়ে ঘর বাড়ী।
কান পেতে শোন জীর্ণ হাড়ের
মর্মরে বাজে ওই
প্রিয়া হারা এই শ্মশানের বুকে
চিতা তোর সাজাবোই।
হাঃ-হাঃ-হাঃ।   [প্রস্থান।

সীমা। মনে হয় লোকটা ব্যর্থ প্রেমিক।

হীরালাল। ওর মত ব্যর্থতা হয় তো আমার জীবনেও আসবে সীমা।

সীমা। অর্থাৎ?

হীরালাল। তুমি কি জান না সীমা? পাওনি কি আমার অন্তরের পরিচয়।

সীমা। পেয়েছি।

হীরালাল। পেয়েও এখনও নীরব!

সীমা। মনে করছি এইবার বাবাকে বলবো—

হীরালাল। তোমার আমার বিয়ের কথা?

সীমা। তার সংগে এও বলবো—

হীরালাল। কি? যত তাড়াতাড়ি হয়।

সীমা। হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি হয় তিনি যেন তোমাকে এ বাড়ী থেকে দূর করে দেন।

হীরালাল। সীমা!

সীমা। চুপ! মনে রেখো হীরালাল! সীমা হিন্দুর মেয়ে, মনে মনে একবার যাকে সে স্বামীত্বে বরণ করেছে, তাকে ছেড়ে আর কাউকে বিয়ে করতে পারে না।

হীরালাল। কিন্তু বিয়ে তো তোমাদের হয়নি।

সীমা। লৌকিক বিয়ে না হলেও, স্বামীজ্ঞানে আমি তাকে ভালবেসেছিলাম। সেই ভালবাসার পবিত্র স্মৃতিকে ম্লান করে দিয়ে, তোমার মত চাকরের গলায় মালা আমি কোনদিনই দেবো না।

[প্রস্থান।

হীরালাল। চাকর! আমি চাকর? এত স্পর্দ্ধা?

মিস্কিণ ফকিরের প্রবেশ।

মিস্কিণ। স্পর্দ্ধা নয় হীরালালবাবু, এ অভিমান।

হীরালাল। মিস্কিণ! আজ মনে হচ্ছে সীমাকে আমি কোনদিনই পাবো না।

মিস্কিণ। আমিও তো ঠিক এমনিই ভেবেছিলাম। তিতুমীরকে জীবন্ত ধরিয়ে দিতে কোনদিনই পারবো না, কিন্তু শেষে এমন মতলব এঁটেছি, এখন বাছাধন নিজে ধরা না দিয়ে পারবে না।

হীরালাল। তিতুমীর নিজে ধরা দেবে?

মিস্কিণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তবে আর বলছি কি? বুদ্ধি থাকলে সবই হয় হীরালালবাবু। আমার কথা শুনুন! আমি জানি জমিদারবাবু তার সমস্ত সম্পত্তি তার মেয়ের নামেই উইল করেছেন আগে থেকে

সেই উইলখানা সংগ্রহ করুন। তারপর সুযোগ বুঝে জমিদারবাবুকে খতম করে দিয়ে নিজে জমিদার হয়ে বসবেন। তখন দেখবেন ওই সীমা আপনার পয়জারের তলায় আপনি এসে লুটিয়ে পড়বে।

হীরালাল। আমাকে কোম্পানী জমিদার বলে স্বীকার করবে কেন?

মিস্কিন। নিশ্চয় করবে। কোম্পানী চায় শুধু টাকা, তাছাড়া তিতুমিঞাকে কবর দিতে আমরা যখন কোম্পানীকে সাহায্য করছি, তখন কোম্পানী আমাদের হাতের মুঠোয়।

হীরালাল। তা বটে, তুমি ঠিক বলেছো মিস্কিন। এই শেষ চেষ্টা, কিন্তু—

মিস্কিন। আবার কিন্তুর কি আছে?

হীরালাল। ভাবছি প্রভুহত্যা—

মিস্কিন। অত ধর্মজ্ঞান নিয়ে নসীব ফেরানো যাবে না হীরালাল-বাবু! আমিও তো কত কি করেছি।

হীরালাল। বেশ, তোমার কথাই আমি শুনবো মিস্কিন। নেমেছি যখন, ভাল করেই নীচে নামবো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, যে কোন উপায়েই হোক উইলখানা চাই-ই। তারজন্য যদি দরকার হয় আমি সীমাকে খুন করবো। কালী মুখুজ্যেরও রক্তে ডুব দেব। [illegible]হাঃ, বুঝিয়ে দেবো ওই আভিজাত্যগর্বী নারীকে, যে শক্তির জোরে—

কালী মুখুজ্যের প্রবেশ।

কালীপ্রসন্ন। অসম্ভবকে কখনও সম্ভব করা যায় না হীরালাল।

হীরালাল। কাকা!

কালীপ্রসন্ন। আমি শুনলাম, তুমি নাকি সীমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেছো?

হীরালাল। আপনার যদি অমত থাকে—

কালীপ্রসন্ন। সীমার অমতে আমি তাকে পাত্রস্থ করতে পারি না।

হীরালাল। তা আমি জানি।

কালীপ্রসন্ন। আর এও জেনে রেখো, আমি গোবরডাঙার জমিদার কালী মুখুজ্যে। চাকরের আবদার মেটাতে দরকার হলে একটা তালুক লিখে দিতে পারি, কিন্তু মেয়ে দিয়ে আমার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করতে পারি না।

মিছিপ। রাজা বাদশার উপযুক্ত কথাই বলেছেন জনাব।

হীরালাল। আমি শুধু আপনার চাকর নই কাকা!

কালীপ্রসন্ন। জানি বন্ধুপুত্র। তবু আমার চাকরী যখন কর।

হীরালাল। চাকরী করলেও আমি অনুপযুক্ত নই।

কালীপ্রসন্ন। পায়ের জুতো সোনার তৈরী হলেও, তাকে পায়েই মানায় হীরালাল, মাথায় কেউ তোলে না, আমিও তুলবো না। যাও অনাদিকে খুঁজে দেখ।

হীরালাল। অনাদি!

কালীপ্রসন্ন। হ্যাঁ অনাদি, আমার ভাগ্নে, সেদিন রাগের মাথায় তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি বলে, ভেবো না সে পথে পথে না খেয়ে ঘুরবে আর আমি রাজভোগ খেয়ে শান্তিতে ঘুমোবো। যেখানেই সে থাক, যেমন করে পারো তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কর।

হীরালাল। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য [স্বগতঃ] পায়ের জুতো? আচ্ছা—আমিও দেখবো; এই পায়ের জুতো তোমার মাথায় ওঠে কি না?

[প্রস্থান।

কালীপ্রসন্ন। তুমিই না মিছিপ ফকির?

মিস্কিণ। জী হ্যাঁ।

কালীপ্রসন্ন। এখানে কি উদ্দেশ্যে?

মিস্কিণ। আমি এসেছিলুম কর্ণেল সাহেবের হুকুমে।

দীনবন্ধু হাতীর প্রবেশ।

দীনবন্ধু। এসে গেছেন জমিদার বাবু! আমাদের সুবেদার সাহেব এসে গেছেন।

কালীপ্রসন্ন। আমার কাছে তার কি প্রয়োজন?

সুবেদার সিংহের প্রবেশ।

সুবেদার। প্রয়োজন না থাকলে আসবো কেন বলুন?

দীনবন্ধু। নিশ্চয়—নিশ্চয়, আপনি কোম্পানীর লোক, ঠাকুর দেবতারও ওপরে, আপনাদের পায়ের ধূলো পড়া তো ভাগ্যের কথা।

কালীপ্রসন্ন। সে সৌভাগ্যে তুমি ধন্য হলেও আমি নই দীনবন্ধু। আমি ইংরেজকে যেমন ঘৃণা করি, তার কর্মচারীদেরও তেমনি অবজ্ঞার চোখে দেখি।

মিস্কিণ। আপনি স্বীকার না করলেও, আমাদের সুবেদার সাহেব কিন্তু আপনার দোস্ত।

সুবেদার। চোপরাও বেওকুফ্! এমন বদ্‌মেজাজী লোকের সংগে দোস্তী সুবেদার সিং করে না। আমি ফিরেই যাচ্ছি।

দীনবন্ধু। এসে যখন পড়েছেন সাহেব! দয়া করে কাজের কথাটা—

কালীপ্রসন্ন। কাজের কথাতো তিতুমিঞার কবর খোঁড়া।

সুবেদার। কবর যাতে খুঁড়তে না হয়, সেই ব্যবস্থার জন্যেই এসেছিলাম।

কালীপ্রসন্ন। অর্থাৎ—

সুবেদার। তিতুমিঞার লেড়কাকে আমরা কয়েদ করে ইস্তাহার জারি করেছি, তিতুমিঞা স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে ধরা দিলে, তার লেড়কাকে 'আমরা ছেড়ে দেবো।

মিস্কিণ। ধরা তাকে দিতেই হবে।

সুবেদার। ধরা দেবার পর ভবিষ্যতে সে আর কোনদিন ইংরেজের বিপক্ষে বিদ্রোহ করবে না এই মর্মে মিঃ মুখার্জ্জী যদি তাকে বুঝিয়ে, তার কাছ থেকে একটা মুচ্‌লেকা লিখিয়ে নিতে পারেন, তাহলে আলেকজাণ্ডার সাহেবকে বলে এবারের মত তার জানটা বাঁচাতে পারি।

বংশীধরের প্রবেশ।

বংশী। তার জান তো বাঁচাবেন স্যার, কিন্তু এদিকে আপনার জান যে খাঁচাছাড়া হয়ে গেল।

সুবেদার। হোয়াট্?

বংশী। আর হোয়াট্, আপনার মিস্ ডলি—

সুবেদার। কোথায়?

বংশী। মনে হয় তিতুমিঞা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

মিস্কিণ। সে কি! সুবেদার সাহেবের বিবিকে—

দীনবন্ধু। বেটা চাষী ধরে নিয়ে গেল?

কালীপ্রসন্ন। এর পরও কি সুবেদার সাহেব মনে কর তিতুমিঞা ধরা দেবে?

সুবেদার। ওঃ, মাই গড্! আমার ডলি—

মিস্কিণ। আপনি স্থির হোন হুজুর! সত্যিই যদি তিতুমিঞা মিস্ ডলিকে চুরি করে থাকে, আমিই তাকে উদ্ধার করে আনবো।

দীনবন্ধু। তবে আর কি? আমাদের ফকির সাহেব যখন কথা দিচ্ছে—

সুবেদার। কথা দিলে কি হবে, তিতুমিঞা কি তাকে আস্ত রাখবে?

মিস্কিণ। মিস্কিণ ফকির জীন্দা থাকতে আপনার বেগমের গায়ে কাঁটার আঁচড় দিতে পারে, এমন হিম্মৎ কারও নেই। আমি এখনি চললুম হায়দারপুর, যেমন করে হোক মিস্ ডলিকে উদ্ধার করে নিয়েই, আমি হুজুরের কাছে এসে সেলাম জানাবো।

[প্রস্থান।

সুবেদার। হ্যালো—মিঃ মুখার্জী! আমার এই বিপদে আপনিও চুপ করে থাকবেন?

কালীপ্রসন্ন। না, আমি এখনি তিতুমিঞাকে—

বংশী। পাকড়াও করতে লোক পাঠাবেন?

কালীপ্রসন্ন। পাঠাবো, তবে তাকে পাকড়াও করতে নয়, কিছু পুরস্কার দিতে।

সুবেদার। বখশিস্? সে আমার বিবিকে চুরি করেছে, আমার হার্টটা জ্বলে যাচ্ছে।

কালীপ্রসন্ন। তার হার্টটাও তোমার চেয়ে বেশি জ্বলছে সুবেদার। কারণ মিস ডলি তোমার কুড়িয়ে পাওয়া সখের পায়রা, আর ছেলেটা তার বুকের রক্ত দিয়ে তৈরী, তার নয়নের মণি।

দীনবন্ধু। তা বলে সে সুবেদার সাহেবের বিবিকে চুরি করবে?

কালীপ্রসন্ন। করতো না, সুবেদার সাহেব যদি তার ছেলেটাকে চুরি করে চুরি বিদ্যেটা তাকে না শেখাতো।

সুবেদার। মিঃ মুখার্জী!

কালীপ্রসন্ন। পরের ঘর ভাঙতে গেলে নিজের ঘরও যে ভাঙে, সে কথাটা আগে বোঝা উচিত ছিল সুবেদার।

[প্রস্থান।

সুবেদার। সব বেইমান—সব বেইমান! কালা আদমীগুলো সব বেইমান। কারপরদার—

বংশী। স্যার—

সুবেদার। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো?

বংশী। না স্যার, আমি রাগছি।

দীনবন্ধু। দেখবেন স্যার বেশি রাগবেন না।

সুবেদার। ওঃ, মাই ডলি।

দীনবন্ধু। আর কাঁদবেন না সাহেব! আপনার ডলির কথায় আমার তৃতীয় পক্ষের বউ হেমাঙ্গিনীর কথা মনে পড়ছে।

সুবেদার। তোমার হেমাঙ্গিনী গোল্লায় যাক্।

দীনবন্ধু। গোল্লায় যাবে তুমি।

সুবেদার। খবরদার হাভী, আমি তোমাকে খুন করবো।

দীনবন্ধু। আমিও কি তোমাকে দয়া করে ছেড়ে দেবো।

[প্রস্থান।

বংশী। স্যার! বুকটা বড় জ্বালা করছে?

সুবেদার। নিয়ে এসো—নিয়ে এসো কারপরদার।

বংশী। কি স্যার? একটু তেল এনে বুকে মালিশ করবো?

সুবেদার। ষ্টুপিড্।

বংশী। মাথায় হাওয়া করবো?

সুবেদার। ননসেন্স—

বংশী। বুকে হাত বুলিয়ে দেবো?

সুবেদার। মিষ্টি লাগতো চুড়িওয়ালা হাত হ'লে।

বংশী। স্যার চুড়ি পরে আসবো?

সুবেদার। ড্যাম—ড্যাম। ওঃ, তিতুমিঞা—গ্রেট শয়তান! তুমি আমার মিস ডলিকে চুরি করেছো? তোমার লেড়কাকে আমি গুলি করে মারবো।

বংশী। গুলী?

সুবেদার। হ্যাঁ-হ্যাঁ গুলি, গুলি করে সেই কুত্তার বাচ্চাকে খুন করে, তার মাংস রেঁধে আমি পাঠাবো তিতুমিঞার কাছে। আর দেরী নয়। কুইক মার্চ—

[প্রস্থান।

বংশী। ইয়েস স্যার [প্রস্থানোদ্যত] না—ন', কুইক মার্চ নয়—কুইক টার্ণ। তিতুমীর! তুমি ধন্য। এক আঙুলের বদলে দুই আঙুল দেখিয়েছো, চমৎকার।

সুবেদার। [নেপথ্যে] কারপরদার—

বংশী। ইয়েস স্যার।

সুবেদার। কুইক মার্চ।

বংশী। গোয়িং স্যার! কুইচ মার্চ—সাবাস তিতুমীর! এক আঙুলের বদলে দুই আঙুল। লেফ্‌ট রাইট্—লেফ্‌ট রাইট—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জেলখানা।

বাদশার প্রবেশ।

বাদশা। ফুলজান বিবি আমাকে বাঁশের কেল্লা দেখবার নাম করে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিলে! ওঃ, আর যে আমি এখানে থাকতে পারছি না। কবে এরা আমাকে ছেড়ে দেবে। কবে বিশুদাদাকে দেখতে পাবো? কবে বাপজানের কাছে ফিরে যাবো?

খাবার লইয়া খাজা খাঁর প্রবেশ।

খাজা। বাদশা—

বাদশা। খাজা চাচা? আবার কেন এসেছো?

খাজা। খানাটুকু খেয়ে নাও।

বাদশা। না, আমি কিছু খাব না।

খাজা। তা বললে কি চলে? না খেলে কতদিন বাঁচবে?

বাদশা। তুমি জান না? আমার পোষা টুনটুনি পাখীটা হয়তো আমার জন্যে না খেয়ে শুকিয়ে মরে গেছে। আমার বিশুদাদু হয়তো আমার জন্য পাগল হয়ে, পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে, আমার বাপজানও তাই। তোমার দুটি পায়ে ধরি আমাকে ছেড়ে দাও।

খাজা। ছেড়ে দেবার অধিকার আমার নেইরে।

বাদশা। তবে যাও। আর তুমি আমার কাছে এসো না।

খাজা। রাগ করিস না বাদশা! আমার হুজুরাইন গিয়েছে তোর বাপের কাছে, যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে।

বাদশা। হবে? আবার আমি বাইরের আলো দেখতে পাবো? আবার আমার বিশুদাদু—বাপজান—ফুফু, সকলের কাছে যেতে পাবো? আচ্ছা তবে দাও খাচ্ছি। [খাবার খাইল]

খাজা। আমি এখন আসি?

বাদশা। আমার বড় ভয় করে। তুমি একটু আমার কাছে থাক না।

খাজা। হুকুম নেই বাপজান! তুই যে বৃটিশের দুষমণের ছেলে।

বাদশা। কিন্তু আমি যে একা থাকতে পারি না। ওই বড় বড় লোহার গারদগুলো যেন আমাকে ভয় দেখায়। এখানকার গুমোট অন্ধকার যেন আমার কানে কানে বলে, আমি আর কখনও বাইরে যেতে পাবো না।

খাজা। বাদশা!

বাদশা। সত্যি সত্যি এরা আমাকে ছেড়ে দেবে তো? মেরে ফেলবে না?

খাজা। খোদা! এই শিশু কয়েদীর বুকের কান্নাটুকু তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না মেহেরবান! বিদেশী দুষমণদের কারার জমাট অন্ধকারে এই কচি গোলাপটুকু অকালে শুকিয়ে ঝরে যাবে? ওগো দীন দুনিয়ার মালেক! আমার জীবনের বদলেও তুমি এই হতভাগ্যকে বাঁচতে দাও—বাঁচতে দাও! [প্রস্থানোদ্যত]

বাদশা। খাজা চাচা! কিছু বললে না?

খাজা। আমার কিছু বলার নেই বাপজান! খোদাকে ডাক—খোদাকে ডাক। [প্রস্থান।

বাদশা। খোদা! না আর তাকে ডাকবো না। কত তো ডেকেছি। কই সে আমাকে বাইরে নিয়ে গেল? বিশুদাদুকে বলেছিলুম একটা

বাঁশী কিনে আনতে, হয়তো এনেছে। দুষ্টু মনসুরটা সেটা নিয়ে নিয়েছে। আমি আর কি করবো, এত কাঁদছি তবু তো কেউ ছেড়ে দিচ্ছে না?

অগ্রে সুবেদার সিং ও পশ্চাতে বংশীধরের প্রবেশ।

বংশী। আমার একটা কথা স্যার?

সুবেদার। না-না, তোমার কোন কথা আমি শুনবো না, যে আমার ভগিকে চুরি করেছে, আমি তাকে—

বাদশা। আমাকে মেরো না—আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাদের দুটি পায়ে ধরি।

সুবেদার। ছেড়ে দেবো, বলিস কিরে বিচ্ছু শয়তান! কে আছিস [জনৈক কনেষ্টবলের প্রবেশ] যা, একে নিয়ে যা—

বাদশা। কোথায় নিয়ে যাবে? বাইরে? সত্যি তাহলে তোমরা আমাকে ছেড়ে দেবে?

সুবেদার। হ্যাঁ দেবো। হয়কত সিং—কোর্ট মারসেল—

বংশী। স্যার! এ বাচ্চা, এর কি দোষ?

সুবেদার। দোষ ওর না থাকলেও ওর বাপের দোষের প্রায়শ্চিত্তটা ওকেই করতে হবে, যাও—নিয়ে যাও।

বাদশা। চল, তোমরা খুব ভাল—খুব ভাল। এরা কেউ ছেড়ে দেয়নি, তোমরা আমাকে ছেড়ে দিলে, তোমরা খুব ভাল। ফুফু—আমি যাচ্ছি, বিওদাদু—আমি যাচ্ছি, বাপজান—আমি যাচ্ছি—

[কনেষ্টবল সহ প্রস্থান।

বংশী। কি করলেন স্যার! একটা মেয়েছেলের জন্তে এমন একটা নিষ্পাপ শিশুকে আপনি গুলী করে মারতে হুকুম দিলেন? ওঃ ভগবান! এরপরও আমরা সভ্য মানুষ বলে গর্ব করি?

সুবেদার। কারপরদার—

বংশী। আমিও বলে রাখছি স্যার। মুক্তির আনন্দে অধীর হয়ে যে বেরিয়ে গেল। উদ্যত বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে সে যখন জানবে, তাকে মুক্ত দেওয়ার কথা মিথ্যা, তখন তার সেই শিশু মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যে দীর্ঘশ্বাসের আগুন বেরিয়ে আসবে সেই আগুনে আপনাকেও পুড়ে ছাই হতে হবে। [প্রস্থান।

সুবেদার। আগুন লাগতে আর দেরী নেই। ডলিকে হারিয়ে আমার দেহের শিরায় শিরায় আগুন ধরেছে।

বিশু। [নেপথ্যে] বাদশা দাদাভাই—

সুবেদার। কে! জেলখানার মধ্যে কে ডাকে?

উন্মাদের ন্যায় বিশু মোড়লের প্রবেশ।

[তাহার গামছায় বাঁধা ছিল কিছু খাবার, ট্যাঁকে বাদশার জন্য কেনা বাঁশীটা]

বিশু। আমার বাদশাকে দেখেছো বাবু? কোথায়? কোন ঘরে তাকে আটকে রেখেছো? দয়া করে আমাকে একটু দেখিয়ে দেবে?

সুবেদার। কি করে এলি এখানে?

বিশু। আমি ওই ফটকের কাছে দাঁড়িয়েছিলুম। একটু আগে একজন বাবু গেল, সেই আমাকে দয়া করে এখানে পাঠিয়ে দিলো,

সুবেদার। তুই বাদশার কে?

বিশু। আমি তার কেউ নই, তবে নাতির মত ভালবাসি কিনা।

সুবেদার। বাদশার সঙ্গে দেখা হবে না।

বিশু। হবে না! এত কাছে এসেও দেখতে পাবো না?

সুবেদার। তিতুমিঞাকে বলিস, আমার বিবি মিস ডলিকে যদি

সে ছেড়ে না দেয়, বাদশা তো বাদশা, আমি তাকে জ্যান্ত কবর দেবো।

রুস্তম খাঁর প্রবেশ।

রুস্তম। বাদশাকে ছেড়ে না দিলে, মিস ডলিকেও তিতুমিঞা জ্যান্ত কবর দেবে।

সুবেদার। তুই আবার কে?

রুস্তম। তিতুমিঞার সাকরেদ।

সুবেদার। হরকত সিং—

রুস্তম। হরতক সিংকে ডেকে তুমি হয়তো আমার মাথা নিতে পারবে, কিন্তু তোমার বিবিকে বাঁচাতে পারবে না। যদি তোমার বিবিকে ফিরে পেতে চাও, বাদশাকে ছেড়ে দাও।

বিশু। আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি বাবু, বাদশাকে দাও, আমি নিজে তোমার বিবিকে তোমার হাতে এনে পৌঁছে দেবো।

সুবেদার। তোদের কথা আমি বিশ্বাস করি না। বাদশাকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি, তবে তোদের একজনকে এখানে জামিন থাকতে হবে।

রুস্তম। বহুৎ আচ্ছা, আমিই থাকবো।

সুবেদার। ঠিক আছে অপেক্ষা কর, বাদশাকে নিয়ে আসছি। তোদের ভাগ্য জোর, আর একটু দেরী হলে হয়তো বাদশাকে বাঁচাতে পারতিস্ না [প্রস্থান।

বিশু। দেখলে তো, বাদশাকে পেলাম কিনা? হাজার হোক পীরের দরগায় সিন্নি মানত করেছি, বুড়ো শিবতলায় স-পাঁচ আনার পূজো দেবো বলেছি, সেকি বৃথা হতে পারে?

রুস্তম। তুমিই মানুষ বিশুদাদু! হিন্দু হয়ে মুসলমানকে আপন করে নিতে আর কাউকেও দেখিনি।

বিশু। আরে ভাই, আমরা গাঁয়ের মানুষ, অত জাতধর্ম বুঝি না। আমরা জানি হিন্দু হই আর মুসলমান হই আমরা সবাই এক।

রুস্তম। বাদশাকে পেলে তিতুমিঞাও বিবিকে ছেড়ে দেবে?

বিশু। নিশ্চয় দেবে, না দিলে শুনবে কে? এই দেখ, ছেলেটার জন্যে এক পয়সার মুড়ি কিনে এনেছি, আবার বাঁশীটাও এনেছি।

রুস্তম। বিবিকে বাঁচাতে বাদশাকে ছাড়তেই হবে।

বিশু। হবে—হবে, বাঁশীটা পেলে শালা আমার কত আনন্দ যে করবে, তার ওপর আবার মুড়ি-মুড়কি। হেঃ-হেঃ-হেঃ, আচ্ছা রুস্তম ভায়া! সে আমাদের দেখে প্রথমে একটু অবাক হয়ে যাবে, কি বল? ওই যেন কারা আসছে, হ্যাঁ—পায়ের শব্দ পাচ্ছি, আসছে আমার বাদশা ভাই।

বাদশার মৃতদেহ কোলে লইয়া খাজা খাঁ ও

জনৈক কনেষ্টবলের প্রবেশ।

রুস্তম। একি! কে?

খাজা। বাদশা।

বিশু। বাদশ—বাদশা দাদাভাই—

পুনঃ সুবেদার সিংএর প্রবেশ।

সুবেদার। দুর্ভাগ্য। আমি যাওয়ার আগেই, বাদশাকে গুলী করা হয়ে গেছে!

বিশু। ওঃ—দাদাভাই—[হাত হইতে বাঁশিটা পড়িয়া গেল, নিজেও টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল]

রুস্তম। সুবেদার—বেইমান—[সুবেদারের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত]

সুবেদার। [পিস্তল তুলিয়া] হ্যাণ্ডস্ আপ্। হরকত সিং, গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাও। আমার বিবিকে না পেলে, একেও খতম করা হবে। [কনেষ্টবল রুস্তমকে গ্রেপ্তার করিল]

রুস্তম। আমাকে খতম করলেও বিবিকে আর পেতে হবে না শয়তান! বাদশাকে মেরে পাগলা তিতুর মাথায় তোরা যে খুন চাপিয়ে দিলি, সেই খুনের বদলা দিতে হবে তোরই বিবিকে! দাদু! আমি নিজের জন্য ভাবি না, বাদশাকে বাঁচাতে পারলাম না এ আফশোষ মৃত্যুর পরেও থাকবে।

বিশু। রুস্তম!

রুস্তম। তবু তিতুকে বলো, কোম্পানী স্বার্থের বুনিয়াদ কায়েম করতে, একরত্তি শিশুর রক্তে যে ধুয়ে দিলে বাঙলার মাটি, সেই নররাক্ষস সুবেদারকে সে যেন মাফ না করে—মাফ না করে।

[কনেষ্টবলসহ প্রস্থান।

বিশু। বাদশা! ওরে—আমি যে তোর বাঁশী এনেছি। কত ক্ষিদে পেয়েছিল, মুখের পান্তা ফেলে চলে এসেছিলি। একবার কথা "ক" দাদাভাই, একবার চেয়ে দেখ, ওরে—আমি তোর বিশুদাদু—

সুবেদার। যাও, এইবার ডেডবডি আমরা লাসঘরে পাঠিয়ে দেবো।

বিশু। না-না, লাসঘরে নিয়ে যেতে দেবো না। আমার বাদশা দাদাভাইয়ের দেহ আমি বুকে করে নিয়ে যাবো হায়দারপুর।

সুবেদার। আইন নেই।

খাজা। বাচ্চা ছেলেকে খুন করার আইনও তো নেই জনাব।

সুবেদার। খাজা—

খাজা। জ্যান্ত দেহটা তো দেননি, মরা দেহটা দিতে আপত্তি কি?

সুবেদার। বেশ, নিয়ে যাও—

বিশু। [বাদশাকে লইয়া] বাদশা, আর কি সাড়া দেবে না? দাদাভাই আমার ঘুমিয়ে পড়েছে! হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমার ওপর রাগ করে ঘুমিয়ে পড়েছে, না-না, জাগাবো না, জাগাইলে কাঁদবে, বায়না ধরবে। তিতু—তুমি ভেবো না আমি যাচ্ছি, তোমার বাদশাকে নিয়ে যাচ্ছি, বাদশা—ওরে আমার দাদাভাই— [প্রস্থান।

খাজা। জনাব!

সুবেদার। ওকি! তুইও কাঁদছিস?

খাজা। না জনাব, হাসছি, বৃটিশ শাসকদের গোলামীর ঋণ শোধ করতে, জাত ভাইয়ের খুনে হাত রাঙালুম—হাসবো না? আপনিও হাসুন, তবে এ হাসির ফোয়ারা আর বেশীদিন নয় জনাব—বেশীদিন নয়। [প্রস্থান।

সুবেদার। তা আমি জানি, এতদিন যা করেছি—করেছি, আজ এই শিশুর রক্তের আয়নায় যেন নিজেকে দেখে আমি চমকে উঠছি। ওঃ—এটা কি, বাঁশী? একি! এই বাঁশীর মধ্যে থেকে যেন হাজার হাজার বাদশা আমাকে ব্যঙ্গ করে বলছে—"ইংরেজের গোলাম হুঁশিয়ার"। না-না, শুলিকে চাই না—আমাকেও চাইনে, তিতুমীর তুমি শুলির সঙ্গে আমাকে মুছে দাও দুনিয়ার বুক থেকে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বাঁশের কেল্লার সম্মুখ।

মিস্কিণ ফকিরের প্রবেশ।

মিস্কিণ। বাঁশের কেল্লা তৈরী করে যে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে চায়, সে একটা পাগল ছাড়া আর কি? কিন্তু পাগল হলেও তিতু বোকা নয়। এত চেষ্টা করেও তাকে হিন্দুদের উপর ক্ষেপিয়ে তুলতে পারছি না! আগে থেকে হিন্দুগুলোকে খতম করতে না পারলে, তিতুকে কবরে পাঠিয়ে, আরামে হায়দারপুরে জমিদারী ভোগ করা আমার নসীবে হবে না। ওই কাফেরগুলোই তখন তিতুর হয়ে আমাকে কবর দেবে।

ফুলজান বিবির প্রবেশ।

ফুলজান। কার কবর খুঁড়ছো মিঞা?

মিস্কিণ। কবর নয় ফুলজান বিবি! ভাবছি তিতুমিঞার কথা।

ফুলজান। বাদশার কথা ভাববার অবসর নেই বুঝি?

মিস্কিণ। সে তো আরামেই আছে।

ফুলজান। কোথায়? তোমার বাড়ীতে?

মিস্কিণ। না, ইংরেজের কুঠিতে।

ফুলজান। ও-মা, থাকার কথা ছিল কিন্তু তোমার বাড়ীতে।

মিস্কিণ। তার জন্য চিন্তা কি?

ফুলজান। কবে আসবে সে?

মিস্কিণ। তিতুমিঞাকে হিন্দুদের উপর ক্ষেপিয়ে তুলতে পারলেই—

ফুলজান। তিতু হিন্দুদের ওপর ক্ষেপবে না।

মিস্কিণ। তাহলে বাদশা—

ফুলজান। আসবে না? বটে, আমিও রাম-দা তৈরী করে রেখেছি।

মিস্কিণ। রাম-দা কি হবে!

ফুলজান। আদর করে তোমার গর্দানে তার ধারটা পরীক্ষা করবো।

মিস্কিণ। ফুলজান বিবি!

ফুলজান। বাদশা—বাদশা। যেখান থেকে—যেমন করে—যে কোন উপায়েই হোক তাকে ফিরিয়ে আনা চাই। নইলে তোমার কথায় বাদশাকে দুষমণের হাতে তুলে দিয়ে যে ভুল করেছি, সে ভুল শোধরাবো তোমার মাথাটা জবাই করে।

মিস্কিণ। রুস্তম তাকে আনতে গেছে।

ফুলজান। যদি না আসে তোমারও দুনিয়ার মেয়াদ শেষ হবে আমার হাতে। [প্রস্থান।

মিস্কিণ। ফুলজান বিবির মধ্যে যেন একটা ভাবান্তর দেখছি। মাগী যদি তিতুমিঞার কাছে সব কথা প্রকাশ করে দেয়! চিন্তা কি? কোম্পানী তো আছে, তার আগে যেমন করে হোক ভলিকে উদ্ধার করে সুবেদারকে খুশী করতেই হবে।

তিতুমীরের প্রবেশ।

তিতুমীর। আলবাৎ হবে। বাদশা ফিরে আসার জন্যে হিন্দুরা ডাকছে ভগবানকে, মোল্লারা ডাকছে খোদাকে, মেহনত যখন সকলেই করছে খুশী আমি সকলকেই করবো।

মিস্কিন। তবে কি জানো বেটা! তামাম বাঙলার বাদশা হয়ে, একটা জেনানাকে আটক রাখা কিন্তু তোমার ভাল দেখায় না।

তিতুমীর। ইংরেজরা তামাম হিন্দুস্থানের সরকার হয়ে আমার লেড়কাকেই বা আটকে রাখলে কি করে?

মিস্কিন। তোমার লেড়কাকে তারা ছেড়ে দেবে।

তিতুমীর। দেবে এখন গুঁতোয় পড়ে।

মিস্কিন। তিতু, বেটা—

তিতুমীর। তুমি ভেবো না ফকির সাহেব। সুবেদারের বিবিকে আমি মায়ের মতই যত্ন করে রেখেছি, বাদশা এলেই আমি তাকে তোমার সংগে সুবেদারের কুঠিতে পাঠিয়ে দেব।

মিস্কিন। কিন্তু—

তিতুমীর। আবার কিন্তু কেন? বাদশা আসছে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে আসছে, না হলে কুত্তমের এত দেরী হবে কেন? সে তাকে নিয়েই আসছে। সংগে বিশুদাদুও আছে, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তিনজন হন্-হন্ করে ফিরে আসছে।

বাদশার মৃতদেহ লইয়া বিশু মোড়লের প্রবেশ।

বিশু। বাদশা দাদাভাই—

তিতুমীর। বিশুদাদু! ও—কে!

বিশু। বাদশা, তোমার বাদশা! চিনতে পারছো না? ক'দিন আমাদের দেখতে না পেয়ে, অভিমানে ঘুমিয়ে পড়েছে। কত ডেকেছি, সাড়া পাইনি! তুমি একবার ডেকে দেখতো!

তিতুমীর। বাদশা—একি! এযে রক্তমাখা দেহ! ওঃ—খোদা! একি করলে মেহেরবান! আমার বাদশা—

গীতকণ্ঠে সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ।—

গীত।

চলে গেছে সে যে দূর হতে দূরে, ঘনঘোর তমসায়।
রেখে গেছে শুধু, শহীদের স্মৃতি আর কিছু নাহি হায়।

তিতুমীর। নেই, আমার বাদশা হারিয়ে গেছে? আর সে আমাকে বাপজান বলে ডাকবে না?

সদানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

নিঝুম রাতের নীরব আকাশে,
কাঁদিয়া কহিছে বাতাসে বাতাসে।
খুনে মোর বাছা ভিজায়েছে মাটী, কোরো না গো ক্ষমা তায়।

তিতুমীর। সদানন্দ চাচা! সুবেদার আমার বাদশাকে গুলী করে মারলে? এতটুকু একটা ছেলে, তাও তাদের সইলো না

সদানন্দ। ওই শোন—ওই শোন তিতু! আমার রতনের সংগে তোর বাদশাও কেঁদে কেঁদে বলছে, খুন দাও—খুন দাও।

[প্রস্থান।

মিস্কিন। অসহ্য—অসহ্য তিতুমীর, এ দৃশ্য আমি দেখতে পারছি না।

তিতুমীর। দাদু! বাদশাকে আমার কোলে দাও। ওর মায়ের কবরের পাশেই—[বাদশাকে কোলে তুলিয়া লইল]

বিশু। না—না, আমার বাদশা দাদাভাইকে দেব না। আমি একে বুকে নিয়ে সকলের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াবো।

মিস্কিন। মুসলমানের মৃতদেহ হিন্দুকে স্পর্শ করতে দিও না। ওকে তুমিই—

বিশু। দেবে না? আমার বাদশা দাদাভাইকে—

তিতুমীর। ওর মা ওকে তোমার হাতেই তুলে দিয়েছিল দাদু। তাই আজ আমি তার সে দান ফিরিয়ে নেবো না। [বাদশাকে বিশু মোড়লের কোলেই ফিরাইয়া দিল] তুমি ওকে চিরদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখো।

বিশু। কেড়ে নিলেও আমি দেব না। ওকে মানুষ করে, ওর সাদী দিয়ে, আমি আবার ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো তোমার কাছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেই ভাল, আজ নিয়ে যাই—কেমন? হ্যাঁ, আজ নিয়ে যাই। বাদশা! দাদাভাই—সাড়া দে—সাড়া দে—

[বাদশা সহ প্রস্থান।

তিতুমীর। ওঃ—বুকটা এমন জ্বালা করছে কেন? চোখ দুটো এমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে কেন? দুনিয়াটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। না-না, তিতুমীরের বুক পাথর দিয়ে গড়া। সুবেদার আমার কলিজায় আগুন ধরিয়েছে, সেই আগুনে—

ডলির প্রবেশ।

ডলি। তুমি আমাকেই পুড়িয়ে ছাই করে দাও তিতুমীর।

মিস্কিন। নারীহত্যা!

ডলি। শিশুহত্যা যারা করে, তাদের নারীগুলোকে হত্যা করলে পাপের চেয়ে পুণ্যই হয়।

মিস্কিন। তা অবশ্য ঠিকই। সবই খোদার মর্জি, তিতু! যে তোমার বাদশাকে খুন করেছে, তার বিবির খুনেই তুমি তার প্রতিশোধ নাও। তবে ওই সংগে হিন্দুদের বেইমানির প্রতিশোধ নিতে ভুলো না বেটা।

ডলি। হিন্দুরা বেইমান!

মিস্কিন। তাদের উপর মেহেরবাণী করে তিতুমিঞা যে ভুল করেছে, আজ তার মাশুল দিয়ে গেল তারই বাদশা।

[প্রস্থান।

তিতুমীর। ঠিক—ঠিক, হিন্দুদের ওপর মেহেরবাণী করার জন্তই হারিয়ে গেল আমার বাদশা। না—না, আমি আর কারও ওপর মেহেরবাণী করবো না। ইংরেজকেও না—হিন্দুদেরও না—স্থবেদারের বিবিকেও না।

ডলি। স্থবেদারের বিবিও তোমার মেহেরবাণী চায় না তিতুমীর! যে শয়তান একরত্তি দুধের ছেলেকে গুলী করে মেরেছে, সেই বর্বরের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতেও আমার ঘৃণা হয়। তুমি আমাকে হত্যা কর, আর যদি পারো আমার মাথাটা কেটে তার কাছে পাঠিয়ে দিও।

তিতুমীর। তাই দেব। ওই আশমান থেকে বাদশা বলছে বদ্‌লা নিতে। আমি বদ্‌লা নেব—খুনকা বদ্‌লা খুন।

পিয়ারার প্রবেশ।

পিয়ারা। কাকে খুন করবে ভাইজান! মেমসাবকে?

তিতুমীর। ওর খসম আমার বাদশাকে খুন করেছে।

পিয়ারা। তুমি ওকে মাফ করে সেই বেইমানকে বুঝিয়ে দাও, মুখ্য চাষী হলেও তুমি মানুষ।

ডলি। জানোয়ারের কাছে মনুষ্যত্বের মূল্য নেই বহিন। তারা যেমন কুকুর তেমনি মুগুরই দিতে হয়।

পিয়ারা। মুগুরটা তাদের মাথাতেই মারবো মেমসাব। কিন্তু আপনি মেয়েছেলে—

তিতুমীর। ওসব মেয়েছেলে-ফেয়েছেলে আমি মানিনে।

পিয়ারা। কথা রাখো ভাইজান!

তিতুমীর। রাগলে তিতু বাপকেও খাতির করে না জানিস? আমার মাথায় রক্ত টগবগ করে ফুটছে, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে, যা—যা, তুই নিজে মেমসাবকে নিয়ে গিয়ে সুবেদারের কুঠিতে পৌঁছে দিয়ে আয়।

ডলি। এতবড় অপরাধের পরও তুমি আমাকে মুক্তি দেবে?

তিতুমীর। ভদ্দরলোক হলে হয়তো দিতুম না। আমি যে মুখ্যু চাষী।

ডলি। আমার স্বামী তোমার ছেলেকে খুন করেছে।

তিতুমীর। তোমাকে খুন করলে সে তো ফিরে আসবে না।

ডলি। তিতুমীর তুমি কি মানুষ?

তিতুমীর। না মেমসাব! এই ঘুণধরা দুনিয়ার আস্তাকুড়ে আমি একটা জঞ্জাল।

ডলি। এই ঘুণধরা দুনিয়ার সৌন্দর্য্য যদি কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে, সে তোমাদের মত আঁস্তাকুড়ের মানুষই ফিরিয়ে আনবে ভাই।

পিয়ারা। আসুন মেমসাব!

ডলি। আমি কোথাও যাবো না পিয়ারা, এতদিন রঙ মেখে সঙ সাজা ভদ্দর লোকদের আস্তানায় থেকে যে আলোর আস্বাদ পাইনি, এই পচা পল্লীর আঁস্তাকুড়ে আজ সে মণির সন্ধান পেয়েছি। তাই বাঙলা মায়ের ঋণ শোধ করতে, এই মুসলমান ভাইএর পাশে দাঁড়িয়ে, এই খ্রীশ্চান বহিনও করে যাবে কোম্পানীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম।

[প্রস্থান।

তিতুমীর। পিয়ারা! ওরে আমার বাঙলার রক্ত দেওয়া বৃথা হবে

না। ফৌজ নিয়ে আমি এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বো কোম্পানীর কুঠিতে। তুই রুস্তমকে ডাক।

খাজা খাঁর প্রবেশ।

খাজা। রুস্তম আর আসবে না।

পিয়ারা। রুস্তম—

খাজা। কোম্পানীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে। আজই ভোর পাঁচটায় তার ফাঁসী হবে!

পিয়ারা। [অস্ফুট আর্তনাদ]

তিতুমীর। রুস্তম গ্রেপ্তার! তার ফাঁসী হবে? বাদশা নিভিয়ে দিয়ে গেল চোখের আলো! রুস্তম ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে আমার বুকের পাঁজর। ওঃ—রাক্ষসী বাঙলা মা! না-না আর তোকে মা বলে ডাকবো না। নবাব সিরাজদ্দৌলার রক্ত নিয়েছিস পলাশীর মাঠে, তিতুমীরেরও রক্তে খাবি বাঁশের কেল্লাতে। দেখবো শয়তানী, ছেলের রক্ত খেয়ে কত হাসতে পারিস। তবে আমিও এমনি ছাড়বো না। আগে জমিদার কালী মুখুজ্জেকে দেখে নেবো, তারপর স্থবেদার সিংএর মাথা নেবো।

খাজা। সে চেষ্টা পরে কর। এখন রুস্তম—

পিয়ারা। কিছু বলেছে?

খাজা। মৃত্যুর আগে সে পিয়ারাকে দেখতে চেয়েছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজাণ্ডার সাহেবের হুকুমে, তাই আমি পিয়ারাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

তিতুমীর। পিয়ারাকে দেখতে চেয়েছে? চাইবে সে আমি জানি, রুস্তম যে পিয়ারাকে ভালবাসতো? কিন্তু পিয়ারাকে তুমি নিয়ে যাবে?

খাজা। আমি পিয়ারার জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলাম তিতুমীর। পিয়ারা শুধু তোমার বহিন নয়, আমারও বহিন।

[প্রস্থান।

তিতুমীর। পিয়ারা—

পিয়ারা। যাবো ভাইজান! বাদশা হারিয়ে গেল, শেষ দেখা হলো না। আবার রুস্তমও যেতে বসেছে, তার সংগে—

তিতুমীর। শেষ দেখা হলে বলিস, তিতুমীর তাদের দুষমণকে কোনদিনই মাফ করবে না।

পিয়ারা। আরও বলবো ভাইজান! ফাঁসীর দড়ি গলায় পরে জীবনের শেষ মুহূর্তে সে যেন খোদাতালাকে বলে, ওগো মেহেরবান! তোমারই সৃষ্ট দুনিয়ায় যারা মানুষ হয়ে মানুষের হাড় চিবিয়ে খায়। মানুষের বাঁচার দাবী কেড়ে নিয়ে নিজেরা সুখে বাঁচতে চায়, সেই মানুষবেশী জানোয়ারগুলোকে তুমি মাফ ক'র না মেহেরবান—মাফ ক'র না। [প্রস্থান।

তিতুমীর। মানুষের দুষমনকে খোদাতালা ছেড়ে দিলেও, তিতুমীর ছাড়বে না।

মুসলমানের ছদ্মবেশে অনাদির প্রবেশ।

অনাদি। তিতুমীর! যুদ্ধের জন্ম তৈরী হও।

তিতুমীর। তুমি কে?

অনাদি। নাম আবদার রহিম। আমি এইমাত্র শুনে আসছি, তোমাকে শায়েস্তা করতে কোলকাতা থেকে পঞ্চাশখানা কামান নিয়ে পাঁচশো গোরাপল্টন মার্চ করে এগিয়ে আসছে।

তিতুমীর। আসুক, আমি তাদের সংগে লড়বো।

অনাদি। গোটাকয়েক গাদা বন্দুক আর গাছকতক লাঠি নিয়ে, তাদের সংগে তুমি লড়তে পারবে না তিতুমীর।

তিতুমীর। আমার কেল্লা আছে।

অনাদি। ইংরেজের একটা গোলার ঘায়ে তোমার বাঁশের কেল্লা চূর্ণ হয়ে যাবে। কোম্পানীর সংগে লড়তে গেলে চাই কামান।

তিতুমীর। কামান!

অনাদি। সে কামান তৈরী করতে যত অর্থের প্রয়োজন হয়, আমি তোমাকে দেব। তুমি আজকের রাতের জন্য মাত্র পঞ্চাশ-জন লেঠেল আমাকে দাও।

তিতুমীর। লেঠেল কি করবে?

অনাদি। জানতে চেওনা দোস্ত! তোমার যা টাকার প্রয়োজন আমি দেব।

তিতুমীর। কিন্তু আমার জন্যে—

অনাদি। তোমার জন্য নয় দোস্ত! ইংরেজের চিবিয়ে খাওয়া এই বাঙলার কংকালে আবার নতুন প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে, আমি দিগভ্রান্ত হয়ে ছুটে এসেছি তোমার কাছে। তোমার এই জাগরণের রুদ্রবীণাকে ভৈরব হুংকারে বাজিয়ে, ওই সাগরপারের শ্বেত মর্কটদের সংগে এদেশের বিভীষণদের রক্তে যদি ধুয়ে দিতে পারি বাঙলা মায়ের পরাধীনতার কালি। তবেই জানবো এ জীবন সার্থক।

তিতুমীর। তবে এসো দোস্ত। দু'জনে আগুনের গোলা হয়ে ফেটে পড়ি কোম্পানীর কুঠিতে। জান কবুল করেও লড়াই করে দুষমণদের কবরের উপর দাঁড়িয়ে, বাপের বেটার মত উড়িয়ে দিই মেহনতী মানুষের রক্তে রাঙা স্বাধীন পতাকা।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অংক।

প্রথম দৃশ্য।

কারাগারের সম্মুখ।

অগ্রে দীনবন্ধু হাতী ও পশ্চাতে সুবেদার সিংএর প্রবেশ।

দীনবন্ধু। বিচার করুন সুবেদার সাহেব—বিচার করুন।

সুবেদার। কিসের বিচার?

দীনবন্ধু। এতক্ষণ তবে শুনলেন কি মশায়?

সুবেদার। শুনিনি তো, তুমি বলেছো আমি ঘুমিয়েছি।

দীনবন্ধু। এ্যাঁ—ঘুমিয়েছেন? তা মশাই কি আজকাল বড় তামাক চালাচ্ছেন? না কালোমাণিকের প্রেমে পড়েছেন? তাই যখন তখন অমনি ঘুমিয়েই আছেন?

সুবেদার। আঃ—আসল কথাটা কি?

দীনবন্ধু। কথা আমার গুষ্টির পিণ্ডি। সন্ধ্যের পর আমার বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে গেল।

সুবেদার। ডাকাত! কারপরদার! আমার পিস্তল,—

দীনবন্ধু। হেঁ—হেঁ, আমি ডাকাত নই মশাই, দয়া করে আমার ওপর আর পিস্তলের গুলিটা খরচ করবেন না।

সুবেদার। ও—তবে? কোথায় ডাকাতি হলো?

দীনবন্ধু। আমার বাড়ীতে কিছু কি আর রেখেছে সাহেব? নগদ দু' হাজার টাকা—হায় রে হায়, কত কষ্টে নিজে একমুঠো চানা খেয়ে পয়সা করেছিলুম।

সুবেদার। তুমি দিলে কেন?

দীনবন্ধু। দিলুম কি আর সাধে? গুঁতোয় পড়ে, সামনে পিছনে দুগাছা বন্দুক দেখলে, আপনিও আমার মত বেসামাল হয়ে যেতেন মশাই।

সুবেদার। কে নিলে তোমার টাকা? কার এত সাহস?

দীনবন্ধু। এ সেই তিতুমিরেরই দল।

সুবেদার। তিতুমিঞার দল তোমার দু'হাজার টাকা লুঠ করেছে?

দীনবন্ধু। তিন দিনের মধ্যে আরও পাঁচ হাজার টাকা না দিলে, আমার মাথাটাও নেবে বলেছে।

সুবেদার। মাথা! তোমার মাথা?

দীনবন্ধু। বেলের মত এই শ্রী মাথাটি বাঁচানোর জন্যেই তো আপনার পায়ে বিট্টু তেল মালিশ করতে এসেছি, দোহাই হুজুর, আপনার জন্যে অনেক কিছু করেছি, দয়া করে এখন এই পরোপকারী দীনবন্ধু হাতীর মাথাটা যাতে কাঁধে থাকে, তার ব্যবস্থাটা করুন।

সুবেদার। কুছ ডর নেই। বাড়ীতে কত টাকা আছে?

দীনবন্ধু। এখনও পোঁতা আছে দশ হাজার টাকা।

সুবেদার। অল্ রাইট্ কারপরদার—

বংশীধরের প্রবেশ।

বংশীধর। আমাকে ডাকছেন স্যার?

সুবেদার। হ্যাঁ, তুমি হাতী মশাইএর সংগে গিয়ে ওর বাড়ী থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে এসো।

বংশীধর। চলুন হাতী মশাই।

দীনবন্ধু। টাকা তো আনবেন স্যার? কিন্তু আমার মাথা বাঁচাবে কে?

সুবেদার। মাথা বাঁচাবার কথা হয়নি, টাকা বাঁচাবার জন্যে এসেছো, টাকাগুলো আমরা বাঁচাবো।

দীনবন্ধু। আর আমার মাথাটা তিতুমিঞা কেটে নিয়ে গিয়ে, মুড়িঘণ্ট বানিয়ে পান্তার চাট করবে।

বংশীধর। ও কুত্তার মাথা থেকেই বা লাভ কি?

দীনবন্ধু। বটে, আমি পরোপকারী দীনবন্ধু হাতী, আমি কুত্তা?

বংশীধর। কুত্তা না হলে বিদেশী কোম্পানীকে দিয়ে, দেশের ভাইকে কবর দিতে চাইতে না। নিজের গরীব ভাইদের মুখের ভাত, পরের মুখে তুলে দিয়ে টাকার পাহাড় গড়তে পারতে না।

দীনবন্ধু। আপনারাই বা কি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির? আমি না হয় চালানী কারবার করে দুটো পয়সা করেছি, কিন্তু আপনারা তো পুলিশ হয়ে, আমাদের মত চোরাকারবারীদের কাছ থেকে অন্ধকারে ঘুস খেয়ে, ভুঁড়ি মোটা করেছেন। তার বেলা দোষ নেই?

সুবেদার। কারপরদার! টাকার শোকে হাতী মশাই ভুল বকছে, তুমি তাড়াতাড়ি ওর টাকাগুলো—

দীনবন্ধু। থাক, আর কারপরদারকে যেতে হবে না আমি নিজেই—

বংশীধর। এখানে দিয়ে যাবেন?

দীনবন্ধু। হ্যাঁ, দেবো তিতুমিঞার হাতে।

সুবেদার। ছিঃ হাতী।

দীনবন্ধু। এতদিন গরীব দুঃখীর মুখের ভাত, পরণের কাপড় বিদেশে চালান দিয়ে, কালোবাজারে যে টাকা আয় করেছি, আজ

সেই টাকা খরচ করে, তিতুমিঞাকে দিয়ে তোমাদের শ্রাদ্ধ করে জানিয়ে দেবো সকলকে—দীনবন্ধু হাতী হাতীই, সে তোমাদের মত ছাগল ভেড়া নয়। [প্রস্থান।

সুবেদার। কারপরদার! শয়তানটাকে গুলী করো।

মিস্কিণ ফকিরের প্রবেশ।

মিস্কিণ। শয়তান ওই একটা নয় হুজুর। বাঙলার মাটিতে অমন হাজার হাজার শয়তান বাস করছে।

বংশীধর। তাদের মধ্যে তুমিও একজন?

মিস্কিণ। আমি ফকির।

সুবেদার। তুমি আমার ডলিকে এনেছো?

মিস্কিণ। কোথা থেকে আনবো হুজুর। তিতুমিঞা তাকে খুন করেছে।

সুবেদার। ও মাই গড আমার ডলিকে খুন করেছে? কারপরদার এখনও তোমরা চুপ করে বসে আছো?

বংশীধর। না স্যার, দাঁড়িয়ে আছি।

সুবেদার। তা থাকবে বৈকি? বৌটা তো তোমার নয় আমার, আচ্ছা—রুস্তমের ফাঁসিটা হয়ে যাক, তারপর তিতুগুণ্ডার সঙ্গে গোটা চব্বিশ পরগণা জেলাটাকে আমি বারুদের আগুনে পুড়িয়ে খাক্ করে দেবো।

মিস্কিণ। আপনাকে কিছু করতে হবে না জনাব। যা করবার এই ফকিরই করবে।

সুবেদার। ছাই করবে। তুমিই না বলেছিলে, তিতুমিঞাকে হিন্দুদের ওপর ক্ষেপিয়ে তুলবে?

মিস্কিণ। হিন্দুদের ওপর ক্ষেপিয়ে তোলার দরকার হবে না হুজুর! কোলকাতা থেকে যে নতুন গোরা পল্টন এসেছে, তাদের নিয়ে আজ রাতেই—

সুবেদার। কিন্তু আক্রমণটা করবো কোথায়? তার গুপ্ত আড্ডা বাঁশের কেল্লার সন্ধান তো আমরা কেউ জানি না।

মিস্কিণ। সে সন্ধান নিয়েই আমি এসেছি হুজুর।

বংশীধর। আসবে বৈকি, তুমি যে বাঙালীর শত্রু।

মিস্কিণ। বাঙালীর শত্রু হলেও, আমি মহানুভব বৃটিশ সরকারের বন্ধু!

সুবেদার। সে বন্ধুত্বের প্রতিদানে গভর্ণরকে বলে আমিও তোমাকে—

মিস্কিণ। আমার জন্য কিছু চাই না হুজুর। চাই মাত্র হিন্দুর রক্ত-বিধৌত বাঙলার মাটিতে, পবিত্র ইসলামের পতাকা ওড়াতে।

সুবেদার। সে আশা তোমার পূর্ণ হবে, যদি গোরাপল্টনদের পাঠিয়ে দিয়ে আজ রাতের মধ্যেই তিতুমিঞাকে কবর দিতে পারো।

মিস্কিণ। আমিও হলফ করে বলছি জনাব! কাল প্রভাতের সূর্য তিতুমিঞা আর দেখতে পাবে না।

[প্রস্থান।

সুবেদার। কারপরদার! তোমাকেও ফকির সাহেবের সঙ্গে যেতে হবে।

বংশীধর। তা জানি স্যার, গোলামীর ঋণ এখনও শোধ হয়নি।

সুবেদার। তোমার কি দুঃখ হচ্ছে?

বংশীধর। আপনার হয় না, কারণ আপনি মনুষ্যত্বহীন অবাঙালী।

[প্রস্থান।

সুবেদার। অবাঙালী? বাঙালী হয়ে তোমরাও তো খুব করছো, যত সব নেটিভ। ওঃ! ডলি নেই! সারা পৃথিবীটা যেন আমার কাছে অন্ধকার।

খাজা খাঁর প্রবেশ।

খাজা। এসেছ হুজুর—

সুবেদার। এসেছে আমার ডলি?

খাজা। না হুজুর, পিয়ারা।

সুবেদার। রুস্তমের সংগে দেখা করতে?

খাজা। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুমে—

সুবেদার। [ঘড়ি দেখিয়া] কিন্তু সময় খুব কম, কথাবার্তা যা ঝট্‌পট্ সেরে নিতে বলবি। যা তাকে নিয়ে আয়।

খাজা। যো হুকুম—

[প্রস্থান।

সুবেদার। রুস্তম পিয়ারাকে নিশ্চয় ভালবাসে। যেমন আমি ভালবাসতুম ডলিকে। ওঃ, কেন যে মরতে বাঙলা মুলুকে এলুম। সবই বরাত—বরাত।

পিয়ারার প্রবেশ।

পিয়ারা। রুস্তম কই? কোথায় সে?

সুবেদার। এসো—এসো, মিস আমি বলি কি—

পিয়ারা। রুস্তম ছাড়া কারও কথা শোনার কান আমার নেই।

সুবেদার। আমি কর্ণেল সুবেদার—

পিয়ারা। তুমিই সেই শয়তান! যে বাদশাকে খুন করেছে?

রুস্তম খাঁর প্রবেশ, তাহার পরণে কালো পোষাক।

রুস্তম। হ্যাঁ সেই শয়তান, যে বাদশাকে খুন করেছে। আমার ফাঁসিও হচ্ছে ওরই ইচ্ছায়। ও মানুষ নয় পিয়ারা, ও জানোয়ার।

সুবেদার। খবরদার কালা আদমী।

রুস্তম। সাদা আদমী তুমি নও বেকুব, ভারতের মাটিতে জন্মে, ইংরেজদের গোলাম হয়ে, দেশের ভাইএর সঙ্গে বেইমানী করার সাজা তোমাকেও পেতে হবে।

সুবেদার। চোপরাও কয়েদি।

রুস্তম। কেন? তোমার ভয়ে? হাঃ-হাঃ-হাঃ, ফাঁসীর দড়ি যার গলায় ঝুলছে সে তোমার মত গোলামের ভয় করে না।

সুবেদার। হুঁ, আচ্ছা— [প্রস্থান।

পিয়ারা। রুস্তম।

রুস্তম। পিয়ারা তুমি এসেছো?

পিয়ারা। তোমাকে এরা বাঁচতে দিলে না রুস্তম!

রুস্তম। বাঁচতে আমিও চাই না পিয়ারা। চোখের সামনে বিদেশী ইংরেজদের বুটের তলায়, নিজের জাতভাইদের পিষে মরতে দেখে, বাঁচার নেশা আমার কেটে গেছে। ওঃ, আজ যদি বাঙালী জাগতো—কোম্পানীর পা-চাটা ধনীর জাতগুলো আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতো, তাহলে বুঝিয়ে দিতুম সাদা বাঁদরগুলোকে—

পিয়ারা। রুস্তম!

রুস্তম। এবার আর হ'ল না পিয়ারা! যদি আবার কখন বাঙলার মাটিতে আসি, সেদিন ওই বেনের জাত ইংরেজগুলোকে আমি দেখে নেবো।

পিয়ারা। আসতে হবে রুস্তম বাঙলার মাটি আমাদের কাছে বেহেস্তের চেয়েও সুন্দর—

রুস্তম। এই ধূলার বেহেস্তকে যারা ক্ষুধিত বাঙালীর খুনে লাল করে দিচ্ছে, আমি তাদের মাফ করবো না পিয়ারা! মৃত্যুর পর আমি বাঙলার আকাশে বাতাসে গেয়ে বেড়াবো ঘুম ভাঙানোর গান। তবু জাগবে না বাঙালী? ধরবে না ইংরেজের টুঁটি কামড়ে? আসবে না ফিরে দেশের স্বাধীনতা?

পিয়ারা। রুস্তম—রুস্তম!

রুস্তম। তুমি কাঁদছো পিয়ারা? না-না, কেঁদো না। ফাঁসির কথা শুনে আমারও মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার-পর হঠাৎ যেন দেখলাম, নবাব সিরাজদৌল্লা, মীরকাশিম আর মহারাজ নন্দকুমারকে সঙ্গে নিয়ে, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বাঙলা মা এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যেন বলছেন—রুস্তম! ভয় কি? মায়ের জন্য ওরাও রক্ত দিয়েছে, তুইও রক্ত দে, তোর মত এমনি আরও অনেকের রক্ত দিতে হবে। তবে আসবে স্বাধীনতা—তবেই ফুটবে তোর অভাগিনী বাঙলা মায়ের মুখে শান্তির হাসি।

পিয়ারা। রুস্তম! ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে দু'জনে খেলেছি, একসঙ্গে মানুষ হয়েছি, অনেক চেয়েছো কিন্তু কিছুই দিতে পারিনি তোমায়। তাই যাবার সময় নিয়ে যাও, অভাগিনী পিয়ারার চোখের জল দিয়ে খোয়া এই ছোট্ট বিদায় সেলাম। আর জেনে যাও জীবনের, বাকি দিনগুলো সে তোমার কবরে বাতি দিয়ে কাটিয়ে দেবে।

রুস্তম। না—না, আমার কবরে নয়—আমার কবরে নয়। এই হতভাগ্য রুস্তমের শেষ অনুরোধ পিয়ারা, যদি কোন দিন অনাদি

ফিরে আসে, তুমি তাকে সাদী করো, বাঙালী হিন্দু মুসলমানের জাতির আগলটা তোমরাই ভেঙে দিও।

পিয়ারা। কিন্তু—

রুস্তম। হ্যাঁ পিয়ারা, এই অনুরোধটুকু করার জন্যই আমি তোমাকে দেখতে চেয়েছি।

পিয়ারা। এ অনুরোধ ক'র না সে হিন্দু, সে আমাকে ত্যাগ করেছে।

রুস্তম। তার ত্যাগ আমারই জন্য। হ্যাঁ, আমাকে সুখী করতেই সে তোমার সঙ্গে অভিনয় করেছে।

পিয়ারা। অভিনয়!! বাবুজী অভিনয় করেছে?

সুবেদার সিংয়ের পুনঃ প্রবেশ।

সুবেদার। আর সময় নেই কয়েদী, এখুনি তোমাকে যেতে হবে।

রুস্তম। যেতে হবে! আর সময় নেই? চল—

পিয়ারা। রুস্তম!

রুস্তম। পিয়ারা, বাঙলা ছেড়ে, তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না, তবু যেতে হবে। ওরা আমাকে নিয়ে যাবে, তোমার ভাইজানকে ব'ল, রুস্তম হাসতে হাসতে বীরের মত ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছে। ইংরেজদের মৃত্যুদণ্ড তার উঁচু মাথা নীচু করাতে পারেনি।

সুবেদার। চলে এসো কয়েদী।

রুস্তম। পিয়ারা! ওই ফাঁসির মঞ্চ আমাকে ডাকছে। আলোর দরিয়ায় ভেসে আসছে অন্ধকারের পানসী, আসি পিয়ারা! যাবার

সময় খোদার কাছে জানিয়ে যাই, তোমাদের লড়াই সার্থক হোক। অক্ষয় হোক তিতুমিঞার বাঁশের কেল্লা।

[সুবেদার সহ প্রস্থান।

পিয়ারা। যাও বীর—কাসীর মঞ্চে রেখে যাও শহীদের স্মৃতি! কেউ তোমাকে না জানলেও, তোমার বাঙলা মা তোমাকে ভুলবে না।

নেপথ্যে। [ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল]

রুস্তম। [নেপথ্যে] খোদা—হাফেজ!

পিয়ারা। আঃ—হয়ে গেল। রুস্তমের শেষ কণ্ঠস্বর বাতাসে মিলিয়ে গেল। ওঃ খোদা! তুমি কি শুনতে পেয়েছো বীর শহীদের ক্ষীণ আর্তনাদ? বুঝতে পেরেছো তার নীরব ভাষা? দানব কারায় রেখে গেল সে—যে শেষ আর্জি, তা কি কোনদিন পূর্ণ হবে না মেহেরবান! রুস্তম—রুস্তম--[কাঁদিয়া উঠিল]

খাজা খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

খাজা। পিয়ারা বহিন! এসো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

পিয়ারা। হ্যাঁ যাবো। যার জন্য এসেছিলাম, সে যখন চলে গেল আর এখানে থাকার দরকার কি? চলো ভাই ফিরে যাই।

সুবেদার সিং এর পুনঃ প্রবেশ।

সুবেদার। দাঁড়াও।

পিয়ারা। কেন?

সুবেদার। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করবো।

খাজা। সে কি জনাব!

সুবেদার। ওরা আমার জলিকে খুন করেছে।

পিয়ারা। তোমার ডলি ?

সুবেদার। হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে আমারই ডলি। খাজা খাঁ—নিয়ে যা একে আমার ঘরে।

খাজা। তা হয় না হুজুর। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছ থেকে ওকে ফিরিয়ে দেবার হুকুমনামা নিয়েই, আমি ওকে এখানে এনেছি।

সুবেদার। আমি হুকুম দিচ্ছি, ওকে গ্রেপ্তার কর্।

খাজা। মানবো না সে হুকুম।

সুবেদার। বহুৎ আচ্ছা, আমি নিজেই ওকে টেনে নিয়ে যাবো।

খাজা। খবরদার হুজুর! আমি বাধা দেব।

সুবেদার। তবে রে উল্লুক, আমি তোকে গলা টিপে শেষ করে দেব।

পিস্তল হস্তে বংশীধরের পুনঃ প্রবেশ।

বংশীধর। তাহলে আপনারও শেষ আমার হাতে।

সুবেদার। কারপরদার!

বংশীধর। সাবধান স্যার। বেশী বাড়াবাড়ি করলেই পিস্তলের ঘোড়া টিপবো। যাও খাজা খাঁ! পিয়ারাকে ওর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসো।

খাজা। এসো বহিন!

পিয়ারা। চল ভাই! যাবার সময় খোদার কাছে আর্জি জানিয়ে বলে যাচ্ছি, আজ যেমন বেহেস্তের পয়গম্বরের মত আমার সামনে এসে, এই দুষমণের হাত থেকে রক্ষা করলে আমার জীবন, তেমনি একদিন যেন তোমারই মনুষ্যত্বের আলোয় এই সব অমানুষের দল মানুষ হয়ে ওঠে। [খাজা খাঁ সহ প্রস্থান।

সুবেদার। তুমি আমার মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নিলে!

বংশীধর। তার জন্ম ইচ্ছা হয় এই পিস্তলে এইবার আপনি আমাকেই গুলি করুন।

সুবেদার। কারপরদার, তুমি কি?

বংশীধর। পেটের দায়ে ইংরেজের গোলামী করলেও, আমি বাঙালী; তাই এক অসহায় বাঙালীর মেয়েকে আপনার পাশবিক ক্ষুধা থেকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছি।

সুবেদার। আচ্ছা—তিতুমিঞাকে আগে ঠাণ্ডা করে আসি, তারপর তোমাকে।

বংশীধর। আমাকে কি করবেন?

সুবেদার। কি করবো? তোমাকে সুবেদারী দিয়ে আমি চৌকিদারী নেবো।

বংশীধর। চৌকীদারী!

সুবেদার। চৌকিদারী মন নিয়ে সুবেদারী করা যায় না।

বংশীধর। কি বলছেন স্যার?

সুবেদার। যা বলছি তা আরও পরিষ্কার করে খুলে বললে এই বোঝায় যে, আমি নিজে অমানুষ হলেও, অন্তের মনুষ্যত্বের মূল্য দিতে জানি। মিস ডলিকে হারিয়ে হিংসায় অন্ধ হয়ে, একজন নারীকে বেইজ্জতী করে যে কালী মুখে মাখতে গিয়েছিলাম—তুমি আমার সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, আমাকে সেই দুরপণেয় কলংক থেকে রক্ষা করেছ। তাই তোমার এই সাহসিকতার জন্ম শুধু পদোন্নতি নয়, আমার এই সশ্রদ্ধ অভিবাদন হোক তোমার পুরস্কার।

[অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।

বংশীধর। আপনার কাছে পুরস্কার পেলেও, বাঙালীর কাছে আমার প্রাপ্য শুধু তিরস্কার—তিরস্কার। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

কালীপ্রসন্নের প্রবেশ।

কালীপ্রসন্ন। নিশুতি রাত! সবাই ঘুমিয়ে আছে! ঘুম নেই শুধু আমার চোখে। [নেপথ্যে পেঁচার ডাক] ওকি! পেঁচার চিৎকার—না কংকালের অট্টহাসি? কি বীভৎস আওয়াজ! কেন ওরা অমন করে আমার কানে বিষ ঢেলে দিচ্ছে? ইংরেজের সংগে হাত মিলিয়ে তিতুমীরকে কবর দিতে চেয়েছি বলে? তাই কি? না—না, বাঁশের কেল্লা তৈরী করে বৃটিশ শক্তির সংগে মোকাবিলা যে করতে চায়, সে একটা পাগল। পাগলের সংগে আমিও পাগল হতে পারি না।

সীমার প্রবেশ।

সীমা। বাবা! তুমি এখনও জেগে?

কালীপ্রসন্ন। ঘুম আসছে না মা। একটা অজানা আতংক যেন আমাকে চাবুক মারছে, জানালার পাশ থেকে একটা রক্তমাখা কচি মুখ যেন আমাকে ভেঙ্‌চি কাটছে। তিতুমীর অপরাধী, কিন্তু তার ছেলেটাকে ইংরেজরা খুন করলে কি বলে! না—না, এ অন্যায় অসহ্য।

সীমা। বাপের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সন্তানকেই করতে হয়।

কালীপ্রসন্ন। তাই কি আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে, তোর আশার মুকুল অকালে ঝরে গেল মা?

সীমা। তুমি কি বলছো বাবা?

কালীপ্রসন্ন। ওরে, আমি বেইমানী করেছি—বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

সীমা। কার সংগে বাবা?

কালীপ্রসন্ন। মায়ের সংগে—বাঙলা মায়ের সংগে। তিতুমীর শোধ করছে মায়ের ঋণ রক্ত দিয়ে, আর আমি? ওঃ—অনাদিটা যদি আর একবার আসতো। তিতুমীরও তো আমার কাছে আর একবার এসে দাঁড়াতে পারতো?

সীমা। যারা তোমার ভালবাসার মূল্য দেয়নি, তাদের কথা থাক বাবা! রাত্রি বারোটা হ'ল, তুমি ঘুমোও।

কালীপ্রসন্ন। ঘুম আর আসবে না, একটু তন্দ্রা এসেছিল। স্বপ্নে দেখলাম, একদল ডাকাত আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। আগুনের গোলার মত চোখ পাকিয়ে, তারা আমাকে বলছে জমিদার কালী মুখুজ্জে! তুমি ইংরেজের চুক্তিপত্রে সই দিয়েছো, তাই আমরা এসেছি তোমাকে খুন করে, তোমার লোহার সিন্দুক লুঠ করে নিয়ে যেতে।

মুসলমান বেশে কালো পোষাক পরিহিত
অনাদির প্রবেশ।

অনাদি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কালীপ্রসন্ন। [চমকিত হইয়া] কে?

অনাদি। ক্ষুধিতের প্রেতাত্মা।

কালীপ্রসন্ন। কি চাও?

অনাদি। ক্ষুধার উপশম।

সীমা। কি পেলে তোমার ক্ষুধা মিটবে?

অনাদি। টাকা।

কালীপ্রসন্ন। টাকা!

অনাদি। হ্যাঁ টাকা। গরীব প্রজার বুকের রক্ত ওঠা যে টাকা

তোমার সিন্দুকে জমে আছে। বিপন্না বঙ্গ জননীর মুক্তি সংগ্রামে তা প্রয়োজন।

কালীপ্রসন্ন। টাকা আমার নেই।

অনাদি। সিন্দুকে আছে।

সীমা। আমাদের সিন্দুকের টাকায় তোমার কি অধিকার ?

অনাদি। যে অধিকারে আমরা রুখে দাঁড়িয়েছি বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে, সেই অধিকারে।

সীমা। তুমি তিতুমীরের লোক ?

অনাদি। অনুমান সত্য।

কালীপ্রসন্ন। ডাকাত! কে আছিস—

অনাদি। চুপ চিৎকার করলে এই পিস্তলের গুলিতে দুজনের দুটো দেহ লুটিয়ে পড়বে মেঝের উপর।

কালীপ্রসন্ন। দেশের মুক্তি সংগ্রামের নাম করে, পরের ধন-সম্পদ লুঠ করার আগে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

অনাদি। দেশের মুক্তি সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিতে, পরদেশী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে হাত মেলানোর আগে কি আপনারও লজ্জা হওয়া উচিত ছিল না ?

কালীপ্রসন্ন। খুনী ডাকাতের চেয়ে ইংরেজ শতগুণে ভাল।

অনাদি। সে ভাল মন্দর বিচার এখন নয়। যদি কোম্পানীর হাত থেকে তিতুমীর দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পারে তখন। আপাততঃ চাই টাকা।

কালীপ্রসন্ন। টাকা আমি দেব না।

অনাদি। না দিলে আমিও ছাড়বো না। টাকা—টাকা।

কালীপ্রসন্ন। টাকা আমার নেই।

অনাদি। নেই—[পিস্তল ধরিয়া] এই এক—দুই—

[কালী মুখুজ্জে সভয়ে টাকার থলি বাহির করিয়া
অনাদির হাতে দিল।]

অনাদি। ধন্যবাদ, আসি, যাবার সময় একটা কথা জানিয়ে যাচ্ছি। গোরাপল্টন মার্চ করে এগিয়ে চলেছে তিতুমিঞার বাঁশের কেল্লা চূর্ণ করতে। তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে বাঙলার স্বাধীন পতাকাকে চির উড্ডীন রাখতে, কামান-বন্দুক-গোলা-বারুদের যথেষ্ট প্রয়োজন। আর সে প্রয়োজন মেটাতে হলে চাই অর্থ। তাই বাধ্য হয়ে ডাকাতিই করতে হলো। তবে যদি সত্যই আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ না হয়, হৃত স্বাধীনতা যদি ফিরে পাই। সেদিন সবাগ্রে আমি এসে আপনার সামনে দাঁড়াবো, যে দণ্ড ইচ্ছে দেবেন—আমি মাথা পেতে নেবো।

কালীপ্রসন্ন। তুমি—তুমি কে?

অনাদি। আমি আপনারই হতভাগ্য ভায়ে অনাদি।

কালীপ্রসন্ন। অনাদি! তুই ডাকাত?

অনাদি। দেশের জন্য—জাতির জন্য।

সীমা। ঘৃণ্য ডাকাতের স্থান সমাজের বাইরে।

অনাদি। স্বাধীনতার জন্য ডাকাতি করে, জন্ম জন্ম আমি সমাজের বাইরেই পড়ে থাকবো বোন, তবু পরাধীনতার ফাঁসি গলায় পরে, সমাজের মাথার মণি সাজতে চাই না—চাই না।

[প্রস্থান।

কালীপ্রসন্ন। অনাদি! অনাদি ডাকাত! এতদিন আমি যাকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছি, আজ সে আমারই ঘরে ডাকাতি করে গেল?

সীমা। টাকার লোভে মানুষ সবই করতে পারে বাবা। এখন বেশ

বুঝতে পারছি, তোমার জমিদারী আত্মসাৎ করার জন্ত, ওই পশুটাই আমার স্বামীকে খুন করেছে। না, তুমি জাগো বাবা—তুমি জাগো। যে পাষণ্ডের দল দেশোদ্ধারের নাম ক'রে দেশবাসীর সর্বনাশ করে, ইংরেজের পাশে দাঁড়িয়ে তুমিও তাদের নিশ্চিহ্ন করে দাও দেশের বুক থেকে।

কালীপ্রসন্ন। জাগবো—জাগবো, আমি গোবরডাঙার জমিদার কালী মুখুজ্জে। আমার বাড়ীতে ডাকাতি, আমার সম্পদ লুঠ। এতদিন প্রকাশ্যে ইংরেজকে সাহায্য করিনি, কিন্তু এইবার করবো।

সীমা। তার আগে তোমার ওই অকর্মণ্য পাইক-বরকন্দাজগুলোকে লাথি মেরে দূর করে দাও বাবা।

কালীপ্রসন্ন। ওদের অপরাধ কি?

সীমা। ডাকাতের চেয়ে বেশী অপরাধী ওরা। মাসে মাসে তোমার টাকা দু'হাত ভরে নিয়ে ভুঁড়ি বাগাচ্ছে, অথচ তোমার বিপদে ওদের একখানা তলোয়ারও ঝলসে উঠলো না। না-না, তুমি ওদের ক্ষমা করলেও আমি করবো না।

[প্রস্থান।

কালীপ্রসন্ন। ক্ষমা আমিও করবো না। এখনি বাছাই করা পালোয়ান দিয়ে, আমি হীরালালকে পাঠাবো ডাকাত দলের পিছনে। যদি তারা বাঁশের কেল্লা চূর্ণ করে তিতুমীর আর অনাদির দুটো মাথা আমাকে উপহার দিতে পারে ভাল, নইলে ডাকাতদের আগে আমি এই অকর্মণ্যগুলোকে জীবন্ত গুলী করে মারবো।

[প্রস্থান।

—

তৃতীয় দৃশ্য।

বাঁশের কেল্লার নিকটস্থ সড়ক।

মিস্কিন ফকির ও হীরালালের প্রবেশ।

মিস্কিন। বল কি দোস্ত? অনাদি আর তিতুমিঞার মাথা কেটে নিয়ে যেতে না পারলে, জমিদার তোমাকেই গুলী করে মারবে?

হীরালাল। শুধু আমাকে নয়—পাইক বরকন্দাজগুলোকেও—

মিস্কিন। সেই জন্যই বুঝি পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে ছুটে এসেছো? কিন্তু তোমার বদনসীব, তিতুমিঞা আর অনাদির মাথা তুমি পাবে না।

হীরালাল। কিন্তু মাথা নিয়ে যেতে না পারলে যে আমাকেই মাথা দিতে হবে।

মিস্কিন। তোমার ও মূল্যহীন মাথা থেকেই বা লাভ কি?

হীরালাল। মিস্কিন!

মিস্কিন। হীরালালবাবু! ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিতুমিঞা মরে অমর হবে, কিন্তু আমরা? ইংরেজদের পদলেহন করে কি পাবো? অবজ্ঞার থুৎকার, দুর্ণামের বোঝা আর বাঙালীর অভিশাপ। না-না তা হ'তে পারে না। আমি অনুতপ্ত হীরালালবাবু! মনে করছি দেশবাসীর কাছে আমার সমস্ত অপরাধ প্রকাশ করে দেব।

হীরালাল। প্রকাশ করে দেবে!

মিস্কিন। হ্যাঁ, প্রকাশ করবো শিবদাসের হত্যার রহস্য। প্রকাশ করে দেবো জমিদার কালী মুখুজ্জের সঙ্গে, তিতুমিঞার দোস্তী ভেঙে দেওয়ার কথা।

হীরালাল। কি বলছো মিস্কিন, তাতে শুধু তুমি সাজা পাবে না, আমাকেও—

মিস্কিণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, অপরাধ করতে পারেন অথচ সাজা নিতে গেলে বুক কাঁপে?

হীরালাল। না—না মিস্কিণ! ওকাজ করো না। আমি তোমার হাতে ধরছি। বল তো পায়েও—

মিস্কিণ। এ হে—হে—কর কি, কর কি দোস্ত?

হীরালাল। কথা দাও তুমি গুপ্ত-রহস্য প্রকাশ করবে না।

মিস্কিণ। করবো না, যদি—

হীরালাল। বল কি চাও তুমি?

মিস্কিণ। চাই গোবরডাঙার জমিদারী।

হীরালাল। জমিদারী!

মিস্কিণ। বহু পূর্বেই সে ইংগিত আমি দিয়েছিলাম।

হীরালাল। তুমি বলেছিলে উইলখানা হাত করতে।

মিস্কিণ। সেটা আমারই জন্য।

হীরালাল। আমি কি পাবো?

মিস্কিণ। তুমি যা চাও, জমিদার কন্যা।

হীরালাল। কিন্তু জমিদারী নিয়ে তুমি কি করবে?

মিস্কিণ। হিন্দুগুলোকে তাড়িয়ে ইসলামী স্থান তৈরী করবো।

হীরালাল। মিস্কিণ!

মিস্কিণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এখনও সময় আছে হীরালালবাবু। আজ রাতেই যদি জমিদারবাবুকে খুন করে উইলখানা আমার হাতে এনে দিতে পারো তুমি বাঁচবে, আর না হলে—

হীরালাল। বেশ, উইল তুমি পাবে। তবে কথা দাও, শিবদাসের হত্যার কথা প্রকাশ করবে না?

মিস্কিণ। দিলাম। মিস্কিণ ফকির তার স্বজাতী তিতুমিঞার সঙ্গে

বেইমানী করলেও তোমার সঙ্গে করবে না। তবে মনে রেখো, একটু পরেই ইংরেজদের কামান গর্জে উঠবে। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা চূর্ণ হবে, বাঙালীর খুনে লাল হয়ে যাবে বাঙলার বুক। সেই রক্তরাঙা মাটির বুকে দাঁড়িয়ে, আমি বখশিস পেতে চাই তোমার কাছে সেই উইলখানা। যার বুনিয়াদে অদূর ভবিষ্যতে এই দেশের বুকে গড়ে উঠবে পবিত্র ইসলামীস্থান।

হীরালাল। মিস্কিণ, তুমি—

মিস্কিণ। বাংলার সংগে বেইমানী করলেও, আমার ধর্মকে আমি ভালবাসি হীরালালবাবু।

[প্রস্থান।

হীরালাল। মিস্কিণ কি মানুষ না হিংস্র জানোয়ার? না-না, জানোয়ার আমি। তা না হলে স্বার্থের নেশায় একটা খুনী আসামীর হাতের পুতুল হয়ে যাই। ওঃ, কি করি উপায় নেই।

শিবদাসের প্রবেশ।

শিবু। আছে, একটা উপায় আছে।

হীরালাল। কি?

শিবু। ওই যা ভুলে গেলুম, অনেক কষ্ট করে মনে করে এসেছিলুম।

হীরালাল। শিবু, তুই জমিদার হবি?

শিবু। জমিদার! আমি হবো জমিদার? কবে গো, কবে? ইংরেজরা তিতুমিঞাকে গোর দিলে?

হীরালাল। না তার আগেই।

শিবু। আগে? ঠিক বলছো?

হীরালাল। হ্যাঁ ঠিক, তবে তোকে একটা কাজ করতে হবে।

শিবু। জমিদারী যদি পাই তাহলে করতে পারি? বল, কি করতে হবে?

হীরালাল। এই পিস্তল দিয়ে জমিদার কালী মুখুজ্জেকে খুন করে, তার কাছ থেকে উইলখানা নিতে হবে।

শিবু। ওরে বাবা! খুন?

হীরালাল। খুন করতে ভয় কি?

শিবু। তুমি কাউকে খুন করেছো বুঝি?

হীরালাল। করেছি, আমিই শিবদাসকে—না-না, আমি না করলেও—

শিবু। হাঃ-হাঃ-হাঃ, শিবদাসকে তুমি খুন করেছিলে? তা বেশ, তুমি যখন খুন করেছো, তখন আমি নিশ্চয়ই পারবো। তবে তোমাকেও আমার সংগে যেতে হবে।

হীরালাল। আমিও তোর সংগে থাকবো।

শিবু। কিন্তু এখানকার যুদ্ধ?

হীরালাল। যুদ্ধ ইংরেজরা করবে। আমি থাকবো তোর সংগে। আমি আগে জমিদারের কাছ থেকে উইলখানা ছিনিয়ে নেবো, তারপর তুই তাকে গুলী করবি।

শিবু। খুব পারবো, দাও পিস্তলখানা।

হীরালাল। এই নে, গুলি ভরাই আছে? [পিস্তল দিল]

শিবু। গুলি ভরা আছে? তা গুলি করলে আমি কি পাবো বললে?

হীরালাল। জমিদারী।

শিবু। জমিদারী আমি চাই না দাদা।

হীরালাল। তবে কি চাস?

শিবু। চাই সুনাম।

হীরালাল। কে দেবে?

শিবু। বাঙালীরা।

হীরালাল। কি বলছিস?

শিবু। এত পথ হেঁটে সেই গোবরডাঙায় গিয়ে, জমিদারবাবুকে খুন করলে, তুমি আমাকে দেবে জমিদারী। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে এই পিস্তলের গুলীটা যদি তোমার বুকে খরচ করি, সারা বাঙলার লোক আমার মাথায় পরিয়ে দেবে সুনামের মুকুট।

হীরালাল। পাগলা!

শিবু। ভয় পেলে নাকি দাদা? হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমি তোমার সংগে একটু ইয়াকি করলুম, তাহলে ঠিকই জমিদারী পাবো তো?

হীরালাল। হীরালালের কথা নড়ে না। তুই আয়, আমি ঘোড়ায় জিন লাগাই। [স্বগতঃ] উন্মাদটাকে দিয়ে যেমন করে হোক কাজ সারতেই হবে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ধরা পড়ে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলবে ও, আমি থাকবো রহস্যের অন্তরালে। [প্রস্থান।

শিবু। জমিদার কালী মুখুজ্জেকে খুন করবো—জমিদারী পাবো, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মুসলমান বেশে কালো পোষাক পরিহিত
অনাদির প্রবেশ।

অনাদি। ঘুরে, ওই তিতুমিঞার বাঁশের কেল্লাতে আলো জ্বলছে। এসে গেছি, সব বাধা অতিক্রম করে কেল্লার কাছেই এসে গেছি। টাকাও পেয়েছি প্রচুর। মনে হচ্ছে তিতুমিঞার অভিযান ব্যর্থ হবে না।

শিবু। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

অনাদি। কে! কে তুমি?

শিবু। আমি শিবু পাগলা।

অনাদি। এখানে কেন?

শিবু। ইংরেজরা ঝোপে-ঝাড়ে কামান পেতে, ঘাপটি মেরে বসে আছে, আর একটু পরেই লড়াই আরম্ভ হবে কিনা, তাই দেখতে এসেছি।

অনাদি। ইংরেজদের গোরা পল্টন তাহলে এসে গেছে?

শিবু। তবে আর বলছি কি? ওদিকে গোবরডাঙার জমিদার বাড়ীতেও আর একটু পরে রক্তের তুফান ছুটবে। দেখতে চাও তো এসো।

অনাদি। জমিদার বাড়ীতে রক্তের তুফান!

শিবু। হ্যাঁ-হ্যাঁ, রক্তের তুফান। জমিদার কালী মুখুজ্জে বড়লোক কিনা? গরীব দুঃখীর রক্ত তার বুকে অনেক জমে আছে। তাই সেই রক্ত নিঙড়ে নিতে তাকে খুন করবো, তার জমিদারীটা দু'হাতে লুটে নিয়ে আমি হবো জমিদার। এসো—এসো, নতুন জমিদারকে নজর দেবে এসো। [প্রস্থান।

অনাদি। কে—এ? আবছা অন্ধকারে চিনতে না পারলেও কথাগুলো যেন কোথায় শুনেছি। কিন্তু জমিদার কালী মুখুজ্জেকে খুন করার কথা বল্লে না? না-না, একি হতে পারে!

নেপথ্যে। [গুলির শব্দ]

অনাদি। ওকি! ইংরেজদের গুলী? হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেল্লা লক্ষ্য করেই ইংরেজরা গুলী ছুঁড়ছে। কি করি? কোনদিকে যাই? একদিকে অন্নদাতা পিতৃতুল্য মামার জীবন, অন্যদিকে তিতুমীর। টাকাগুলো আগে তিতুমীরের হাতে পৌছে দিই। তারপর যেমন করে হোক গোবর ডাঙায় গিয়ে মামাকে বাঁচাতেই হবে। [প্রস্থান।

নেপথ্যে। বাদশা তিতু জিন্দাবাদ—[গুলীর শব্দ]

ছুটিয়া মিস্কিণ ফকিরের পুনঃ প্রবেশ।

মিস্কিণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। বৃটিশ পল্টনদের বন্দুকের গুলিতে এইবার পুড়ে ছাই হবে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। ওদিকে হীরালাল আনছে গোবরডাঙায় জমিদারী। খোদা—খোদা! তামাম বাঙলাকে ইসলামের পীঠস্থান তৈরী করতে, তুমিই আমার একমাত্র সহায়।

ঝাড়ু হস্তে ফুলজান বিবির প্রবেশ।

ফুলজান। দুষমণ,—দুষমণ, চারিদিক থেকে যেন পংগপালের মত ঘিরে ফেলেছে। কে গা তুমি? কাদের লোক?

মিস্কিন। আমি খোদাতালার বান্দা।

ফুলজান। ফকির সাহেব নয়?

মিস্কিণ। ফুলজান বিবি!

ফুলজান। আমি তোমাকেই খুঁজছি।

মিস্কিণ। কেন—কেন?

ফুলজান। সেই যে চলে গেলে, তারপর থেকে ক'দিন তোমাকে দেখিনি।

মিস্কিণ। আমার ওপর তোমার দরদ আছে দেখছি।

ফুলজান। থাকবে না, তুমি আমার আপনার লোক। তা ইংরেজদের পথ দেখিয়ে তুমিই এনেছো বুঝি?

মিস্কিণ। না আনলে যে তোমার নসীব ফেরানো যায় না।

ফুলজান। আমার নসীব?

মিস্কিণ। কর্ণেল সাহেবকে বলেছি, তিতুমিঞাকে কবর দিয়ে হায়দারপুরের জমিদারীটা সে তোমাকেই দেবে।

ফুলজান। তাই নাকি ফকির সাহেব? আমার ওপর তোমার এত মেহেরবানী?

মিস্কিণ। চল ফুলজান বিবি, তোমাকে ইংরেজেদের ছাউনিতে রেখে আসি।

ফুলজান। নিশ্চয় যাবো। এই চাষাগুলোর আড্ডায় আবার মানুষ থাকে নাকি। তবে তুমি আমার এত বড় উপকার করলে, আগে বখশিসটা দিই।

মিস্কিণ। বখশিস? কি বখশিস দেবে ফুলজান বিবি।

ফুলজান। মুখে পাঁচ লাথি।

মিস্কিণ। ফুলজান বিবি!

ফুলজান। হুঁসিয়ার শয়তানের বাচ্ছা। ফুলজান বিবি তোর জালিয়াতি ধরে ফেলেছে। মিষ্টি কথায় ভিজিয়ে আমাকে দিয়ে আমার বাদশার সর্বনাশ করেছিস, আবার ইংরেজকে ডেকে এনেছিস তিতু-মিঞাকে খতম করতে। ওরে বেইমান! তুই ফকির নোস, মানুষ থেকো পিশাচ। ঝাড়ু মেরে আমি তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো। [ঝাড়ু মারিতে উদ্যত]

মিস্কিণ। আমিও তোর রক্তে স্নান করবো। [ছুরিকাঘাতে উদ্যত]

ডলির প্রবেশ।

ডলি। [পিস্তল ধরিয়া] রক্ত তোকেই দিতে হবে নিমকহারাম।

সহসা তিতুমীর প্রবেশ করিয়া ডলির পিস্তল ধরিয়া ফেলিল।

তিতুমীর। কাকে গুলী করছো বহিন? ফকিরসাহেব যে আমার দোস্ত।

মিস্কিন। ইয়া আল্লা!

[সবেগে প্রস্থান।

ডলি। দোস্ত নয় ভাই, ও পাকা শয়তান।

তিতুমীর। শয়তান!

ফুলজান। ওর চেয়ে বড় শয়তান দুনিয়ায় আর দুটো নেই তিতু-ভাই! তোমার বাদশাকে খুন করেছে ওই ফকির। ইংরেজকেও পথ দেখিয়ে এনেছে ওই ফকির।

তিতুমীর। ভাবী!

ফুলজান। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ও ইংরেজের দালাল। দুনিয়ার মানুষ ওকে মাফ করলেও, আমি করবো না। তিতুভাই! তুই ইংরেজের সঙ্গে লড়াই কর। আমি ওই ফকিরের মাথাটা নিয়ে আসি। [প্রস্থান।

তিতুমীর। ফকির বেইমান?

ডলি। বাঙলার মাটি থেকে এইসব বেইমানের দল নিশ্চিহ্ন না হ'লে, বাঙালীর শান্তি ফিরে আসবে না।

তিতুমীর। তার জন্য আমি ভয় করি না বহিন। খোদার দোয়ায় আজকের দিনটা যদি ওদের হটিয়ে দিতে পারি, আর সময় মত আমার রহিমও যদি কিছু টাকা আনতে পারে, তাহলে গুলী বন্দুক আমিও জোগাড় করবো।

নেপথ্যে। [গুলীর শব্দ।]

ডলি। ওই দেখ তিতুভাই! ইংরেজরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ছে।

তিতুমীর। তার একটা গুলীতো তোমার বুকেও বিধঁতে পারে?

ডলি। বিধঁলেও তাতে এমন কিছু ক্ষতি হবে না ভাই।

তিতুমীর। ডলি—বহিন!

ডলি। তিতুভাই! আমি মেয়েছেলে, তায় ইংরেজের গোলামের

স্ত্রী। আমার ঘৃণ্য জীবনের চেয়ে তোমার জীবন অনেক দামী। তুমি মেঘে ঢাকা বাঙলার আকাশে, জাগরণের দীপ্ত সূর্য্য। তোমার মুখের দিকে চেয়েই, শত শত জোয়ান মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। তুমি অকালে জীবন হারালে, দেশজননীর এই স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ মুহূর্তে নিভে যাবে। তাই আমি নিজে মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে, তোমাকে রেখে যেতে চাই চির অক্ষয় অমর করে।

[প্রস্থান।

তিতুমীর। তোমার ছোঁয়া পেয়ে শুধু তিতুমীর নয় বহিন, বাঙলার মাটিও ধন্য। ওই—ওই আমার জোয়ান ভাইরা ইংরেজের গুলীর জবাব দিচ্ছে। সাবাস—সাবাস ভাইসব! ভয় পেও না—পেছিয়ে যেও না। গুলী ফুরিয়ে যায় তীর আছে, তাও শেষ হয়, লাঠি সড়কি বল্লম নিয়েও লড়তে হবে। তাতেও যদি না হয়, বুকের রক্ত ঢেলে খোদার কাছে আর্জি জানিয়ে যাবো—ওগো মেহেরবান খোদা! ভবিষ্যৎ বাঙলার জোয়ান ছেলেরা, আমাদের রক্তে ভেজা এই বাঙলার মাটী থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান করে, যেন চির অক্ষুণ্ণ রাখে এই দেশের স্বাধীনতা।

অনাদি। [নেপথ্যে] তিতুমীঞা!

তিতুমীর। কে ডাকছে! কার গলা? আব্বার রহিম! হ্যাঁ—হ্যাঁ, [উচ্চৈঃস্বরে] আব্বার রহিম—আমি এখানে—আব্বার রহিম—

অনাদির পুনঃ প্রবেশ।

অনাদি। তিতুমিঞা! তুমি এখানে? এই নাও টাকা। [টাকার থলি প্রদান] ইংরেজ সৈন্য ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, যদি অসুবিধা হয় তুমি কেল্লা ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিও। আর এই টাকা থেকে গোলা বারুদ সংগ্রহের চেষ্টা ক'র। আমি সময় মত তোমার সঙ্গে

যোগ দেব। আর—আর একটা অনুরোধ, যুদ্ধের পর যদি বাঁচো, পিয়ারার সংগে রুস্তমের সাদী—

তিতুমীর। রুস্তম? রুস্তম নেই।

অনাদি। নেই!

পিয়ারার প্রবেশ।

পিয়ারা। না, আজই ভোর পাঁচটায় তার ফাঁসি হয়েছে।

অনাদি। রুস্তম নেই? ওঃ—না-না, দুঃখ কিসের? বীর বাঙালী দুঃশাসনের কাঠগড়ায় জীবন দিয়ে, শহীদের জয়মাল্য গলায় পরেছে। তিতুমিঞা—পিয়ারা, আমি আসি, তোমরা প্রাণ দিয়ে লড়াই কর। ইচ্ছা থাকলেও আমি তোমাদের সংগী হতে পারলাম না। কারণ আমাকে এখনি গোবরডাঙায় যেতেই হবে। [প্রস্থানোদ্যত, সহসা একটি গুলি আহার বুকে লাগিল] আঃ—[পড়িয়া গেল।]

তিতুমীর। আব্বার রহিম—আব্বার রহিম!

অনাদি। না ভাই, আমি আব্বার রহিম নই। [ছদ্মবেশ উন্মোচন] আমি অনাদি।

তিতুমীর। বাবুজী!

অনাদি। আব্বার রহিমের ছদ্মবেশেই আমি তোমার কাছে গিয়েছিলাম। সে অনেক কথা, বলবার সময় এখন আর নেই। ওঃ—দুর্ভাগ্য যে আততায়ীর হাত থেকে আমার মামাকে বাঁচাতে পারলাম না।

তিতুমীর। জমিদারবাবুকে রক্ষা করার ভার আমিই নিচ্ছি বাবুজী।

অনাদি। তুমি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা কর তিতুমীর? এ সময় কেল্লা ছেড়ে তোমার কোথাও যাওয়া চলে না ভাই। তোমরা যুদ্ধ কর, তোমাদের মুক্তি সংগ্রামের জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে, আমি

ঘুমিয়ে পড়ি আমার বাঙলামায়ের কোলে মাটির বিছানায়। বিদায়—

[প্রস্থান।

পিয়ারা। চলে গেল! এমন একটা মানুষও দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল?

তিতুমীর। যাবে—সবাই যাবে। এই বেইমানের দেশে সাচ্চা মানুষ যারা কেউ থাকবে না বহিন।

পিয়ারা। ভাইজান! বাবুজীর শেষ আশাটুকু পূর্ণ করতে আমি—

তিতুমীর। তুই যাবি জমিদারবাবুকে দুষমণের হাত থেকে বাঁচাতে?

পিয়ারা। হ্যাঁ ভাইজান!

তিতুমীর। এই টাকাগুলো নিয়ে যা।

পিয়ারা। কেন ভাইজান?

তিতুমীর। জমিদারবাবু জানবে, প্রয়োজনের তাগিদে আমরা যেমন ডাকাতি করি, তেমনি প্রয়োজন না হ'লে ডাকাতি করা টাকা ফেরত দিতেও পারি। তবে হুঁশিয়ার হয়ে যাস পিয়ারা।

পিয়ারা। পিয়ারা তোমার বহিন ভাইজান, মরতে যদি হয় দুষমণের খুন গায়ে মেখেই মরবে। [প্রস্থান।

তিতুমীর। আমিও তাই চাই, মরতে যদি হয় দুষমণদের খুন গায়ে মেখেই মরবো। [নেপথ্যে কামান গর্জন] ওঃ—এক একটা কামানের গোলা যেন আগুনের পাহাড় হয়ে ফেটে পড়ছে। পড়ুক, আমিও তিতুমীর, নিজে কবরে গিয়েও, বিদেশী দুষমণদের হাত থেকে মেহনতী মানুষের বাঁচার দাবী আদায় করে, বাঙলার বুকে জেলে দিয়ে যাবো স্বাধীনতার রক্তমশাল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

কালীপ্রসন্নের প্রবেশ।

কালীপ্রসন্ন। ভোরের পাখি ডাকছে। রাত্রি শেষ হ'তে আর বাকি নেই। ডাকাতি হওয়ার পর থেকেই শুনতে পাচ্ছি ইংরেজ সৈন্যের অবিশ্রান্ত কামান গর্জন। হীরালালকেও পাঠিয়েছি পাইক বরকন্দাজ দিয়ে। কিন্তু এত দেরী হচ্ছে কেন? সামান্য বাঁশের কেল্লা তো ইংরেজের একটা গোলার ঘায়েই চূর্ণ হওয়ার কথা। তবে কি তিতুমিঞা আর অনাদির মাথা—

অগ্রে হীরালাল ও পশ্চাতে পিস্তল হাতে শিবদাসের প্রবেশ।

হীরালাল। আপনি পাবেন।

কালীপ্রসন্ন। তুমি এনেছো?

হীরালাল। আমি না আনলেও, ইংরেজরা পরে পাঠিয়ে দেবে।

কালীপ্রসন্ন। আমি কিন্তু বলেছিলাম মাথা না আনতে পারলে তোমাকে গুলী করবো।

হীরালাল। গুলী আপনাকেই করবো আমি।

কালীপ্রসন্ন। হীরালাল!

হীরালাল। চুপ, চিৎকার করলে পিস্তলের গুলি বুকে বিঁধবে। শিবু—পিস্তলটা ধর।

শিবু। সে আর বলতে হবে না দাদা! আমি বাগিয়ে ধরে আছি।

কালীপ্রসন্ন। বাঃ, চমৎকার ষড়যন্ত্র? একই রাত্রের মধ্যে একজন করে গেল ডাকাতি, আর একজন নিতে এল জীবন।

হীরালাল। জীবন রক্ষা হতে পারে।

কালীপ্রসন্ন। তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়ে? ভুলে যাসনি কুকুর, আমি গোবরডাঙ্গার জমিদার কালী মুখুজ্জে, আর তুই আমার পায়ের জুতো।

হীরালাল। এই পায়ের জুতোই তোমার মাথায় উঠবে।

শিবু। উঠতেই হবে, সময়ের গুণ কিনা।

কালীপ্রসন্ন। দূর হ' বিশ্বাসঘাতকের দল।

হীরালাল। যেতে আপত্তি নেই, যদি উইলখানা পাই। যে উইলখানা আপনি সীমার নামে লিখে দিয়েছেন।

কালীপ্রসন্ন। উইল আমি দেবো না।

হীরালাল। জমিদার কাকা!

কালীপ্রসন্ন। ওরে শয়তান, এখনও দিন রাত্রি হয়। গংগায় জোয়ার ভাঁটা আসে। এখনও পৃথিবীর বুক থেকে ধর্মের অস্তিত্ব মুছে যায়নি। তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি শুধু তোর পিতৃবন্ধু নই, অন্নদাতা প্রভু। স্বার্থের নেশায় অন্ধ হয়ে প্রভুর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করলে, তোর মাথায় বজ্রাঘাত হবে।

হীরালাল। আপাততঃ পিস্তলের আঘাতটাতো আপনি বুকে নিন।

কালীপ্রসন্ন। হীরালাল!

হীরালাল। হয় উইল—না হয় মৃত্যু।

শিবু। উইলটাই দিয়ে দিন জমিদারবাবু। উইলের চেয়ে আপনার জীবনের দাম অনেক বেশি।

কালীপ্রসন্ন। [স্বগতঃ] কি করি? নর-পিশাচদের হাতে জীবন

দিলে আমার সীমা পথে দাঁড়াবে। তার চেয়ে উইলখানা দিয়ে, আমি তার হাত ধরে পথেই নেমে যাবো, হ্যাঁ, সেই ভালো।

হীরালাল। কি ভাবছেন?

কালীপ্রসন্ন। ভাববার আর কিছুই নেই। [সিন্দুক খুলিয়া উইল বাহির করিয়া] এই নাও উইল। আর তার সংগে গ্রহণ করো তোমার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার, এই সর্বহারা কালী মুখুজ্জের অশ্রুসিক্ত অভিশাপ। [উইল দান]

হীরালাল। পুরস্কার আমিও আপনাকে দেব মৃত্যুদণ্ড।

কালীপ্রসন্ন। খুন! উইল নেবার পরও?

শিবু। নইলে আপনি যদি আমাদের কথা প্রকাশ করে দেন।

কালীপ্রসন্ন। ভগবান!

হীরালাল। ভগবান! হাঃ-হাঃ-হাঃ, শিবু গুলী কর্।

শিবু। গুলী!

হীরালাল। হ্যাঁ, পরপর তিন গুলী।

শিবু। তিন গুলীই করবো, তবে জমিদারবাবুর বুকে নয়, তোমার বুকে।

হীরালাল। পাগলা!

শিবু। পাগলার হাতেই নাও শয়তানির সাজা।

পিস্তল হস্তে সীমার প্রবেশ।

সীমা। সাজা তোকেই পেতে হবে শয়তান।

কালীপ্রসন্ন। শয়তান ও নয় মা, ও আমার প্রাণ রক্ষাকারী।

সীমা। বাবা!

কালীপ্রসন্ন। হীরালাল এসেছে উইল কেড়ে নিয়ে আমাকে খুন করতে।

শিবু। শুধু আপনাকে নয়, শিবদাসকেও খুন করেছে ওই শয়তান।

সীমা। হীরালাল—পশু!

হীরালাল। আ—মি—আ—মি—

শিবু। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে কেন? বল কি বলার আছে? তুমি মিস্কিণ ফকিরকে পাঠাওনি শিবদাসকে খুন করতে?

হীরালাল। তার প্রমাণ কি?

শিবু। প্রমাণ শিবদাস নিজে।

কালীপ্রসন্ন। শিবদাস জীবিত?

শিবু। অক্ষত দেহে।

সীমা। কোথায় সে?

শিবু। তোমাদের সামনে।

হীরালাল। তুমি—

শিবু। [ছদ্মবেশ খুলিয়া] আমিই শিবদাস।

কালীপ্রসন্ন। শিবদাস—তুমি? তুমিই পাগলের ছদ্মবেশে—

শিবু। হ্যাঁ জমিদার কাকা। আপনারই মহালের টাকা আদায় করে, আমি যখন পানসিতে করে ফিরে আসছিলাম, তখন এই দুর্বৃত্তের চক্রান্তেই একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে, পানসী শুদ্ধ অতলে তলিয়ে যাই।

সীমা। তারপর—তারপর?

শিবু। এক দয়ালু মাঝির দয়ায় আমি রক্ষা পাই। কিন্তু কপর্দক-শূন্য হয়ে জমিদার কাকার কাছে এসে দাঁড়াতে আমার ঘৃণা হ'ল। মনে মনে শপথ করলাম, যদি কখনও আমার আততায়ীর সন্ধান করতে পারি, সেইদিন আত্মপ্রকাশ করবো। আর না হলে এ জীবনটা এমনি পাগলামী করেই কাটিয়ে দেবো। ভাগ্যবশতঃ আজই রাতে এই শয়তানের মুখ থেকেই আমি শুনেছি, আমার হত্যাকারী ও নিজে।

কালীপ্রসন্ন। হীরালাল!

হীরালাল। মুখোস যখন খুলে গেছে, আর আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করবো না কাকা! আমি স্বীকার করছি, শিবদাসকে হত্যা করতে পাঠিয়েছিলাম আমি, কোম্পানীর স্বার্থে আপনার সংগে তিতুমিঞার দোস্তী ভেঙ্গে দিয়েছি আমি। অনাদিকে মিথ্যা অপরাধী সাজিয়েছি আমি, সবকিছুর মূলে আমি। তবে আমার একটা অনুরোধ, হিন্দু জাতির শত্রু ওই মিস্কিণকে আপনি ক্ষমা করবেন না।

শিবু। মিস্কিণের আগে তোমাকেই—[হীরালালকে গুলী করিল]

হীরালাল। আঃ—আসি বন্ধু? আসি সীমা! আসি জমিদার কাকাবাবু!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

কালীপ্রসন্ন। শিবদাস! এই রহস্যের কুয়াসা যখন কেটে গেল, তখন অনাদিকে আমি চাই। অনাদি—

টাকার থলি লইয়া পিয়ারার প্রবেশ।

পিয়ারা। নেই।

কালীপ্রসন্ন। নেই! অনাদি নেই?

পিয়ারা। না, ইংরেজের গুলীতেই—

সীমা। ওঃ—দাদা! কেন চলে গেলে! কার ওপর অভিমান করে, এমনি রহস্যের অন্তরালে নিজেকে তুমি হারিয়ে দিলে?

পিয়ারা। এই নিন, যে টাকাগুলো তিনি আপনার কাছ থেকে ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তা আমার দাদা তিতুমীর ফিরিয়ে দিয়েছে।

কালীপ্রসন্ন। তুমি তিতুমীরের বহিন?

পিয়ারা। হ্যাঁ।

কালীপ্রসন্ন। কেন ফিরিয়ে দিলে? আমি তো চাইনি?

পিয়ারা। প্রয়োজন হয়নি তাই। আসি বাবু! দাঁড়াবার সময় নেই। তবে যাবার সময় আপনাদের জানিয়ে যাচ্ছি; আমার ভাই বেইমান নয়, সে বাঙলার দরদী বন্ধু। [প্রস্থান।

কালীপ্রসন্ন। অনাদি নেই, তিতুমিঞা বেইমান নয়। সত্যই সে চেয়েছিল বন্দিনী বাঙলা মায়ের মাথায় স্বাধীনতার মুকুট পরাতে। ওঃ, আমি কি করেছি? বাঙালী হয়ে বাংলার জাতীয় নিশানকে বাঙালী বীর তিতুমীরের রক্তে ভিজিয়ে, ইংরেজের পায়ে লুটিয়ে দিয়েছি।

সীমা। বাবা!

কালীপ্রসন্ন। না-না, আমি জমিদার কালী মুখুজ্যে। কুচক্রীদের চক্রান্তে ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতা করে যে ভুল করেছি, তা সংশোধন করবো তিতুমিঞার স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে, ওই ইংরেজদের রক্তে স্নান করে।

[প্রস্থান।

সীমা। ওগো! বাবা যে একাই বেরিয়ে গেল?

শিবু। ভয় কি সীমা, দেশ-মায়ের মুক্তির আহ্বানে তিনি ছুটে চলেছেন মত্ত মাতংগ হয়ে। এসো, আমরা যাই তাঁর পিছনে। আমাদের নূতন জীবনের নবীন প্রভাতকে সাফল্যমণ্ডিত করতে, রক্তরাঙা পলাশীর মত ইংরেজদের তাজা রক্তে তিতুমিঞার বাঁশের কেল্লা ধুয়ে দিয়ে, সগর্বে বাজিয়ে দিই স্বাধীন বাঙলার বিজয় ডংকা।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

বাঁশের কেল্লার অভ্যন্তর।

ক্লান্ত তিতুমীরের প্রবেশ।

তিতুমীর। ইংরেজ ফৌজ কেল্লা ঘিরে ফেলেছে। বাইরে যাবার পথ নেই। কিন্তু এভাবে বন্দী হয়ে কতদিন থাকবো? আজ চার দিন একটু পানি নেই, খানাও যা ছিল তাও শেষ। গাছের পাতা আর মাটি খেয়ে মানুষ কতদিন লড়াই করতে পারে? ওঃ খোদা! আমি মূর্খ্য চাষী বলে, কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়ালো না। গোবরডাঙার জমিদার কালী মুখুজ্জে, পেঁড়োর জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, সকলে ইংরেজের দলেই যোগ দিলে? ওঃ—তেষ্টায় ছাতিটা ফেটে যাচ্ছে।

জলপাত্র হস্তে ডলির প্রবেশ।

ডলি। তিতুভাই!

তিতুমীর। ডলি বহিন! তোমার হাতে—

ডলি। পানি।

তিতুমীর। পানি কোথায় পেলে?

ডলি। অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি। এটুকু তুমি খাও।

তিতুমীর। খাবো? হ্যাঁ-হ্যাঁ, খোদা যখন মিলিয়ে দিয়েছে, দাও।

[জলপাত্র লইয়া মুখে তুলতে গেল]

নেপথ্যে। একটু পানি—একটু পানি—

তিতুমীর। ও কে? কে পানি চাইছে?

পিয়ারার প্রবেশ।

পিয়ারা। সদানন্দ-চাচা একটু পানির জন্তে—

তিতুমীর। এই নে পিয়ারা! এই পানিটুকু তাকে খেতে দে।

[পিয়ারার জলপাত্র লইয়া প্রস্থান।

ভলি। কিন্তু তোমাকে যে বাঁচতে হবে তিতুভাই!

তিতুমীর। তোমাদেরও বাঁচতে হবে বহিন! আমি তো একা বাঁচার জন্তে ইংরেজদের সংগে লড়াই করিনি। আমি চেয়েছি সারা দেশবাসীকে বাঁচাতে।

ভলি। বাঁচাতে পারতে তিতুভাই, যদি সমস্ত দেশবাসী তোমার পাশে এসে দাঁড়াতো। কিন্তু তা যখন হলো না—

তিতুমীর। তখন মরতে হবে জানি। ইংরেজরা ভেবেছে, কেল্লা ঘিরে রাখলে খেতে না পেয়ে তিতুমীর তাদের কাছে ধরা দেবে? না-না, তা হবে না। আমি শুকিয়ে মরবো, তবু বিদেশী দুষমণদের জুতোর তলায় মাথা নোয়াব না।

ফুলজান বিবির প্রবেশ।

ফুলজান। তিতুভাই—তিতুভাই—আমাদের বসির—নেই।

তিতুমীর। বসির নেই?

পিয়ারার পুনঃ প্রবেশ।

পিয়ারা। কানাই ভাইও মরেছে ভাইজান!

তিতুমীর। পিয়ারা!

পিয়ারা। একটু পানি হলে তবু ওরা কিছুক্ষণ যুঝতে পারে।

তিতুমীর। পানি—একটু পানি কোথায় পাই? কে দেবে? ওঃ খোদা! পানি যখন আমাদের মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছো। আসমান থেকে একটু পানি দাও মেহেরবান—একটু পানি দাও মেহেরবান—একটু পানি দাও।

সকলে। পানি দাও খোদা! পানি দাও!

[নেপথ্যে গুলীর শব্দ, সহসা একটি গুলী আসিয়া পিয়ারার বুকে লাগিল।]

পিয়ারা। আঃ—

তিতুমীর। পিয়ারা—

পিয়ারা। আমি চললুম ভাইজান। মরতে যখন হবে, তোমরাও লড়াই করে মরো। ছাগল ভেড়ার মত মরো না। [প্রস্থান।

ডলি। চতুর ইংরেজ সৈন্যরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তিতুভাই। চারদিন উপোস করেও তুমি আত্মসমর্পণ করলে না দেখে, তারা আবার আক্রমণ করেছে।

তিতুমীর। আবার আমিও লড়াই করবো।

ফুলজান। কাদের নিয়ে লড়বে তিতুভাই! জোয়ানরা যে সব ধুঁকছে।

তিতুমীর। ওদের আধমরা দেহগুলো নিয়েই আমি লড়বো। মরার আগে বেইমানদের বুকে মরণ কামড় দিয়ে বুঝিয়ে যাবো, এই দেশের সব মানুষ তাদের পা-চাটা গোলাম নয়। এমন মানুষও আছে, যারা দেশের মান রাখতে হাসিমুখে ফাঁসীর দড়ি গলায় পরতে পারে। [প্রস্থান।

সুবেদার। [নেপথ্যে] এগিয়ে চলো—এগিয়ে চলো। ঢুকে পড়ো কেল্লার মধ্যে।

ভলি। ওই ইংরেজ ফৌজ পিছনের পথ দিয়ে কেল্লার মধ্যে ঢুকে পড়লো। ফুলজান বিবি! তুমি আমার পিছনে এসো, ওদের হটাতে পারবো না জানি, তবু দুজনে চেষ্টা করে দেখি, তীর চালিয়ে কিছুও যদি শেষ করতে পারি। [প্রস্থান।

ফুলজান। তুমি যাও বোন, আমি ওদিকে যাবো না, আমি খুঁজে দেখবো সেই বেইমান ফকিরটাকে।

অগ্রে সুবাদার সিং ও পশ্চাতে বংশীধরের প্রবেশ।

সুবেদার। খুঁজে দেখ কারপরদার—তিতুমিঞাকে খুঁজে দেখ, গুণ্ডাটা পালিয়ে গেলে আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে, একি—তুই?

ফুলজান। আমি? আমি একটা পেত্নী। তোমাদের মাথা খাবো বলে দাঁড়িয়ে আছি।

সুবেদার। তবে রে শয়তানী। [গুলী করিতে উদ্যত]

বংশী। [বাধা দিয়া] কি করেছেন স্যার! এ মেয়েছেলে।

সুবেদার। আমার বিবিও বেটাছেলে নয় কারপরদার। ওরা যখন তাকে খুন করেছে—

বংশী। তবু আমার সামনে আমি আপনাকে নারীহত্যা করতে দেব না। যাও মা! তোমাদের পথ মুক্ত, আর যদি পার, তোমরা কেল্লার বাইরে গিয়ে বাঁচার চেষ্টা কর।

ফুলজান। বাঁচতে হবে, যতক্ষণ না সেই বেইমানের মাথাটা নিতে পারছি, ততক্ষণ আমাকে বাঁচতে হবে, দেখি খুঁজে দেখি। [প্রস্থান।

সুবেদার। তোমার জন্যেই সব বরবাদ হবে দেখছি।

মিস্কিণ ফকিরের প্রবেশ।

মিস্কিণ। কিছুই বরবাদ হবে না হুজুর! একে তো না খেতে

পেয়ে সব ধুঁকছিল, তার ওপর আচমকা গুলির শব্দেই বেটারা এখন খাবি খাচ্ছে।

বংশী। তোমার বুঝি খুব আনন্দ হচ্ছে ফকির?

মিস্কিণ। হবে না, ইংরেজের শত্রু যে আমারও শত্রু।

সুবেদার। তিতুমিঞা কোথায়?

মিস্কিণ। কেল্লার সামনে একাই লড়াই করছে। তবে আর বেশীক্ষণ নয়।

সুবেদার। যাও কারপরদার, তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা কর।

বংশী। যাচ্ছি, তবে জ্যান্ত তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে না।

সুবেদার। বল কি! একটা জানোয়ারকে--

বংশী। জানোয়ার হলেও সে সিংহ, আপনার মত শিয়াল নয়।

সুবেদার। কারপরদার!

বংশী। সে মরবে, তবু বন্দী হবে না। [প্রস্থানোদ্যত সহসা একটি গুলী তাহার বক্ষে লাগিল] আঃ—

সুবেদার। গুলী! কে করলে? কারপরদার!

বংশী। ওঃ, তুমি ঠিকই করেছো ভগবান! গোলামীর নেশায় বাঙালী হয়ে বাঙালীর সর্বনাশ যে করে, তার উপযুক্ত পুরস্কার এমন মৃত্যুদণ্ড। আসি সুবেদার সিং! ইংরেজের গোলামীর শিকল ছিঁড়ে যাবার সময়, আমি মুক্তকণ্ঠে বলে যাচ্ছি, জয়—বাঙলা মায়ের জয়, জয়—বাঙালী বীর তিতুমীরের জয়।

[প্রস্থান।

সুবেদার। কারপরদার মরুক, আমি তিতুমিঞাকেই চাই। প্রস্থানোদ্যত]

মিস্কিণ। হুজুর, যুদ্ধ তো প্রায় শেষ হয়ে গেল, আমার বখশিসটা

সুবেদার। বখশিস?

মিস্কিণ। হায়দারপুরের জমিদারী।

সুবেদার। এই মাত্র?

মিস্কিণ। তবে কি আমাকে চব্বিশ পরগণার নবাবী দেবেন?

সুবেদার। হ্যাঁ, দেব। তিতুমিয়াকে গ্রেপ্তার করার পর, তোমাকে দেব জুতোর মালা।

মিস্কিণ। হুজুর, কেল্লার পথ দেখিয়েছি আমি।

সুবেদার। তাই কেল্লা জয় করার পর, তোমার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে, কেল্লার সামনেই তোমাকে আমি গুলী করে মারবো।

মিস্কিণ। হুজুর!

সুবেদার। যে স্বজাতীর সঙ্গে বেইমানী করে, সে একদিন আমাদের সংগেও বেইমানী করতে পারে। তাই তোমার পুরস্কার জুতোর মালা আর বন্দুকের গুলী।

মিস্কিণ। হুজুর, আমি আপনাদের দোস্ত!

সুবেদার। তোমার মত বেইমানের সংগে দোস্তী সুবেদার সিং করে না। [প্রস্থান।

মিস্কিণ। ইয়া আল্লা—নিমকহারামটা বলে কি? ওদের জন্য আমি তিতুমিঞার সংগে বেইমানী করলুম।

রামদা হস্তে ফুলজান বিবির পুনঃ প্রবেশ।

ফুলজান। সে বেইমানীর সাজা তোকে নিতেই হবে কুত্তা।

মিস্কিণ। ফুলজান বিবি!

ফুলজান। জান্ দে নিমকহারাম। [রামদা তুলিল]

মিস্কিণ। জান্ তোকেই দিতে হবে কসবী [পিস্তল ধরিল]

সহসা বিদ্যুৎ বেগে তিতুমীর আসিয়া বল্লম দ্বারা মিস্কিণকে আঘাত করিল।

তিতুমীর। তোর জানও থাকবে না বেইমান।

মিস্কিণ। আঃ—খোদা!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

ফুলজান। তিতুভাই! শয়তানটা যে পালিয়ে যাচ্ছে। না-না, পালাবার আগে আমিই ওর মাথাটা কেটে নেবো। [দ্রুত প্রস্থান।

তিতুমীর। আর কাটতে হবে না ভাবী। আমার বিষ মাখানো বল্লমের ঘায়ে ওর দুনিয়ার মেয়াদ শেষ হয়েছে।

কালীপ্রসন্ন। [নেপথ্যে] তিতুমীর—তিতুমীর—

তিতুমীর। ওকি! জমিদার বাবুর গলা? জমিদার বাবু আসছে আমার সংগে হাত মেলাতে! আমার হয়ে লড়াই করবে? হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে হয় তার ভুল ভেঙ্গেছে। তবে আর ভয় নেই! জমিদার বাবুকে যদি পাই, ওই গোরাপল্টনগুলোকে আমি—[সহসা একটি গুলী আসিয়া তিতুমীরের বুকে লাগিল] আঃ—খোদা—

কালী মুখুজ্জের প্রবেশ।

কালীপ্রসন্ন। তিতুমীর—তিতুমীর! ইংরেজের সন্ধিপত্রে দস্তখত করে যে ভুল করেছি—এ কি তিতু! কে তোমাকে গুলী করলে?

সুবেদার সিংয়ের পুনঃ প্রবেশ।

সুবেদার। আমি। জ্যান্ত ওকে বন্দী করতে পারবো না জেনেই—

কালীপ্রসন্ন। ওঃ—সুবেদার—

তিতুমীর। বড় অসময়ে এলেন জমিদার বাবু! আর একটু আগে এলে—

কালীপ্রসন্ন। এই শয়তান আমাকে চারদিন ওর ছাউনীতে আটক রেখেছিল।

সুবেদার। বেশ করেছি, ওই শয়তান আমার বিবিকে খুন করেছে।

পিস্তল হস্তে ডলির পুনঃ প্রবেশ।

ডলি। তোমার বিবির হাতেই খুন হতে হবে তোমাকে।

সুবেদার। ডলি! তুমি? তোমাকে তিতুমীর খুন করেনি?

ডলি। তোমার মত অমানুষ তিতুমীর নয়। ধর বেইমান! তোমার পাপের সাজা। [সুবেদারকে গুলী করিল]

সুবেদার। ওঃ—ডলি—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

[ডলি তিতুমীরকে ধরিল]

কালীপ্রসন্ন। তিতুমীর! বর্বর বৃটিশ শক্তি তোমাকে বাঙলার বুক থেকে মুছে দিলেও, ইতিহাস তোমাকে ভুলবে না।

তিতুমীর। সবাই আমাকে ভুলে গেলেও, আমার কোন আফশোষ নেই। শুধু মরার সময় খোদার কাছে আমার শেষ আর্জি, আমার রক্তের বদলে যেন জেগে ওঠে দেশের দামাল ছেলেরা। বিদেশী দুষমণদের হাত থেকে গরীব দুঃখী দেশবাসীকে বাঁচাতে, দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে, গাঁয়ে গাঁয়ে তারা যেন গড়ে তোলে এই তিতুমীরের "বাঁশের কেল্লা"

যবনিকা।